৫০ বর্ষ, ২৪৯ সংখ্যা

জে.এন.দত্ত এণ্ড সন্স
পোষাক.পরিচ্ছদ.হোসিয়ারী.ষ্টেশনারী.সুন্দর মজবুত লেদার সুটকেস ও খেলা ধূলার সরঞ্জাম ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
২১২.এ ও বি. মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ · ফোন: ৩৩-৮৭৯৮

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily
বুধবার, ১৩ পৌষ ১৩৭৮ (৮ পৌষ ১৮৯৩ শক) Wednesday, December 29, 1971

সাধনা চ্যবনপ্রাশ
বহুমূল্য আয়ুর্বেদীয় রসায়ন
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

মূল্য : ২২ পয়সা (22 Paise)
শুল্ক : ২ পয়সা (2 Paise)
মোট : ২৪ পয়সা (24 Paise)

ভুট্টোকে নজরুল ইসলামের হুঁশিয়ারি

স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে আটক রাখার অধিকার নেই

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আজ এখানে পাক-প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে আটক করে রাখার কোন অধিকার অন্য কোন রাষ্ট্রের নেই। শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধান—রাষ্ট্রপতি। তাঁকে আটক রাখার কোন অধিকার পাক-প্রেসিডেন্টের নেই। জনাব ভুট্টোকে উদ্দেশ করে বলেছেন, বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিন। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থেই শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিন। এই উপ মহাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করুন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘোষণা করেছেন, শেখ মুজিবর রহমানকে পাক-কবল থেকে মুক্ত করে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ওই কথা বলেন। তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন এবং চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইকে বাংলাদেশ যে বাস্তব সত্য এই কথাটা স্বীকার করে নিতে আজ অনুরোধ করেন।

তিনি দৃঢ়তার সংগে বলেন : এই পৃথিবীতে সভ্যতা যতদিন থাকবে, এই বাংলাদেশও তার অস্তিত্ব নিয়ে সেই পর্যন্ত টিকে থাকবে।

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন এবং চীন সরকারের ভূমিকার জন্য তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন।

এই দুই সরকারই যাতে তাঁদের মনোভাব বদলে বাংলাদেশের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করেন তার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

এই দুটি রাষ্ট্রের বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও তাঁদের সংগে মৈত্রীর সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেননি। তবে এজন্য এই দুই দেশের কাছ থেকে তাঁর আবেদনের প্রতি যথাযোগ্য সাড়া পাওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য মার্কিন জনগণ ও সংবাদপত্র যে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তিনি তার প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের লক্ষ্য সমর্থনের জন্য তিনি সেনেটর কেনেডি এবং সেনেটর স্যাক্সবির মত নেতাদের ধন্যবাদ জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দিন আমেদ এবং তাঁর মন্ত্রিসভার অপর সাতজন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ভারতের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের কথা শ্রীইসলাম বারবার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রপুঞ্জে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাহত করার জন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের চেষ্টা বানচাল করেছেন। রাশিয়ার সংগে আমাদের বন্ধুত্ব চিরকাল স্থায়ী হবে।

শ্রীইসলাম মন্তব্য করেন, বাংলাদেশকে সাহায্য করায় ভারত যা কিছু করেছে তাতে তার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের গণতন্ত্র মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাঁচান।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে 'ভারত বিশ্বের কাছে ঘোষণা করেছে যে, ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব পরস্পরের জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক সম্মানবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত'।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ব্রিটেন ফ্রান্স যে নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করে, তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই রাষ্ট্র দুটি যদি কোন বন্ধুত্বের মনোভাব

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

যুদ্ধবন্দী পাকিস্তানী সৈন্যদের ঢাকা থেকে অন্যত্র ট্রেনে সরানো হচ্ছে। ইসট পাকিস্তান কেটে হাতে 'জয় বাংলা' লেখা ট্রেনের গায়ে। —নিজস্ব চিত্র

পাকিস্তানীদের ভাঙা মন্দির মসজিদ গিরজা আমরা আবার গড়ব
— তাজউদ্দিন

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—বাংলাদেশে পাকিস্তানী দখলদার ফৌজ যেসব মন্দির, মসজিদ ও গিরজা ভেঙেছিল সেগুলির প্রত্যেকটি আবার নতুন করে গড়া হবে। এই সব ধর্মস্থানের মধ্যে রমনার বিখ্যাত কালীবাড়িটিও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দিন আমেদ আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অংগীকার ঘোষণা করেন। তাজউদ্দিন সাহেব আরও বলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশে কারও প্রতি ধর্মগত কারণে কোন বৈষম্য করা হবে না।

আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথা মানা হবে। তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথা মেনে চলবেন।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তান ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাই পাক ফৌজ এই দুই দেশেরই শত্রু।

তাজউদ্দিন বলেন যে, যতদিন দরকার ততদিন ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে থাকবে।

তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশের কাছেই বাংলাদেশ আত্মমর্যাদার বিনিময়ে কোন সাহায্য নেবেন না। বাংলাদেশের জনগণ ভিখারি নন।

বাঙালী জাতির লজ্জা। এর আগে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে, নুরুল আমিন ও ত্রিদিব রায় বাঙালী জাতির লজ্জার কারণ। ব্যক্তিগতভাবে ওই দুজনকে তিনি করুণা করেন, কিন্তু ওই দুজন প্রত্যেকটি বাঙালীর মাথা নীচু করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ওই দুজন পাক প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর তল্পিবাহক হয়েছেন।

পাক ফৌজের টাকা আটক। বাংলাদেশ সরকার এক আদেশবলে বাংলাদেশের ব্যাঙ্কগুলিতে পাকিস্তানী ফৌজের সব টাকাকড়ি, শেয়ার, সিকিউরিটি ও জিনিসপত্র আটক করেছেন এবং পাক দখলদার প্রশাসন

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

মুজিবের সঙ্গে কথা বলে নিরাশ হইনি : ভুট্টো

রাওয়ালপিন্ডি, ২৮ ডিসেম্বর—পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট শ্রীভুট্টো প্রকাশ্যে এই প্রথম স্বীকার করলেন যে তিনি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সংগে আলোচনা আরম্ভ করেছেন।

গতকাল এখানে এক সম্বর্ধনা সভায় শ্রীভুট্টো কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের বলেন : এইমাত্র আমি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে এলাম এবং এই সাক্ষাৎকারের পর আমি নিরাশ হইনি।

পাক প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এই প্রথম প্রকাশ পেল যে, তিনি শেখ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন। গত বুধবার লায়ালপুরের জেল থেকে সরিয়ে এনে এখানে প্রেসিডেন্ট ভবনের সংগে যুক্ত একটি বাড়িতে শেখ মুজিবকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন : এই সাক্ষাৎকার খুব একটা সোজা ছিল না। তবে আমি অসুখী হইনি। আমরা আলোচনায় বসলাম, কথাবার্তা বললাম এবং আবারও আরো দুজনে কথা বলব।

তিনি আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলতে অস্বীকার করেন। তবে সরকারীসূত্রে বলা হয়, গত বুধবার থেকে এই দুজনের মধ্যে এটা হল দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার।

শেখ মুজিবের সংগে তাঁর এই আলোচনা কতদিন ধরে চলবে সে সম্পর্কেও কোন আভাস দিতে পাক প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেন। আওয়ামী লীগ নেতাকে কবে নাগাদ

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশের সঙ্গে রাশিয়া বাণিজ্যচুক্তি চায়

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—আজ এখানকার সোভিয়েত বাণিজ্য মিশনের প্রধান শ্রী ভি ভি জুরেভ বাংলাদেশের ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী এম মনসুর আলির সংগে দেখা করেন। শ্রীজুরেভ শ্রীআলিকে জানান যে, রাশিয়া বাংলাদেশের সংগে একটি বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনে ইচ্ছুক। শ্রীআলি নাকি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন। শ্রীজুরেভ বলেন যে, রাশিয়া বাংলাদেশের কাপড়ের কলগুলিকে তুলো দিতে এবং পাটশিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা করে দিতে প্রস্তুত। পরিকল্পনাটি নাকি তিনি পেশও করেছেন। এছাড়া শ্রীজুরেভ শ্রীআলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সফরের আমন্ত্রণ জানান। —ইউ এন আই

আবার দলীয় সংঘর্ষ শুরুতে সরকার উদ্বিগ্ন

স্টাফ রিপোর্টার

বিভিন্ন দলের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একজন সরকারী মুখপাত্র ওই সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা কখনই অবস্থার অবনতি হতে দেব না'।

বিভিন্ন দলীয় সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক উপদ্রব দমনের জন্য ইতিপূর্বে পুলিশকে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় এবং তার ফলে যে শান্তির অবস্থার সূচনা হয় তার উল্লেখ করে মুখপাত্র বলেন, 'তবে পুলিশের উদ্যমেরও একটা সীমা আছে'।

অস্ত্রশস্ত্র পাচারের বিরুদ্ধে সতর্কতা

বাংলাদেশ থেকে যাতে অস্ত্রশস্ত্র সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ না করতে পারে সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাংলাদেশে অনেকের হাতে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র মজুত হয়েছে। প্রকাশ কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ওই সব অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে আমদানির চেষ্টা হচ্ছে।

একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, সরকার সীমান্ত ঘাটিগুলিকে আবার স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন এখন বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে খবরের কাগজ চলাচলের ব্যাপারে কোনও নিষেধ নেই।

নেলী সেনগুপ্তাকে ফিরে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ

চট্টগ্রাম, ২৮ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ দক্ষিণাঞ্চল মুক্তিপরিষদ শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তাকে চট্টগ্রামে ফিরে এসে তাঁর স্বামী পরলোকগত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পৈতৃক বাসভবনটি

দখল করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তির পর পরিষদের সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়েছে।

শ্রীমতী সেনগুপ্তা দেশ বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানের নাগরিকত্বই গ্রহণ করেন এবং চট্টগ্রামের বাড়িতেই বসবাস করতে থাকেন। বাংলাদেশে খান সেনাদের অত্যাচার শুরুর কয়েক মাস আগে চিকিৎসার্থে তাঁকে

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

আচমকা পাক গোলা বর্ষণে দুই মেজর ও তিন জওয়ান নিহত

জয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর—গতকাল রাত্রে গংগানগর সেকটরে ভারতীয় চৌকিগুলির ওপর পাকফৌজ হঠাৎ পাকিস্তানের জালবালা ফাঁড়ি থেকে গোলাবর্ষণ করতে শুরু করলে দুজন মেজর এবং তিনজন জওয়ান নিহত হন।

এই গোলাবর্ষণে একজন ক্যাপটেন, দুজন লেফটেন্যানট এবং ছাব্বিশজন জওয়ান আহত হন।

বিনা প্ররোচনায় গংগানগর সেকটরের নাগি অঞ্চলে পাকফৌজ যে গোলাবর্ষণ শুরু করে তা এখনও চলছে। ভারতীয় জওয়ানরা এর পালটা জবাব দিয়েছেন।

সীমান্তে দ্রুত সৈন্য পাঠান হয়েছে। স্থলবাহিনীর প্রবীণ অফিসাররাও গিয়েছেন।

ভুট্টো বিদেশ সফরে যাবেন না

ইসলামাবাদ, ২৮ ডিসেম্বর—প্রেসিডেনট ভুট্টোর চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীভুট্টো গতকাল রাওয়ালপিন্ডিতে সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তান পুনর্গঠনের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই তিনি তাঁর দেশ সফরে বেরুবেন। —ইউ পি আই

ঢাকা-কলকাতা রেলপথও শীঘ্রই চালু হবে

স্টাফ রিপোর্টার

খুব শীঘ্রই ঢাকা-কলকাতা রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এর প্রমাণ পর্যায়ে ১ জানুয়ারিই ভারত সীমান্তের গেদে থেকে বাংলা দেশের কুষ্টিয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করবে।

পরীক্ষামূলকভাবে মঙ্গলবারই দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত একটি ট্রেন নিয়ে যাওয়া হয়। এখন বাকি শুধু দর্শনার সংগে গেদের যোগাযোগ। আগে কলকাতার সংগে এই গেদে-দর্শনা-কুষ্টিয়ার পথেই ছিল পূর্ব বাংলার প্রধান রেল যোগ। এ লাইনেই চলত ঢাকা মেল, চট্টগ্রাম

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন আসন্ন

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর—বিহারে দু এক দিনের মধ্যেই সম্ভবত রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবে।

পি ভি ডি মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর বিহারের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের এবং রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেন। তাঁর এই সুপারিশপত্র রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এখন দক্ষিণ ভারত সফর করছেন।

আজ এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে রাজ্যপালের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হলে তা আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পথ সুগম করে দেবে। —পি টি আই

রাজ্যপালের প্রতিনিধির দিল্লি যাত্রা

পাটনা, ২৮ ডিসেম্বর — বিহারের রাজ্যপালের সচিব শ্রী এস এন চক্রবর্তী রাজ্যপাল শ্রী ডি কে বড়ুয়ার সুপারিশলিপি নিয়ে আজ সকালে বিমানে দিল্লি রওনা হয়ে গিয়েছেন। গতকাল রাতে ভোলা শাস্ত্রী মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর রাজ্যপাল বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন বলে জানা যায়।

রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র ৩ দিন পর বিহারে ৭ মাসের পুরানো পি ভি ডি মন্ত্রিসভার পতন ঘটায় এখানে আর এক দফা রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। —পি টি আই, ইউ এন আই

আন্তর্জাতিক রেডক্রস শীঘ্রই মুজিবরের সঙ্গে দেখা করবে

রাওয়ালপিন্ডি, ২৮ ডিসেম্বর—এখানে নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়েছে দুএকদিনের মধ্যে আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে শেখ মুজিবর রহমানের সংগে দেখা করতে অনুমতি দেওয়া হবে।

ঢাকা থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ আজ এখানে বলেন, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান সুস্থ আছেন কিনা দেখবার জন্য বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকে অনুরোধ করেছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান বর্তমানে অন্তরীণ আছেন।

এপর্যন্ত এ সম্বন্ধে রেড ক্রসের কোন অভিমত জানা যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকার জাতির জনকের মুক্তিলাভে সাহায্যের জন্য কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রকেও অনুরোধ করেছেন। —রয়টার

আগ্রাসী উদ্দেশ্যে চীন ভারতকে দুর্বল করে রাখতে চায় : প্রাভদা

মসকো, ২৮ ডিসেম্বর—এশিয়ায় আগ্রাসী কর্তৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারতকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করে রাখার অপচেষ্টার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় চীনের উপর দোষারোপ করে।

সোভিয়েট কম্যুনিসট পার্টির সংবাদপত্র প্রাভদায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণে পাকিস্তানকে প্ররোচিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে দায়ী করা হয়। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, জনগণের মধ্যে বৈরীভাব গড়ে তোলায় এবং যুদ্ধের ইন্ধন জোগানোর যা কিছু দায়-দায়িত্ব সবই চীনা নেতৃবৃন্দের। শ্রী ভি ইয়াকুবভ-এর স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

১৯৫৯ সালের সীমান্ত সংঘর্ষে ভারতের প্রতি চীন যে বৈরীভাব পোষণ করত এবং প্রতিবেশী দেশগুলিকে ভারতের বিরুদ্ধাচারণ করার ব্যাপারে তার উস্কানির কথা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়।

প্রাভদা বলেছে, ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দেশ পিকিংয়ের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে অসম্মত হলে মাও সে-তুং-এর দল ভারতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার ব্যাপারে পাকিস্তানের ইয়াহিয়ার উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে থাকেন।

সম্প্রতি চীন-পাকিস্তান নেতৃবৃন্দের মধ্যে যেসব যোগাযোগ ঘটেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে এই নতুন দুঃসাহসিক কাজে যেমন করে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পাকিস্তানে যখন প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন চীনা প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন সেই সময়েই জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ ১০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ করার হুমকি দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা ধূলিসাৎ করে দেওয়ায় এই সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। বাইরের সাহায্যের আশ্বাস না থাকলে পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করত

পঞ্চম পৃষ্ঠায় অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

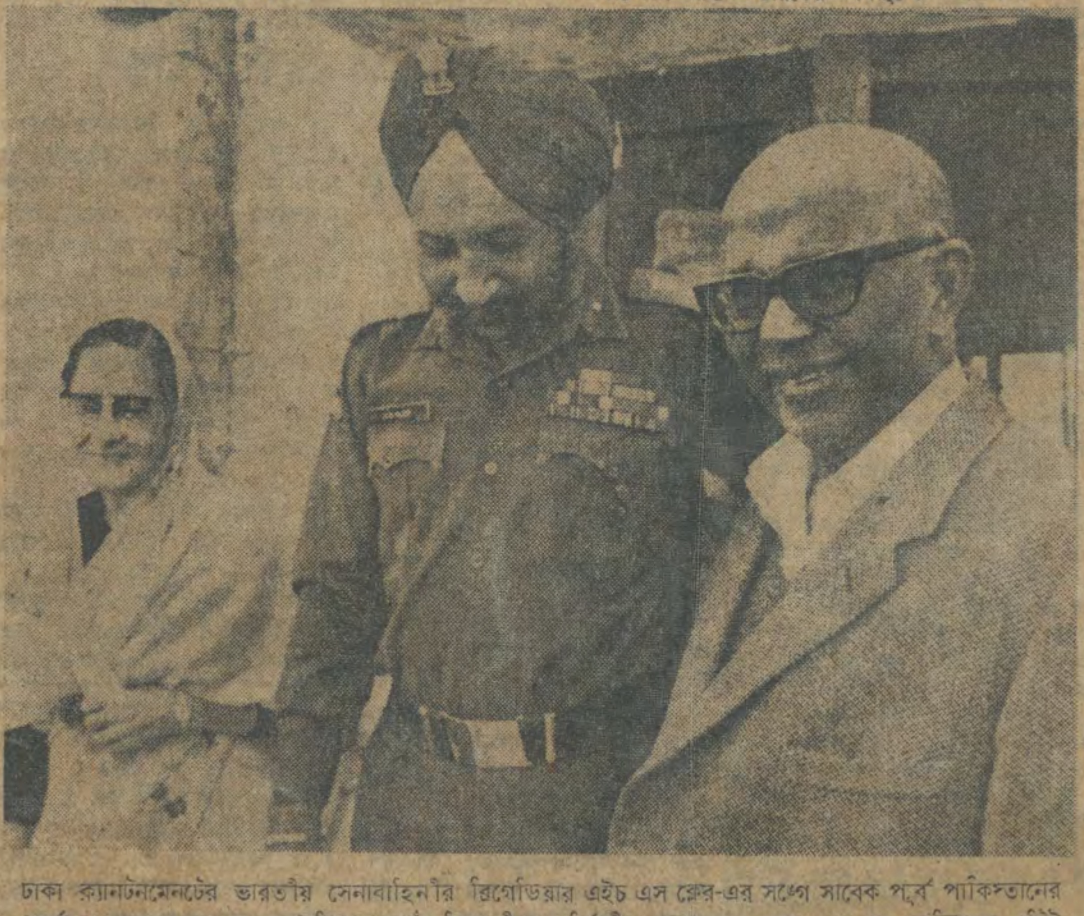

ঢাকা ক্যানটনমেনটের ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার এইচ এস ক্লের-এর সঙ্গে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বতন গবরনর ডাঃ এ এম মালিক ও তাঁর বিদেশী সহধর্মিণী। গ্রেফতার হবার পর ডাঃ মালিকের এটিই প্রথম ছবি। —নিজস্ব চিত্র

একমাত্র ফিলিপ্‌স্ ব্যবহার করে
সিগটেক্
ফিলিপ্‌স্ রেডিও, টেপ রেকর্ডার এবং হিয়ারিং এড্-এর নির্ভরযোগ্য সত্বর সার্ভিসের জন্যে
সিগনাল এ্যানালিসিস টেকনিক হ'ল,—সঠিকভাবে ও চট্ ক'রে যাবতীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির খুঁত ধরবার অভিনব প্রণালী। আর এই প্রণালীতে রেডিও, টেলিভিশন সেট, টেপ রেকর্ডার, হিয়ারিং এড্, ইত্যাদি সারিয়ে নতুনের মত ক'রে তোলা হয়। সারানোর পর বুঝতে পারবেন ফিলিপ্‌স্ সারালে কত তফাৎ।
যন্ত্রাংশ পাওয়া গেলে আমদানি করা বিদেশী যন্ত্রপাতিও সারানো হয়।
সার্ভিস রিসেপশন সেন্টার
১, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬। টেলি: ২৪৬৭৩৬/২৪৭৮০৪
কাজ নেবার সময়:
প্রত্যহ: সকাল ৯.৩০ থেকে দুপুর ১২.৪৫
দুপুর: ২.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭.১৫
শনিবার: সকাল ৯.৩০ থেকে দুপুর ১২.৪৫
সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট
২, হেশাম রোড, কলকাতা-২০। টেলি: ৪৭-৩৬২১
সার্ভিসের সময়:
প্রত্যহ: সকাল ৯ থেকে বিকেল ৫
সাধারণ ছুটির দিন বাদে সোমবার থেকে শুক্রবার খোলা থাকে।
PHILIPS
ফিলিপ্‌স্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
ফিলিপ্‌স্ SERVICE
CMPR-173-203 E BN

আনন্দবাজার পত্রিকা
Tele : ANANDABAZAR, Cal
Phone: 23 2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX No. 2536 G.P.O

কর্মখালি

আবশ্যক

কেমিস্ট্রির শিক্ষক। যোগ্যতা : এম এস-সি সেকেন্ড ক্লাস। অভিজ্ঞতা থাকা চাই। সংস্কৃতের শিক্ষক। যোগ্যতা : বি এ (অনার্স) বা এম এ। অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বি টি অগ্রগণ্য। কলিকাতার একটি বড় স্কুলের জন্য। জি এ রুল অনুসারে বেতন। ৭ দিনের মধ্যে লিখুন, বক্স নং ৮৬০৯, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (এ)

বিলম্বে সুদক্ষ ঘড়ি মেরামতের কারিগর চাই। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করুন—এন সি গুহ এণ্ড সন্স, ১৫৯/১বি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯। (৮৫৭৬এ)

হারানো প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

সুজিত সেনগুপ্ত (ভাইয়া, খোকা) ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর ঘুঘুডাঙা, দমদম থেকে নিরুদ্দিষ্ট। সন্ধানপ্রার্থী মা মালতী সেনগুপ্তা। ১/১বি প্রাণনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলি-২৫। (সি ৭২৫০)

সন্ধান চাই

ডলি সরকার (ডাক নাম টেপী), পিতা—শ্রীগোপালচন্দ্র সরকার, ঠিকানা—১/১/এইচ/৩৬ মুরারি পুকুর রোড, অক্টোবর ৩, '৭১ তারিখ কলকাতার মুচিপাড়া এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়েছে। বিবরণ :—বয়স অনুমান ৭-৮ বৎসর, শ্যামবর্ণা, মাঝারি গড়ন, উচ্চতা ৩'-৬", একটি কানের পিছনে কাটা দাগ আছে। নিখোঁজের সময় পরিধানে নীল রং-এর ফ্রক ও ইজার, পায়ে প্লাস্টিকের চপ্পল ও হাতে খেলনা চশমা ছিল। মেয়েটির কোনরূপ সন্ধান জানলে লালবাজার মিসিং স্কোয়াডে সংবাদ দেবেন।
৪৯৯৩(৩) আইপিআর/এ/৭১ (৮৭৫৫)

ব্যক্তিগত

বিয়ের পাঞ্জাবীর ঐতিহ্য মানেই "কোহিনুর" আমহার্স্ট স্ট্রীট ও গড়িয়াহাট ব্রিজ। সাদা ও ক্রীম সার্জ, ভায়লা, গরদ ও টেরিসিল্কের প্রচুর স্টক। (৮৬৬০ এ)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

রিজার্ভেশন বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, প্যাসেঞ্জার ৮/১, জয়রামবাটী, কামারপুকুর ৯/১, গঙ্গাসাগর ১৩/১; জনতা স্পেশাল, পি-৪০, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলি-১। ফোন : ৩৪-৯৫০১।

পাবলিক নোটিস

নোটিস

জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১লা মে, ১৯৭১ তারিখের দলিল বলে সৃষ্ট এবং তাহার পর হইতে আমি, শ্রীমতী অর্চনা মিশ্র ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মধ্যে বিদ্যমান ও ক্যাশন ট্রেন্ড নামীয় ফার্মে ব্যবসারত অংশীদারিত্ব হইতে আমি ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি। নিম্নস্বাক্ষরকারী যতখানি সম্পর্কিত ততখানি ব্যাপারে উক্ত তারিখ হইতে উক্ত অংশীদারিত্বের বিলোপ ঘটিয়াছে এবং তদনুসারে উক্ত ফার্মের সমস্ত পরিসম্পৎ ও দায় বর্তমান অংশীদারদের উপর বর্তাইয়াছে।

স্বাঃ সুনির্মল সাহা
১৯-১২-৭১
অবসরগ্রহণকারী অংশীদার
(৮৬২৮ এ)

টেণ্ডার

ভ্রম সংশোধন

গত ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে অত্র স্তম্ভে প্রকাশিত ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার টেণ্ডার নোটিস নং এফ/২(১৩)/৭০(২) এস টি জি মূলে প্রকাশিত টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তিতে (বিজ্ঞাপন নং ৮৫০৭/৩) টেণ্ডার ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার সমীপে পৌঁছার তারিখ ২৫-১২-৭১-এর পরিবর্তে ২৫-১-৭২ পড়িতে হইবে। (৮৭৪৭)

ত্রিপুরা সরকার
পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট
তেলিয়ামুড়া ডিভিশন
১৯৭১-৭২ সালের টেণ্ডার (সংক্ষিপ্ত)
আহ্বায়ক নোটিস নং ৬০

মালমসলা সরবরাহের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, তেলিয়ামুড়া ডিভিসন, তেলিয়ামুড়া কর্তৃক প্রকৃত অভিজ্ঞ সঙ্গতিপন্ন ও ত্রিপুরা পি ডবলিউ-র তালিকাভুক্ত ঠিকাদার এবং রেলওয়ে, সি পি ডবলিউ ডি ও সন্নিহিত রাজ্যের (যথাযথ শ্রেণীর) রেজিস্টার্ড ঠিকাদারদের নিকট হইতে ১২-১-৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত পি ডবলিউ ডি ফরম নং ৯-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

১। ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ সালে তেলিয়ামুড়া পুলিশ স্টেশনের ৩ কিঃ মিঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে তেলিয়ামুড়াতে ইট ও ইটের টুকরা প্রস্তুত ও সরবরাহ (স্টকে চার্জযোগ্য)। অনুমিত ব্যয় : ৬,২৯,৮৮৫ টাকা; বায়নার পরিমাণ : ৬,২৯৯ টাকা এবং কাজ শেষ করিবার সময় : ২ (দুই) বৎসর।

এই ধরনের কাজে অতীত অভিজ্ঞতার দলিলগত প্রমাণ এবং হাল সময় পর্যন্ত বৈধ আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাইয়া ১০-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বিকাল ...

টেণ্ডার

নিম্নবর্ণিত কাজের জন্য এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, জলপাইগুড়ি ইরিঃ ডিভিসন (আই অ্যাণ্ড ডবলিউ ডি) ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি কর্তৃক আই অ্যাণ্ড ডবলিউ ডি-এর যথোপযুক্ত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/বাহিরের প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারদিগের (তাহাদিগকে তাঁহাদের যাথার্থ্যের সমর্থনে দলিলপত্র পেশ করিতে হইবে) নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ, প্রদত্ত সময়, খোলার তারিখ যথাক্রমে নিম্নরূপ : (১) জলপাইগুড়ি জেলার বোদাগঞ্জের নিকট নেপাতি নদীর মধ্য দিয়া করলা নদীর মধ্যে তিস্তা নদীর ডাইভারসন নিবারণ করা (নেপাতি অফটেকের ভাটির দিকে চে : ২৪০০-তে একটি সলিড স্পার নির্মাণ); ৩,৭৭,১৯০ টাকা; ৭,৫৪৪ টাকা; ৩ মাস; ৩০-১২-৭১ বেলা ৩টা। (২) জলপাইগুড়ি জেলার মাল থানায় রেলওয়ে ব্রিজের উপর চেল নদীর দক্ষিণ তীরে সংরক্ষণমূলক কাজের নিমিত্ত এমব্যাঙ্কমেন্টের পুনর্বিন্যাস ও উঁচু করা—চে : ২০ হইতে চে : ১৫০ পর্যন্ত; ২,১৫,৭৫০ টাকা; ৪,৩১৫ টাকা; ৩½ মাস; ১৮-১-৭২ বেলা ৩টা। (৩) মণ্ডলঘাট হইতে বিবিগঞ্জ পর্যন্ত তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরের সংরক্ষণ—চে : ৩৪৬-এর নিকট স্পার নং ৮ নির্মাণ; ৩,৬৭,৬৮০ টাকা; ৭,৩৫৪ টাকা; ৩ মাস; ১৮-১-৭২ বেলা ৩টা। (৪) মণ্ডলঘাট হইতে বিবিগঞ্জ পর্যন্ত তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরের সংরক্ষণ— ...

টেণ্ডার

(চে : ৬০·০০ হইতে ৮৫·০০—রীচ ৩); ৫,৪২,০৭৪ টাকা; ১০,৮৪২ টাকা; ৩ মাস; ২০-১-৭২ বেলা ৩টা। যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দাখিলক্রমে টেণ্ডার খোলার তারিখের একদিন পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত অফিস হইতে প্রত্যেক কাজের জন্য প্রতি প্রস্থ ৭ টাকা মূল্যে টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে।
৪৯৮৮(২)আই পি আর/এ/৭১ (৮৭৫৩)

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট
১৯৭১-৭২ সালের টেণ্ডার নোটিস নং ৪৫

চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, ১৯, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া; "পিলখানা বস্তিতে বস্তি উন্নয়ন সম্পর্কে অতিরিক্ত কাজ"-এর জন্য দুই প্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয় ৬০,৩৫২ টাকা। বায়নার পরিমাণ এবং টেণ্ডারের কাগজপত্রের দাম যথাক্রমে ১২০৮ টাকা এবং ১০ টাকা।

আয়কর ও বিক্রয় কর পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র দেখাইয়া এইচ আই টি-এর অনুমোদন লাভ করিলে প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট ২৪-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত (প্রত্যহ বেলা ১১টা হইতে বেলা ২-৩০টার মধ্যে) টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে। ২৫-১-৭২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (২) কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে। (৮৬৪৫)

ফাঁকা আওয়াজ!

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর—পাকিস্তান আজ এ বলে সতর্ক করে দিয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এশিয়ায় যে কোন মুহূর্তে নতুন করে ঝড় উঠতে পারে।

পাক বেতারে সংবাদ পর্যালোচনায় আরও বলে : পাক সৈন্যরা এখনও ভারতীয় বাহিনীর মোকাবিলা করছে। ভারতের সঙ্গে এখনও যুদ্ধাবস্থা চলছে।

জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে পর্যালোচক দাবি করেন যে, পাকিস্তান ভারতের কাছে হার মানেনি—হার মেনেছে 'কিছু ঘটনাচক্রের কাছে'। —ইউ এন আই

টেণ্ডার

সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
(কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ)
মহাত্মা গান্ধী এভিনিউ, দুর্গাপুর-৯
পশ্চিমবঙ্গ

টেণ্ডার আহ্বায়ক নোটিস

সি এম ই আর আই ই-তে লাইব্রেরী বিল্ডিং নির্মাণের জন্য সি এস আই আর অথবা উহার ন্যাশনাল লেবরেটরি/ইনস্টিটিউটের জন্য নিম্নবর্ণিত মোট অনুমিত ব্যয়ের অনুরূপ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত রেজিস্টার্ড সি পি ডবলিউ ডি রাজ্য পি ডবলিউ ডি, রেলওয়ে অথবা এম ই এস-এর বিল্ডিং ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের অনুমিত ব্যয় ৫,৬০,০০০ ...

ত্রাণ, সেবা ও জওয়ানদের কল্যাণে

থাপার কোমপানি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বল্লারপুর পেপার অ্যানড স্ট্র বোরড মিলস লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রীললিতমোহন থাপার ২৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছেন।

✻

ন্যাশনাল অ্যানড গ্রিনডলেজ ব্যাংক লিঃ-এর ভারতস্থ জেনারেল ম্যানেজার শ্রীডব্লু এম বেনেট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের হাতে আড়াই লক্ষ টাকার একটি চেক দেন। এ ছাড়া ব্যাংকের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নাগরিক পর্ষদের জন্য রাজ্যপালের হাতে দেড় লক্ষ টাকার আর একটি চেক দেওয়া হয়েছে।

✻

গোলডেন টোব্যাকো কোং লিঃ বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর জন্য ৫ লক্ষ সিগারেট উপহার দিয়েছেন। কোমপানির আঞ্চলিক ম্যানেজার শ্রী পি কে চ্যাটার্জি কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রীহোসেন আলির হাতে এই উপহার দেন।

✻

বোমবাইয়ের মেসারস রেনসন এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ মহারাষ্ট্র বাংলাদেশ সহায়ক কমিটিকে ১১০০ টাকা দিয়েছেন।

✻

বেঙ্গল বাস সিনডিকেটের পক্ষ থেকে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের হাতে প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ৫০০১ টাকা এবং পঃ বঃ নাগরিক পর্ষদের জন্য ১০০১ টাকার চেক দেওয়া হয়েছে।

ইনডিয়ান অ্যালুমিনিয়ামের ৫ লক্ষ টাকা দান

ইনডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোমপানি জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা দান করেছে। এ ছাড়া কোমপানি ৫ লক্ষ টাকার 'প্রতিরক্ষা বণ্ড'ও কিনেছে। এক বিবৃতিতে কোমপানির অন্যতম ডিরেকটর ও সচিব শ্রী টি ভি সিংহ এই দানের কথা জানান।

নিখিল ভারত উৎপাদক সংস্থা'র পক্ষ থেকে ভারতীয় জওয়ানদের সাহায্যার্থে প্রথম কিস্তিতে ১১,০০১ টাকা রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের হাতে প্রদান করা হয়। এ উদ্দেশ্যে সদস্যদের কাছ থেকে আরও অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

৫০০ সেট ট্রানজিসটর দান

পাওয়ার কেবলস কোমপানি ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার কর্মচারীদের একদিনের বেতন বাবদ ট্রানজিসটর কিনে দেওয়া হয়।

স্টেট ব্যাংক কাউনটারে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা সংগ্রহ

মহাকরণের স্টেট ব্যাংক কাউনটারে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৭৮ টাকা সোমবার পর্যন্ত সংগৃহীত হয়। এর মধ্যে ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৫২ টাকা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে এবং ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৯২৬ টাকা রাজ্যপালের নাগরিক পরিষদ তহবিলে দান স্বরূপ পাওয়া যায়। ভারতীয় বণিক সভার (কলকাতা) মহিলা স্টাডি গ্রুপ'এর পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর সামরিক হাসপাতালের জন্য একটি সিনেমা প্রোজেকটর দান করা হয়। এই দান গ্রহণ করেন লেঃ জেঃ জে এস অরোরা।

জওয়ানদের সাহায্যে রক্তদান

বড়দিনের দিন নৈহাটি অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের ২০ জন স্বেচ্ছাসেবী এবং আদি মৈত্রী সংঘের ১০ জন সভ্য আহত জওয়ানদের চিকিৎসার জন্য রক্তদান করেছেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট সমাজসেবী উপস্থিত ছিলেন।

ইনজিনিয়ারিং একসপোর্ট প্রোমোশন কাউনসিলের হেড কোয়ারটারের অফিসার এবং কর্মচারীরা একদিনের বেতন এক হাজার টাকা জওয়ানদের কল্যাণ তহবিলে দান করেছেন।

ওই অর্থ দেওয়া হয়েছে শ্রীমতী অরোরার হাতে।

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় ছাত্র লীগের নিন্দা

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ ছাত্র লীগ বিপুল সংখ্যক বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করায় তীব্র মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন। ছাত্র লীগের সভাপতি শ্রীআল মুজাহিদি বলেন যে, এই গণহত্যা শরনেভিল ও মাই লাই হত্যাকাণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। —পি টি আই

আইন-আদালত

হাওড়া পুলের ছবি তোলায় মারকিন ক্যাপটেনের সাজা

কলকাতার প্রেসিডেনসি ম্যাজিসট্রেট শ্রীএ এন মুখারজি মারকিন সংরক্ষিত বাহিনীর ক্যাপটেন জে সি বোথাউটকে অনুমতি-পত্র ছাড়া কলকাতা বন্দরের নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন এবং ৩০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ক্যাপটেন অপরাধ স্বীকার করেন এবং জরিমানার টাকা জমা দিয়েছেন।

প্রকাশ, ভিয়েৎনাম যাওয়ার পথে এই আমেরিকান ক্যাপটেন বেনারস থেকে কলকাতায় আসেন। হাওড়া পুলের ছবি তোলার সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

ম্যাজিসট্রেট বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যখন জোর যুদ্ধ চলছে সেই সময় ভিয়েৎনাম যুদ্ধে নিযুক্ত একজন মারকিন নাগরিককে হাওড়া পুলের ছবি তুলতে দেখা গেল। ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখা খুবই স্বাভাবিক। তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র প্রধান যোগসূত্র হাওড়া সেতু নিষিদ্ধ অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার ভুলে গেছেন সেটাও একটা শোচনীয় ত্রুটি।

শরণার্থীদের ফেরার পথে

বাংলাদেশে ৭টি 'অবস্থান শিবির' খোলা হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

বাংলাদেশ সরকার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের জন্য ভারতের সহায়তায় সাতটি স্থানে "অবস্থান শিবির" খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক-একটি শিবিরে ১০৮ হাজার শরণার্থীর স্থান সঙ্কুলান হবে। নিজ নিজ গ্রামে ফেরার আগে ওইসব শিবিরে শরণার্থীরা দু-এক রাত থাকতে পারেন। অবস্থানকালে তাঁদের জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফেবরুয়ারি মাসের মধ্যেই শরণার্থীরা যাতে দেশে ফিরে যেতে পারেন, সেই লক্ষ্য রেখেই কাজ চালানো হচ্ছে।

সাতটি স্থান হল : যশোহর, খুলনা, দিনাজপুর, লালমণিরহাট, ফেণী, কুমিল্লা এবং কুষ্ঠিয়া। পূর্ব ঘোষণা অনুসারে আগামী পয়লা জানুয়ারী থেকে সুশৃঙ্খলভাবে শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু হবে। তবে মঙ্গলবার একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, কোন জেলা কর্তৃপক্ষ যদি এর আগেও যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারেন তাঁরা তা করতে পারেন। পঃ বঙ্গ সরকারের কাছে পাওয়া হিসাব অনুসারে ইতিমধ্যে সোমবার পর্যন্ত ১ লক্ষ ১ হাজার ১০০ জন শরণার্থী নিজের উদ্যোগে বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন।

উদ্বাস্তু ত্রাণ কমিশনার

ডঃ বি কে ভট্টাচার্য সংবাদিকদের জানান, যে-সব শরণার্থী ওই শিবিরগুলিতে যাবেন ভারত ছাড়ার আগে তাঁদের রেশন দেওয়া হবে। শিবিরে পৌঁছে তাঁরা রান্না করার জন্য উনুন পাবেন এবং জলের ব্যবস্থাও থাকবে। তাছাড়া শিবিরগুলিতে ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিটও পাঠানো হবে।

ডঃ ভট্টাচার্য জানান, পঃ বঙ্গে শিবির এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে যে ৭৫ লক্ষ শরণার্থী আছেন তাঁদের মধ্যে ২৪ পরগণায় ২২॥ লক্ষ এবং পশ্চিম দিনাজপুরে শরণার্থী সংখ্যা ১৮ লক্ষ। পয়লা জানুয়ারি ২৪ পরগণার বনগাঁ এবং পশ্চিম দিনাজপুর থেকে শরণার্থী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু হবে।

ডঃ ভট্টাচার্য জানান, আর তিন সপ্তাহের মধ্যে শরণার্থীদের মধ্যে জামাকাপড় কম্বল বিলি শুরু হবে বলে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে যাঁরা দেশে ফিরে যাবেন তাঁরা দেশেই ওই সব জিনিস পাবেন। ৬ কোটি টাকা মূল্যের জামাকাপড় বিলি করা হবে। ...

ঢাকার খবর

স্টাফ রিপোরটার

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—২৫ মারচের পর খান-সেনারা ঢাকার রাস্তার যেসব নামকরণ করেছিল, ঢাকা পৌরসভা তা সব বাতিল করে দিয়েছে। পৌরসংস্থার এক আদেশে বলা হয়েছে ২৫ মারচের আগে যেসব শহীদ ও দেশ প্রেমিকের নামে রাস্তা ছিল এখন থেকে সেই নামই বহাল থাকবে।

✻

পিপলস পারটির চেয়ারম্যান মওলানা নুরুজ্জামানকে গত রাত্রে বাংলাদেশ নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে।

✻

শ্রীহট্ট স্বাভাবিক

ঢাকা-সিলেট টেলিগ্রাম, টেলিফোন চালু হবার পর সিলেটের সঙ্গে প্রায় ৯ মাস পর ঢাকার যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হল। সিলেট জেলায় সব জায়গায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে। মানুষ নিয়মের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে স্ত্রী, পুত্র পরিবার পরিজন নিয়ে বাস করতে শুরু করেছে। জানা যায়, সিলেটে ইতিমধ্যে হানাদার বাহিনীর বহু দালাল ধরা পড়েছে। মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর সৈনিকেরা আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে।

পাক ফৌজের গোপন ঘাঁটি থেকে ৫১ জন তরুণী উদ্ধার

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—আন্তর্জাতিক রেডক্রশের সহযোগিতায় ভারতীয় সৈন্যরা গত কয়েকদিনে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা ক্যানটনমেনটের কয়েকটি গোপন স্থান থেকে ৫১ জন তরুণীকে উদ্ধার করেছে।

যাদের উদ্ধার করা হয়েছে—তাদের অধিকাংশের বয়সই ১৪ থেকে ৩০ বছর। তাদের তালাবন্ধ ঘরে পাওয়া যায়। পাক সৈন্যরা ঐসব যায়গায় তাদের আটকে রেখেছিল। ঐ সব তরুণীরা তাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে।

একমাত্র ঢাকা থেকেই তিন হাজারেরও বেশি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রেডক্রশ ঐসব মেয়ের পুনর্বাসন ও দেখাশোনার ভার নিয়েছেন। —ইউ এন আই

যুদ্ধবন্দী শিবিরে

স্টাফ রিপোরটার

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—যে যুদ্ধবন্দী পাক সৈন্য এখানে আছেন তাঁরা একবাক্যে বলেছেন, কোন অসুবিধা নেই। ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের প্রতি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করছেন।

অবশ্য নামে বন্দী শিবির, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী জাপানী বন্দী শিবিরগুলির সঙ্গে কোন তুলনায় স্বর্গ ও নরক ব্যবধান। না আছে কাঁটাতারের বেড়া, না আছে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। ... নিবাস এলাকার মধ্যে যুদ্ধবন্দীরা স্বাধীনভাবে ঘুরছেন। কেউ ... প্রহরী নিয়ে জীপে করে শহরে ... জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকে আছেন নিজেদের ইউনিট সংলগ্ন ব্যারাকে। সেখানে বন্দীরা তাস খেলছেন। এক জায়গায় ... দেখলাম বন্দীরা ভলিবল খেলছেন, অন্য জায়গায় ক্রিকেট।

যুদ্ধবন্দীদের সকাল সাড়ে ছটা থেকে ৮টা পর্যন্ত পি-টি হয়। তারপর স্নান ও প্রাতরাশ। এরপর ওরা ব্যারাক সাফ করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পরও ইউনিটের কাজকর্ম হয়। সন্ধ্যাবেলা রোলকল।

একজন ভারতীয় অফিসার বললেন, 'জেনিভা চুক্তির প্রতিটি শর্ত আমরা কঠোরভাবে মেনে চলেছি।'

পাকিস্তানী সৈন্যরা গতকাল প্রথম বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশেরই পরিবার যুদ্ধের আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন কিছু পরিবার আছেন। রেডক্রশের ব্যবস্থাপনায় তাঁরাও ইসলামাবাদ চলে যেতে পারেন যাচ্ছেনও।

পূর্ব রেলওয়ে

সেল নোটিস

হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে খালাস করিয়া ফেলিয়া রাখার সময় হইতে রেলওয়ে প্রশাসনের হেফাজতে বেওয়ারিশ ও নাম ঠিকানাবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকা নিম্নোক্ত ওয়াগন লোডের চালানগুলি ১৯-১-৭২ তারিখ বেলা ১টায় হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে।

১। ওয়াগন নং ডব্লিউআর ২৬০২৮ হইতে ২১-৮-৭১ তারিখে হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে খালাস করিয়া ফেলিয়া রাখা এক ওয়াগন শ্বেত পাথর।
২। ওয়াগন নং সিআর ৩৫২৩ হইতে ২১-৮-৭১ তারিখে হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে খালাস করিয়া ফেলিয়া রাখা এক ওয়াগন শ্বেত পাথর।
৩। ওয়াগন নং ইআর ৭০১৮১ হইতে ১৪-৮-৭১ তারিখে হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে খালাস করিয়া ফেলিয়া রাখা এক ওয়াগন শ্বেত পাথর।

ইতিমধ্যে প্রাপক যদি রেলওয়ের যাবতীয় প্রাপ্য আদায় দিয়া বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপিত চালানগুলি ডেলিভারি লইয়া অপসারণ করেন তাহা হইলে উহা বিক্রয়ে উপস্থাপিত না করিবার অধিকার প্রশাসনের সংরক্ষিত রহিল। বিক্রয়ের পূর্ব দিন বেলা ১২টা হইতে ৪টার মধ্যে চালানগুলি দেখা যাইবে।

হাতুড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা যদি বায়নার টাকা দিতে অপারগ হন তাহা হইলে ডাক বাতিল হইয়া যাইবে এবং লট পুনরায় বিক্রয় করা হইবে বা অন্যভাবে উহার বিলি-ব্যবস্থা হইবে। ক্রেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকার প্রশাসনের রহিল। চালানগুলি রেলওয়ে প্রেমিসেসে বিক্রয় করা হইবে এবং মাল পরিবহণের ব্যবস্থা ক্রেতাকেই করিতে হইবে। চালানগুলি বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় প্রয়োজন হইলে পরের দিনও চলিবে।

ডিভিসনাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট/হাওড়া

২৫তম খেলা

রাজস্থান স্টেট লটারীজ

২৪-১২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
১ম পুরস্কার ৪,০০০ টাকা B-047248
৯টি পুরস্কার প্রতিটি ৫০০ টাকা

A-010618	C-223287	D-262838
E-242086	F-245056	G-133546
H-004350	J-163904	K-263042

অবশিষ্ট সিরিজে একই নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ৯০টি

গড়িয়াহাট
হরলালকায়
PURE WOOLLEN COAT
(Ladies & Gents)
ছোটদের এবং বড়দের, রকমারী ডিজাইন, রকমারী সাইজ
এইমাত্র আসিয়াছে!
LADIES & GENTS
CARDIGAN
নূতন ডিজাইন, নূতন স্টাইল
মূল্য সুলভ
হরলালকা
২০৬/১ রাসবিহারী এভে
(গড়িয়াহাট জংশন)

বায়নার পরিমাণ	জামীন জমা	বায়নার পরিমাণ	জামীন জমা	বায়নার পরিমাণ	জামীন জমা
টাঃ	টাঃ	টাঃ	টাঃ	টাঃ	টাঃ
তিনসুকিয়া	৩৬৫২, ১৪৬১১,	১৬১৩, ৬৪৫২,	৫২৬৫, ২১০৬৩,	ডিভিএস/এম/টিএসকে	

নির্দেশাবলীর কাগজপত্র ও ঠিকার শর্তাবলীসহ টেণ্ডারের কাগজপত্র ডিভিসনাল সুপার/এন এফ রেলওয়ে/তিনসুকিয়া অধীন ডিভিসনাল মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার, তিনসুকিয়া-এর অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ফরম ও চুক্তিপত্র ২০-১২-৭১ হইতে ২০-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত কাজের দিন (রবিবার ও ছুটির দিন বাদে) প্রতি প্রস্থ বাবদ কেবল নগদে অফেরৎযোগ্য ৫ টাকা (পাঁচ টাকা) মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। উপরোক্ত 'গ' স্তম্ভে প্রদর্শিত মত সম্মিলিতভাবে কয়লা, ছাই হ্যাণ্ডলিং ও ঘেঁস তোলার কাজের জন্য টেণ্ডার ফরম ইত্যাদি বিক্রয় করা হইবে। কয়লা হ্যাণ্ডলিং বা ছাই হ্যাণ্ডলিং এবং ঘেঁস তোলা কাজের জন্য পৃথক পৃথক টেণ্ডার ফরম বিক্রয় করা হইবে না। ২০-১-৭২ তারিখ বেলা ১২টায় টেণ্ডার ফরম বিক্রয় করা বন্ধ হইবে। টেণ্ডার ২০-১-৭২ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেই দিন অর্থাৎ ২০-১-৭২ তারিখ বেলা ৩টায় খোলা হইবে। টেণ্ডারদাতাদিগকে ৯০ দিনের জন্য টেণ্ডার বলবৎ রাখিতে হইবে। আবশ্যক বায়নার টাকা সঙ্গে না থাকিলে টেণ্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

নং ডি/৫/২৭

স্বাঃ অস্পষ্ট
ডিভিসনাল সুপার
এন এফ রেলওয়ে/তিনসুকিয়া
(৮৫২৯)

ভর্তি আরম্ভ হইবে। (৮৬২৩)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২
নোটিস

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ১ম ও ২য় বর্ষিক ক্লাস ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ সোমবার হইতে আরম্ভ হইবে।

পি সি ভি মল্লিক
রেজিস্ট্রার
(৮৭৪৮ এ)

পি জি (ওয়ান) ম্যাথাম্যাটিক্স-এর পরীক্ষা নিয়ে আলোচনার জন্য আজ ১০টায় বিজ্ঞান ভবনের S3/3 রুমে ঐ বিভাগের পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত হোন। ছাত্র-সংসদ (বিজ্ঞান)। (সি ৭৪৯৩)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সিমুর ব্যারী রচিত

'চ্যালেনজের মোকাবিলায় ভারত' প্রদর্শনী

স্টাফ রিপোরটার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় জল, স্থল এবং বিমান বাহিনী কিভাবে পাকিস্তানী সামরিক শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, তার এক পূর্ণাঙ্গ আলোকচিত্র প্রদর্শনী মঙ্গলবার কলেজ স্ট্রীটে মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম হলে উদ্বোধন করা হল। 'চ্যালেনজের মোকাবিলায় ভারত' নামে এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করলেন মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত। রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সহযোগিতায় অ্যাডভারটাইজিং অ্যানড ভিসুয়াল পাবলিসিটির প্রদর্শনী বিভাগ এর উদ্যোক্তা।

প্রদর্শনীতে সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ খানি আলোকচিত্র রয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর বীরত্বের ছবি ছাড়াও গত ২৫ মারচের পাকিস্তানী অত্যাচার, ভারতে বিপুল সংখ্যায় শরণার্থী আগমন প্রভৃতি নানান ছবিও প্রদর্শনীতে রয়েছে। আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত রোজ তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে। কোন প্রবেশ মূল্য নেই।

বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রাম প্রদর্শনী

উত্তর কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক বিভাগ বিধান সরণী ও বিডন স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। মঙ্গলবার এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রীহোসেন আলি। শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুনসী ও শ্রীসুব্রত মুখারজি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত রোজ সকাল নয়টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

নব কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা চালাতে থাকলে

সি পি আই-র সঙ্গে আর এস পি ফ্রনট করবে না

স্টাফ রিপোরটার

সি পি আই যেভাবে নব কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলার চেষ্টা করছে, তা যদি অব্যাহত থাকে তবে আর এস পি এই দলের সঙ্গে কোন রাজ্যে কোন ফ্রনটে যাবে না। আর এস পির কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর পৌরোহিত্যে কলকাতায় ওই কমিটির তিনদিন-ব্যাপী বৈঠক মঙ্গলবার শেষ হয়। নব কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আইয়ের কথা-বার্তা সম্পর্কে বৈঠকে তীব্র সমালোচনা করা হয়। আগামী মারচে—নানা রাজ্যে নির্বাচনের সম্ভাবনার উল্লেখ করে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আর এস পি ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়বে। এ ব্যাপারে নানা রাজ্যে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব রাজ্য কমিটিগুলিকে দেওয়া হয়েছে।

আর এস পি নেতা শ্রীমাখন পাল কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের জানান। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন, গ্রামাঞ্চলে জোতদার ও পুলিশের অত্যাচার ও শহরাঞ্চলে সন্ত্রাস চলেছে। এই অবস্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বলে তাঁদের অভিমত। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে সম্মিলিত আন্দোলন করার জন্য তাঁরা অনুরোধ জানান।

এখানে উল্লেখ্য রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্বের অভিযোগ করে ইতিমধ্যে এস ইউ সির তরফে সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নানা দলের সঙ্গে একদফা আলোচনা করা হয়েছে। সেই দলগুলি হল সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক সি পি এম, আর সি পি আই (দাসপন্থী), বলশেভিক ও সোস্যালিসট পারটি। বুধবার এস ইউ সি নেতা শ্রীনীহার মুখারজি আর এস পি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। ওয়ারকারস পারটি ও আর সি পি আই (কুমারপন্থী) এই আলোচনায় সমর্থন জানিয়ে চিঠি দিয়েছে।

তারকেশ্বর শাখায় লেভেল ক্রশিং-এ দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২৮ ডিসেম্বর—পূর্ব রেলের তারকেশ্বর শাখার নসীবপুর ও সিঙ্গুর স্টেশনের মধ্যে একটি লেভেল ক্রশিং-এ সোমবার রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় তারকেশ্বর পাইলটের ইনজিনের সঙ্গে একটি খালি এবং অন্য একটি বালীবোঝাই লরির ধাক্কাধাক্কিতে একটি লরির চালক ও ২ জন ক্লিনার জখম হন। ওদের একজনকে উত্তরপাড়া সরকারী হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

সংঘর্ষে রেল-ইনজিনটি লাইনচ্যুত হয় এবং ওভারহেড ট্রাকশনের একটি কংক্রিট পোসট ভেঙ্গে পড়ে। ফলে ওই শাখায় ১৬ ঘণ্টারও বেশি ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সোনা ও রূপা

২৮ ডিসেম্বর, আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল :—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	২০৮,
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ, ১০ গ্রাম)	১৯৮,
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৪০,
ঐ খুচরা (১ কেজি)	৫৪৪,

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ২৮ ডিসেম্বর—আগামী কাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয় মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৮০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৪০ পয়সা থাকবে। —পি টি আই

বেহালায় ট্রাফিক জ্যাম এড়াবার জন্য বিকল্প সড়ক তৈরি হবে

স্টাফ রিপোরটার

বেহালায় ট্রাফিক জ্যাম এড়াতে বাতিল কালিঘাট-ফলতা রেল পথের একাংশে বিকল্প সড়ক তৈরি করা হবে।

রাজ্য পূর্ত দফতরের এক পদস্থ অফিসার ওই কথা জানিয়ে বলেন, ডায়মনডহারবার রোড সম্প্রসারণ প্রকল্পে উৎখাত দোকানদারদের পুনর্বাসন ও জমি সংগ্রহ ইত্যাদির ব্যাপারে বেশ সময় লাগবে। তাই দ্রুত একটি বিকল্প রাস্তার জন্য তারাতলা থেকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত কে এক রেল পথের পরিত্যক্ত রাস্তাকে সড়কে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় টাকা সি এম ডি এ দিতে রাজি হয়েছেন। এখন প্রকল্প তৈরি চলছে।

মার সামলাতে পাকিস্তানের অনেক বছর লাগবে

—পি সি লাল

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

ভারতীয় বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ শ্রী পি সি লাল মঙ্গলবার বারাকপুরে সামরিক ও অসামরিক কর্মীদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় সাম্প্রতিক যুদ্ধে ভারতীয় নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর কর্তব্যবোধের এবং অপূর্ব সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীলাল বাগডোগরা ও হাসিমারা সামরিক বিমানঘাটিতে ভাষণ দেন।

তিনি বলেন এদের মধ্যে সমঝোতা ও দায়িত্বজ্ঞানের জন্য এই জয়লাভ সম্ভবপর হয়েছে। এই যুদ্ধে পাকিস্তানকে এমনভাবে মার দেওয়া হয়েছে সে ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে তার অনেক বছর কেটে যাবে।

শ্রীলাল বলেন, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য ভারতীয় জওয়ানেরা একটি ইতিহাস রচনা করেছেন, এই জয়ের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভৌগোলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এবং তা সম্ভবপর হয়েছে সমগ্র জাতির সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম বলেই।

বিমানবহরের অধ্যক্ষ শ্রী লাল প্রসংগত অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে কর্তব্যরত জওয়ানদের স্ত্রী ও পরিবারবর্গের অসীম মনোবলের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, শত্রুপক্ষের বিমানগুলি বার বার হানা দিলেও তাঁরা স্থান ত্যাগ করতে রাজি হননি। এর ফলে তাদের আপনজনেরাও নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে অটল ছিলেন। জাতীয় স্বার্থে শত বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে বিমানবাহিনীর প্রতিটি কর্মী যেভাবে কর্তব্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীলাল তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ইতিহাসের এই অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি নিজেও গর্ব অনুভব করছেন।

বারাণসীতে নকশাল নেতা গ্রেফতার

বারাণসী, ২৮ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের নকশাল নেতা শ্রীসুধেন্দ্রকুমার ঘোষকে গত রবিবার পুলিশ এখান থেকে দু' কিলোমিটার দূরে রামনগরে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে একথা জানা যায়। কুড়ি বছর বয়স্কা এই যুবককে পুলিশ বহুদিন ধরে খুঁজছিল। পুলিশের তিনজন সাব-ইনেসপেকটর, একজন কংগ্রেসকর্মী ও আরও ৩ জনকে খুন করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর কাছে একটি গুলি ভরতি রিভলবার পাওয়া গেছে। —ইউ এন আই

লিবারটি স্ট্যাচু দখল করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিউইয়রক, ২৮ ডিসেম্বর—ভিয়েতনাম যুদ্ধে অভিজ্ঞ ১৬ জনকে ফেডারেল জজ এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'স্ট্যাচু অব লিবারটি' থেকে তাঁদের কেন জোর করে সরিয়ে দেওয়া হবে না তার কারণ দেখাতে হবে। এই ১৬ জন ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এই স্থানটি দখল করেন।

রবিবার রাত্রে শেষ দর্শক বিদায় নেওয়া পর্যন্ত নিউইয়রক বন্দরের মুখে এই মূর্তির উদ্যত হাতের মধ্যে এঁরা লুকিয়ে ছিলেন। নববর্ষ পর্যন্ত সেখানেই থাকবেন বলে আশা আছে।

অনুরূপ একটি প্রতিবাদ (অবস্থানের মাধ্যমে) ফিলাডেলফিয়ার ঐতিহাসিক বেটসী রোজ হাউসেও করা হয়েছিল (এখানেই প্রথম মারকিন পতাকা তৈরি হয়)। সেখান থেকে ২৩ জন ভিয়েতনাম যুদ্ধ-অভিজ্ঞ এবং ২ জন যুবতী বিক্ষোভকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। —রয়টার

খোলা দুধ সরবরাহে ডিপো কর্মীরা রাজি নন

স্টাফ রিপোরটার

বোতল ছাড়া খোলা দুধ ডিপো থেকে সরবরাহ ব্যবস্থায় ডিপো কর্মীরা রাজি নন।

মঙ্গলবার সরকারি দুগ্ধ প্রকল্প মহিলা কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ভালোভাবে জানেন যে, খোলা দুধ ডিপো থেকে দেওয়া হলে ক্রেতাসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এজন্য ডিপো কর্মীদের লাঞ্ছিত হতে হয়।

অনডালের গ্রামে ১ জনের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর, ২৮ ডিসেম্বর—মঙ্গলবার সকালে অণ্ডাল থানার কাজোরা গ্রামে একটি পুকুরের পাড়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি।

পুলিশের ভ্যান লক্ষ্য করে গুলি

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান, মঙ্গলবার সকালে নিমতা এলাকায় পুলিশী টহল চলার সময় কয়েকজন যুবক একটি ঝোপের ভিতর থেকে অতর্কিতে হামলা চালায়। এ সময় ভ্যান লক্ষ্য করে দু রাউনড গুলি ছোঁড়া হয়, কয়েকটি পাথরও এসে পড়ে। পুলিশও পালটা দু রাউনড গুলি ছোড়ে। কিন্তু পুলিশ জানিয়েছে এই গুলি বিনিময়ের ফলে কোন পক্ষেরই কেউ জখম হয়নি। পরে ওই অঞ্চলে তল্লাসি চালিয়ে সন্দেহক্রমে ৫ জনকে থানায় নিয়ে আসা হয়। রাত্রি পর্যন্ত তল্লাসি চলছে বলে পুলিশ জানায়।

বোমা নিক্ষেপ

মঙ্গলবার বেলা আন্দাজ চারটায় উত্তর কলকাতার নরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা লেনে সি পি এম দলের শ্রীজ্যোতির্ময় বসু এম পি সহ ওই দলের কয়েকজন লোকসভা সদস্য যখন যাচ্ছিলেন, ওখানে বোমা পড়ে। এতে কেউ আহত হননি। এ ব্যাপারে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

খড়দহের ব্যাংক ডাকাতি সম্পর্কে ১ জন গ্রেফতার

২৪ পরগণা জেলার খড়দহে এলাহাবাদ ব্যাংকের ডাকাতিতে লিপ্ত সন্দেহে পুলিশ উত্তর শহরতলি এলাকা থেকে মঙ্গলবার দলের নেতা বলে বর্ণিত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

গত আগসট মাসে খড়দহে এলাহাবাদ ব্যাংক থেকে দুর্বৃত্তদল তিন লাখ টাকা লুট করে।

ভালুকা শরণার্থী শিবিরে হামলা

কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, সোমবার রাত্রে কেতোয়ালী থানার ভালুকা গ্রামে একটি শরণার্থী শিবিরে একদল যুবক আক্রমণ করলে ওই শিবিরের অধ্যক্ষ সহ ১৫ জন শিবির কর্মচারী আহত হন। আহতদের শক্তিনগর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

দুটি ফাঁকা মারকশিট বই হারিয়েছে

স্টাফ রিপোরটার

পূর্বতন কনট্রোলার অনাদিনাথ দাঁর নাম ছাপানো টি ডি ডি পরীক্ষার দুটি ফাঁকা মারকশিট বই (ক্রমিক নমবর ১০১—২০০ এবং ২০১—৩০০) পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের অস্থায়ী কনট্রোলার শ্রী ডি পি ব্যানারজি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়ে বলেন, কেউ ঐ বইয়ের মারকশিট ব্যবহার করলে আইনানুগ ব্যবস্থা করা হবে।

ঢাকায় নিহত বুদ্ধিজীবীদের নামের তালিকা সংগ্রহ

স্টাফ রিপোরটার

ঢাকায় সম্প্রতি যেসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের নামের একটি সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করে আনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির প্রতিনিধি অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী মঙ্গলবার বিমানে ঢাকা গিয়েছেন। সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী জানান, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির কাছে চিঠি লিখে নিহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা নিহতদের নামের তালিকা চেয়েছেন। সমিতি ঠিক করেছেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাদের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে নিহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করবেন। অধ্যাপক শাস্ত্রী ঢাকার বিভিন্ন মহল থেকে নিহত বুদ্ধিজীবীদের তালিকা নিয়ে এলে ওই কাজ শুরু করবেন।

এদিকে সমিতি তাঁদের এক সূত্রে মঙ্গলবার ঢাকা থেকে নিহত বুদ্ধিজীবীদের এক তালিকা পেয়েছেন। তবে তা সম্পূর্ণ নয়। এর অধিকাংশ নামই ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু নতুন নাম অবশ্য আছে।

দমদমে পীযূষ ঘোষের নামে রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি

দক্ষিণ দমদম পৌরসভা স্বর্গত ভাইস-চেয়ারম্যান পীযূষকান্তি ঘোষের স্মৃতি রক্ষার্থে পঞ্চাননতলা রোডটির নতুন নাম 'পীযূষচন্দ্র ঘোষ রোড' করেছেন। উল্লেখ থাকে যে, স্বর্গতের বাড়ি ওই রাস্তাতেই এবং তিনি ওই স্থানে নৃশংসভাবে নিহত হন। পৌরসভার এই সিদ্ধান্তে ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস (আদি) সভাপতি শ্রীশোভেন বসুমল্লিক, দমদম ছাত্র পরিষদ সভাপতি শ্রীপরেশ চক্রবর্তী ও দমদম টাউন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসনাতন রায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

হাওড়ায় বাস শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বন্ধ বাস চালু, ছাটাই বাস শ্রমিকদের পুনর্বহাল প্রভৃতির দাবিতে মঙ্গলবার হাওড়া জেলা বাস কর্মচারী পরিষদের নেতৃত্বে একদল বাস শ্রমিক হাওড়ার জেলা শাসকের বাসভবনের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে

আজ, বুধবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ : আকাশ পরিষ্কার থাকবে।

মঙ্গলবার সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭৭.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ২ সেঃ কম) ও ৫৫.০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ১ সেঃ কম)।

নিউমারকেটকে হামলা থেকে বাঁচাতে মেয়র পুলিশী সাহায্য চেয়েছেন

স্টাফ রিপোরটার

দুর্বৃত্তদের হামলা থেকে নিউমারকেটকে বাঁচাতে মেয়র পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন।

গত রবিবার দুপুরে একটি দোকানে সশস্ত্র দুর্বৃত্তের হামলা ঠেকাতে গিয়ে বাবন সিং নামে জনৈক পৌর পাহারাদার তরবারির ঘায়ে আহত হন। তাকে শেঠ সুকলাল করনানি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পৌর পাহারাদারদের কোন অস্ত্র দেওয়া হয় না। এই ঘটনায় কিছু লাঠি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে সোমবার। কিন্তু একখানি লাঠি দিয়ে প্রতি পাহারাদারকে গড়ে অন্তত ৫০টি দোকান পাহারা দেওয়ার দায় বহন করতে হয়। তা প্রায় অর্থহীন হয়ে ওঠায় মেয়র পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন।

যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দঃ পূঃ রেলের ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোরটার

দক্ষিণ পূর্ব রেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রী ডি জি দিভগী সোমবার বলেন যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তাঁরা ৭২—৭৩ সালে ২৩ লক্ষ টাকা খরচ করবেন।

এ টাকায় বিভিন্ন স্টেশনে রাস্তা জলের কল, বিজলী বাতি ওভার ব্রিজ, প্ল্যাটফরম আচ্ছাদন, রিটায়ারিং রুম টি স্টল প্রভৃতি করা হবে। তিনি রেলওয়ে ইউজারস এমেনিটিস কমিটি এবং সুবারবাথ রেলওয়ে ইউজারস এমেনিটিস কমিটি এবং সুবারবান রেলওয়ে ইউজারস কনসালটেটিভ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন।

সোনারপুরে বন্ধ কারখানা খুলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোনারপুরে 'গ্লাস কনটেনার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির কারখানাটি' মঙ্গলবার আবার চালু হয়েছে। ২০ জুলাই থেকে শ্রমিক অশান্তির জন্য কারখানাটি বন্ধ ছিল।

কলিকাতাস্থ একটি বৃহৎ উন্নয়নকারী সংস্থা পুরুলিয়া জেলায় পাথরের কোয়ারি উন্নয়ন করিতে চাহেন। উন্নয়ন সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যাইবে। চালু শেয়ারগুলির ইচ্ছুক লীজ হোল্ডার এবং এই লাইনের অভিজ্ঞ ও সঙ্গতিপন্ন পক্ষগণ এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে সাতদিন মধ্যে তাঁহাদের আর্থিক সঙ্গতি ও সামর্থ্য উল্লেখে উন্নয়নের পরিকল্পনা এই ঠিকানায় পেশ করিতে পারেন: বক্স নং ৮৭০৩, আনন্দবাজার, কলিকাতা—১।

(এ)

পন্থনগরের "কাবেরী" ধানবীজ আসিয়াছে

সোনালিকা গমবীজও পাইবেন

পন্থনগরের নিজস্ব খামারে উৎপন্ন অধিক ফলনশীল নতুন কাবেরী ধানবীজ আসিয়াছে। নিম্নলিখিত উন্নত ধরণের ধানবীজ শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে। ডিলারগণ নিজ নিজ এলাকার প্রয়োজনমত অর্ডার বুক করুন। অন্যথায় সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

কাবেরী ধানবীজের বৈশিষ্ট্য:—গত বছরের পন্থনগরের বিখ্যাত পদ্মা ধান অপেক্ষাও অধিক ফলনশীল সরু এবং অল্প সময়ের মধ্যে হয়। প্রতি কেজি খুচরা দর আই আর—৮, জয়া ১.৩৫ টাকা; কাবেরী, কাঞ্চী, বালা, আই আর—২০, জলমগন, চাকিয়া, সাবরমতী ১.৫০ টাকা; সুগন্ধি নাগিনা বাসমতী ৩.০০ টাকা।

পুনরায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "সোনালিকা" গমবীজ আনা হইতেছে। চাহিদার তুলনায় পরিমাণ অল্প। ডিলারগণকে এ বিষয়ে অবিলম্বে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। চাষীভাইদের জানা দরকার "সোনালিকা" গমবীজ চাষ করার এখনও যথেষ্ট সময় আছে।

কোন বিষয় জানিতে হইলে যোগাযোগ করুন :

শ্রী ডি. এন. ব্যানার্জী রিজিওন্যাল মার্কেটিং অফিসার

তরাই ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ

পি-৮৫/২, সি আই টি রোড, পদ্মপুকুর, ইণ্টালী, কলিকাতা-১৪

টেলিফোন নং ৪৪-৭৫০২ (বাসরুট ৩৯, ১০, ৩৩)

ডিসট্রিবিউটরস : (সারা পশ্চিম বাংলা)

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

৩৭এ ও ৪৩/২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলি-১৪

টেলিফোন : ২৪-৪৩৮১, ৮২ * টেলিগ্রাম : রাইসকিংস

সময় : সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা ও শনিবার ২টা পর্যন্ত

শিলিগুড়ি কেন্দ্র :—শেঠ শ্রীলাল মার্কেট

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পন্থনগরের অনুমোদিত ডিলারগণের নাম ঠিকানা সহ সাইনবোর্ড আসিয়াছে। ডিলারগণ যেন উহা লইয়া যান।

এখন

৭৫%

আপনার মূলধনের সমস্যার ৭৫% ভাগ সমাধান করতে

সিকম-এর ক্যাপিটাল পার্টিসিপেশন স্কীম—ক্ষুদ্র বা মধ্যমাকার যোজনার জন্যে আপনার আর্থিক সংস্থান দ্বিগুণ করে তুলতে সাহায্য করে।

আপনি এতদিন যে ধরণের আর্থিক সংস্থানের কামনা করে এসেছেন, সিকম-এর ক্যাপিটাল পার্টিসিপেশন স্কীম-এর সাহায্যে তা পাবেন। আপনার কাছে যদি আপনার যোজনায় প্রয়োজনীয় মূলধনের মাত্র ২৫% ভাগ থাকে, তাহলে সিকম আপনাকে আরো ২৫% ভাগ ঋণ দিয়ে সাহায্য করবে—ফলে, আপনার ঋণ পাওয়ার ক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে।

অন্যান্য সুবিধা

- সহজ পরিশোধ ব্যবস্থা—কেবল ৫ম বছরে শুরু হয়।
- সুদ দেওয়া স্থগিত রাখা যায়।
- মূলধনের ৭৫% ভাগ ঋণরূপে গ্রহণ করার ফলে করের হার নিম্নতর হয়।

এই সুবিধা কেবল বম্বে-থানা-কল্যাণ খাপোলি-পুণা অঞ্চলের বাইরের লোক বা সংস্থাকে দেওয়া হয়।

যন্ত্রবিদদের জন্যে বিশেষ চুক্তির ব্যবস্থা।

অংশীদারি বা মালিকানায় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দেখুন—সিকম আপনার আর্থিক সংস্থান* কি ভাবে বাড়িয়ে ১০০% ভাগ করে তোলে!

	(১) আপনার যোজনার জন্যে প্রয়োজন টাকা	(২) ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ টাকা	(৩) সিকম ঋণ টাকা	(৪) আপনাকে জোগাড় করতে হবে টাকা
আগে :	৪,০০,০০০	২,০০,০০০	—	২,০০,০০০
এখন :	৪,০০,০০০	২,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০

* কেবল স্থায়ী সম্পত্তির জন্যে। লগ্নীকৃত মূলধন বাদে।

বিনামূল্যে—বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে নিন। আজই এই কুপনটি পাঠান।

ঠিকানা :

দি ডেভেলপমেন্ট অফিসার (ক্যাপিটাল পার্টিসিপেশন স্কীম)

দি স্টেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন অফ মহারাষ্ট্র লিঃ,

"নির্মল", এক তলা, নরীম্যান পয়েন্ট, বোম্বাই-১

টেলি : ২৯৮২১৬ — টেলেক্স : ০১১-৩০৭৭

অনুগ্রহ করে ক্যাপিটাল পার্টিসিপেশন স্কীম সম্বন্ধে আপনাদের বিনামূল্যের ফোল্ডার পাঠান।

নাম :

পেশা :

ঠিকানা :

সিকম—বর্তমান শিল্পযোজনার জন্যে অগ্রগামী শক্তি!

দি স্টেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন অফ মহারাষ্ট্র লিমিটেড

নির্মল, এক তলা, নরিমান পয়েন্ট, বোম্বাই-১

টেলিফোন : ২৯৮২১৬ টেলেক্স : ০১১-৩০৭৭

CMSIC-61-154 BN

সর্বক্ষেত্রে—প্রস্তুত

পঁচাত্তর বছর আগে জামশেটজী টাটা বলেছিলেন, "ভারতীয়দের সমস্ত ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে হবে..." তাঁর এই কথাগুলি আজ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিদেশী সাহায্য ব্যতীতই ৫৫ কোটি ভারতবাসী একসঙ্গে কাজ ক'রে প্রগতি সাধনে ঐক্যবদ্ধ।

টেলকোতে সবসময়ে লক্ষ্য হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা। এখানে স্বদেশী যন্ত্রবিজ্ঞান-কৌশল এবং দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে দেশের সেবায় এবং সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ট্রাক তৈরীর কাজে। টাটার শক্তিশালী ট্রাকগুলি সাম্প্রতিক সংঘর্ষে অনায়াসে লোকজন ও জিনিষপত্র বহনের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর কাজে এই কোম্পানী আরো বেশী সংখ্যায় ট্রাক ও অন্যান্য সামগ্রী নির্মাণের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ ক'রে তুলতে তৎপর।

টাটা ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড লোকোমোটিভ কোম্পানী লিঃ

everest/253/T ben

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বুধবার, ১৩ পৌষ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত আমার নিকট এখন তীর্থ-স্বরূপ। —স্বামী বিবেকানন্দ

"আমরা সবাই বাঙালী"

পাশাপাশি মন্দির, মসজিদ, গির্জা আর বৌদ্ধবিহারের ছবি, নীচে স্পষ্টাক্ষরে সগর্ব ঘোষণা : আমরা সবাই বাঙালী। —অবিশ্বাস্য এই দেওয়ালচিত্র নাকি আজ বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে। বাংলার মানস-চিত্রে এই দৃশ্যটা সম্পূর্ণ অভিনব এমন কথা বলার উপায় নাই, বাংলার সাধনার অন্যতম বক্তব্য ছিল এটাই,—সবার উপরে মানুষ সত্য। বাস্তবেও এই চিত্রটি দুর্লভ ছিল না, শতকের পর শতক ধরিয়া বাংলার মাটিতে মন্দির মসজিদ সহাবস্থান করিয়াছে। তবু যে থাকিয়া থাকিয়া সংশয় অন্ধকারের ভয়—সে শুধু কুটিল রাজনৈতিক চক্রান্তের ফল। আজ চক্রীরা যখন সম্পূর্ণ পরাজিত তখন নূতন যুগের ভোরে বাঙালীর এই আত্মঘোষণার বোধহয় প্রয়োজন ছিল। শুধু ছবিতে নয়, ছবির বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে বাস্তবে রূপায়ণের মহৎ ব্রতও নাকি শুরু হইয়া গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটাইয়া এই বার্তা রটানো হইতেছে : লুঠেরারা হুঁশিয়ার। লুঠের মাল ফেরত দেওয়া চাই। নয়তো—চরম শাস্তি। লোভে পাপ, আর পাপের বেতন মৃত্যু।

বিস্ময় দর্শকেরা জানেন, বাংলাদেশ যাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল সে শুধু একটি বর্বর সেনাবাহিনী নহে একটি মধ্যযুগীয় বর্বর তত্ত্বকেও বিনাশ করা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য। বাংলাদেশ হইতে পাক হানাদার বাহিনীর উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে জিন্না সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বেরও মৃত্যু ঘটিয়াছে। বাংলাদেশে অতঃপর হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান লইয়া কোনও স্বতন্ত্র সমস্যা থাকিতে পারে না, দুর্ভাগ্য পরস্পরকে যেমন কাছাকাছি করিয়াছে সৌভাগ্যের মুহূর্তেও তেমনই সকলকে পাশাপাশিই থাকিতে হইবে; এটাই স্বাধীন বাংলদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নিয়তি। সরকার ঘোষণা করিয়াছেন--বাংলাদেশ হইবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ধর্মের ভিত্তিতে অতএব এখানে বৈষম্যের চিন্তা অবান্তর। তবু মৌখিক প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট নয়। পুরানো ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন ছিল আরও কিছু,—নূতন রাষ্ট্রের নিয়ামকেরা যে সত্যই নূতন করিয়া ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন সেটা সকলকে জানানো চাই। মুক্তিযোদ্ধা এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্যোগ সেদিক হইতে সত্যই এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যে-বাণীটি প্রচারের জন্য তাঁহারা রাইফেলের সঙ্গে কাঁধে ঢাক ঝুলাইয়াছেন সেটাও মুক্তিযুদ্ধেরই আর এক দিক। যে ভবিষ্যৎ সমাজের স্বপ্ন তাঁহাদের ঘরছাড়া করিয়াছিল—তাঁহারা জানেন—প্রতিটি মানুষ আবার নিজ ঘরে না-ফেরা পর্যন্ত তা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কেননা সেই স্বপ্নের সমাজে লুঠেরার স্থান নাই, নাই—বাস্তুহারা।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র তথা পশ্চিমী দখলদারদের লক্ষ্য ছিল অবশ্য অন্য। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন এক সঙ্গে অনেকগুলি মতলব হাসিল করিতে। সমাজের মাথা বুদ্ধিজীবীদের উচ্ছেদ, হিন্দুদের বিতাড়ন, শূন্য স্থানে ঔপনিবেশিকদের পত্তন এবং আরও নানা চিন্তা। এই কর্মসূচীতে স্থানীয় এবং বহিরাগত লুঠেরাদের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রধানত দরিদ্রের দেশ—নিরক্ষর জনসাধারণকে সেখানে নানা প্রলোভনে লুব্ধ করা খুব কঠিন কাজ নহে। রাজাকর, আলবদর প্রভৃতি দালালদের এক প্রেরণা অবশ্যই ছিল—অর্থ। সাধারণ মানুষ যে প্রবৃত্তিতে লুঠেরা নহেন, তাহার প্রমাণও মিলিতেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আহ্বানে তাঁহারা নাকি জিনিসপত্র ফেরত দিতেছেন, পুনর্বাসনেও সক্রিয় সহযোগিতা করিতেছেন। বাংলাদেশের এটা আর এক মুখ। বলা নিষ্প্রয়োজন এই ছবিটি রচনার কৃতিত্ব অনেকখানিই মুক্তি-যোদ্ধা আর তাঁহাদের নায়কদের।

বৃহৎ ঘটনায় অনেক সময় ছোটখাটো সুখ দুঃখ চাপা পড়ে, মুক্তির আনন্দিত হাওয়ায় অনেক দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া থাকে। দেশ বিভাগের ক্ষণে উদ্বাস্তুদের কাহিনী স্মরণীয়। ভারত স্বাধীন, পাকিস্তান স্বাধীন। কিন্তু তাহাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ—নিরুদ্দেশ যাত্রা, অজ্ঞাত ভবিষ্যতের হাতে নিজেদের সমর্পণ। সেদিক হইতে ঢাকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে এই পুনর্বাসন উদ্যোগ এক অনুকরণীয় নজির। দেশের ভিতরে যাঁহারা ছন্নছাড়া হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন—তাঁহাদের কাছে এটা যেমন পরম আশ্বাস ঠিক তেমনই সীমান্তের এপারে নানা শিবিরে অপেক্ষমাণ লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর কাছেও। দ্বিধা যদি কোনও মনে এখনও থাকিয়া থাকে তবে তাহা নিশ্চয় এবার উবিয়া যাইবে যাত্রীরা সোৎসাহে স্বদেশের দিকে পা বাড়াইবেন। হানাদার উচ্ছেদের পরও এরকম একটি মানস পরিমণ্ডল গড়িয়া তোলার প্রয়োজন ছিল। শরণার্থীদের তাঁবুগুলিতে বটেই, তাঁহারা যেসব গ্রামে বা শহরে ফিরিবেন সেখানেও; —কেননা নানা দুর্ভাবনা। এইসব প্রশ্ন বিচার করিলে মনে হয় আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আয়তন বাড়াইয়াও সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। বাংলাদেশে আজ আর সংখ্যালঘু সমস্যা নাই কিন্তু মন্ত্রিসভায় একজন হিন্দুর উপস্থিতি এই মুহূর্তে অবশ্যই অতিরিক্ত আশ্বাস। তবে এসব বহির্লক্ষণ মাত্র, আসল বার্তা ওই শঙ্খ—নির্ঘোষ। ওই ঘোষণা দ্বিজাতিতত্ত্বের মৃত্যু-সংবাদ। মৃত্যু-সংবাদ সম্ভবত—প্যান-ইসলামেরও। বাংলাদেশের এই নজির যেমন প্রেরণা-দায়ী, ঠিক তেমনই কিছু কিছু ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের পক্ষে নিশ্চয় অস্বস্তিকর।

শিক্ষাসংস্কার কোন্ পথে

পালটে গেল মতটা! রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর নাকি এবার কাঁচিয়া গণ্ডূষে উদ্যোগী হইয়াছেন। এগারো বছরের উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের বদলে আবার নাকি আসিতেছে দশসালা স্কুল ফাইন্যাল। সেই সঙ্গে কলেজে আবার আসিবে ইণ্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রিকোর্স—তিনের বদলে একুনে চার বছরের মামলা। নব বিধানে নাকি বলা হইয়াছে যাহারা অনার্স পড়িবে তাহাদের উপরন্তু আর এক বছর খাটিতে হইবে। অর্থাৎ এখন যে-পড়া তিন বছরে সাঙ্গ করা হয় তাহা সমাধা করিতে তখন কলেজে গতায়াত করিতে হইবে পাকা পাঁচটি বছর। হঠাৎ আবার পুরানো বন্দোবস্তে ফিরিয়া যাওয়া কেন, সে প্রশ্ন অবান্তর। কর্তৃপক্ষ নাকি বলিতেছেন কারণ অনেক। পুরানো স্কুলগুলিকে নূতন মর্যাদায় প্রমোশন দেওয়ার মত সরকারের হাতে টাকা নাই, যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য শিক্ষকও নাই। ফলে চার হাজার তিনশ স্কুলের মধ্যে দুই হাজারই এখনও স্কুল-ফাইনাল পর্যায়েই রহিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, কর্তৃপক্ষ মনে করেন ক্লাস নাইন-এ ছাত্রদের যে এক এক গড্ডালিকা প্রবাহে ঠেলিয়া দেওয়া হয় সেটা এক যাচ্ছেতাই নিয়ম,—কচি-কাঁচা ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভালমন্দ কতখানি বোঝে? নিয়মগুলি কিন্তু নাবালকেরা প্রবর্তন করেন নাই, করিয়াছিলেন পাকা মাথাওয়ালা বিশেষজ্ঞরা! স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও শিক্ষা সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি স্থির হইল না, এটা সত্যই এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। অথচ পড়াশুনা সংক্রান্ত যাবতীয় দোষ কিন্তু বহন করিতে হয় ছাত্রদেরই। গত দুই দশকে ওপরওয়ালারা ছাত্রসমাজকে লইয়া যে খেলা খেলিয়া চলিয়াছেন তাহা কিন্তু প্রায়শ অনুচ্চারিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ সেনের প্রস্তাবিত পরীক্ষা-সংস্কার কতখানি সুফল দিতে পারে তাহা বিচার্য। ডঃ সেন ঘোষণা করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একশ'র বদলে অতঃপর আশী নম্বরের জন্য পরীক্ষা লইবেন,—কুড়ি নম্বরের পরীক্ষা লওয়ার দায়িত্ব কলেজের। এই ধরনের পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব নূতন নয়। বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বছরের টিউটোরিয়াল পরীক্ষার ভিত্তিতে বার্ষিক পরীক্ষায় নম্বর যোগ করার ব্যবস্থা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও পরীক্ষামূলকভাবে অর্থ-নীতি এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে বার্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এম-এ পরীক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের আপত্তির জন্য গতানুগতিক ব্যবস্থাতেই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। সুতরাং পরীক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব শুনিয়াই আশান্বিত হওয়ার কিছু নাই। সংস্কারকে কার্যকর করার মত আন্তরিক ইচ্ছা এবং শক্তি কর্তৃপক্ষের আছে কি না—সেটাও একটা কথা।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে নকল চলে। এই নকল বন্ধ করিতে অসমর্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত বৎসর এজন্য ডিগ্রী পরীক্ষার ভার কলেজ-গুলির হাতে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই জাতীয় প্রস্তাবের এক বৎসরের মধ্যেই বিশ্ব-বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ মেডিকেল ও ডিগ্রী পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ কলেজে পরীক্ষায় বসিতে দেন নাই, নকল করার অপরাধে একটা গোটা আইন পরীক্ষাই বাতিল করিতে হইয়াছে। আরও নানা কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করা হইতেছে। বর্তমানেও কলেজে অধ্যাপকদের সাধারণ বক্তৃতার পাশাপাশি টিউ-টোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা থাকার কথা। কিন্তু কাগজে-কলমে কলেজে যে-ভাবে পড়ানোর কথা তা পড়ানো হয় না। তাই টিউটোরিয়াল ক্লাসে আজকাল আর ছাত্রদেরও পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ২ বৎসরের নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ক্লাসে উপস্থিত না থাকিলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব অধ্যক্ষকেই ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতি সম্পর্কে ঢালাও অসত্য রিপোর্ট দিতে হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হইয়া কলেজ পরীক্ষা লইতে বাধ্য হইলে সেইসব পরীক্ষার হাল যে কী দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না। কলেজে ওই ধরনের পরীক্ষা চালু হইলে ভাল কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং অসাধু ও রাজনৈতিক দলবাজির কেন্দ্রে পরিণত কলেজগুলির ছাত্রদের খুবই সুবিধা হইবে। তাই সুধু পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে ছাত্রদের কোন উপকার হইবে না, শিক্ষার মানও বাড়িবে না। যে-কোন সংস্কার প্রস্তাব কার্যকর করার আগে বর্তমান পঠন-পাঠন ব্যবস্থার উন্নতির দিকেই নজর দিতে হইবে। কি কলেজ, কি স্কুল সংস্কার সর্বস্তরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু বছরের মেয়াদ বাড়াইলে যেমন কিছু হইবে না, তেমনই শুধু পরীক্ষা সংস্কার করিয়াও কিছু হইবে না। শিক্ষা দপ্তর হইতে শুরু করিয়া বিদ্যালয়, শিক্ষক—সংস্কার অনেক কিছুরই প্রয়োজন।

অত্যাচারের সব তথ্য

তাঁহাদিগকে নিদারুণ এক নির্বাসনের দুর্ভাগ্য হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজের শ্রদ্ধায় ও স্বগৃহের সমাদরে পুনর্বাসিত করিতে হইবে। ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, রেডক্রস মুক্তিবাহিনী ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকা ও নারায়ণ-গঞ্জের একাধিক স্থানের কয়েকটি গৃহ হইতে বহুসংখ্যক নারীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইঁহারা পাকিস্তানী সৈন্য ও সামরিক অফিসারদিগের লালসার শিকার হইয়া এই সব গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শিক্ষিতা ও নিরক্ষরা নারী আছেন। সকলেই বাঙালী নারী, মুসলিম ও অমুসলিম। জননী জায়া ও দুহিতা, সকলেই আছেন। অর্থাৎ বিবাহিতা ও অবিবাহিতা নারী আছেন। পাকিস্তানী সৈনিক ও সামরিক অফিসারের হীনশোণিতের লালসা বস্তুত সরীসৃপ হইয়া ইঁহাদিগকে দংশনে দংশনে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। প্রত্যেক জনপদের বিগত কয়েক মাসের দুর্ভাগাহত জীবনে এ ধরনের নির্যাতিতা নারীদের বহু শিবির অবমানিত নারীত্বের আর্তনাদে ও দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়া গিয়াছিল। বাংকারের নিভৃতেও এ ধরনের ধর্ষণ-মোদের আস্তানার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পাক সৈনিক ও সামরিক অফিসারের নৃশংসতা যে হিংস্র জানোয়ারের নৃশংসতার চেয়েও নিকৃষ্ট, তাহার পরিচয়ও তাহারা মিত্রবাহিনীর লাথির কাছে লুটাইয়া পড়িবার পূর্বক্ষণে, অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণের প্রাক্কালে প্রদান করিয়াছে। পাকিস্তানী সামরিক পশুগুলি ধরা দিবার আগে এ ধরনের বহু বন্দিনী নারীকে হত্যা করিয়াছে।

বিশ্বের ইতিহাসে আক্রমণকারীর অত্যাচারে নারী ও নারীত্বের এ ধরনের ভয়াল ও বিপুল নিগ্রহ ইতিপূর্বে কোনদিন কোন দেশে ঘটে নাই। বিংশ শতাব্দীতে পাকিস্তান নামক এক রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র-নিরীহকে হত্যা করিতে এবং নারীধর্ষণ করিতে যে কৃতিত্ব (?) দেখাইয়াছে, তাহাতে আন্তর্জাতিক বিচার ও বিবেকের পক্ষে এই পাক-বাহিনীকে অবশ্যই চরম পশুত্বের ধ্বজা প্রদান করা উচিত।

মানবতার বিরুদ্ধে কত বড় ঘাতকতার কাজ করিয়াছে পাকিস্তানী বাহিনী, তাহা সমগ্র বিশ্বের সভা মানবসমাজের জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন! ঘটনার তথ্য যতই প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে, বিশ্বের মানবতা ততই সতর্ক হইবার প্রয়োজন বেশী করিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইবে। ইহাতে শুধু বাংলাদেশের জনজীবনের আত্মসম্মানের চেতনাকে নহে, শুধু অসাম্প্রদায়িক আদর্শকে নহে, পাকিস্তানের সাধারণ নর-নারীর বিচারবুদ্ধিকেও পরিশুদ্ধ করিতে সাহায্য করা হইবে। কেহ যদি মনে করেন যে, পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংসতা ও নারীনিগ্রহের নিদারুণ বাস্তবতার সব তথ্য নীরব হইয়া থাকুক, তবে তাহা পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বরতাকে স্নেহাঞ্চল দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হইবে না। উহারা বাংলাদেশে মানুষের সত্যকে ব্যথিত নিগৃহীত ও শোণিতাক্ত করিয়াছে। উহারা (কিংবা ওরা) বলিতে শুধু উহাদিগকেই বুঝায়, হত্যায় নারীধর্ষণে ও লুণ্ঠনে আত্মনিযুক্ত পাকিস্তানী সৈনিক। উহারা বলিতে কোন্ সম্প্রদায়কে বুঝায় না, কোন দেশের জনসমাজকেও বুঝায় না। শুধু অত্যাচারীকেই বুঝায়। এবং অত্যাচারীর অত্যাচারের তথ্য বিবৃত হইতে দেখিয়া বিশেষ অখুশী হইয়া পড়িবার ব্যাপারটা নিশ্চয় অসাম্প্রদায়িকতার কিংবা সাধারণ মানবতার ব্যাপার হইতে পারে না।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সমস্যার রূপান্তর (১)

আবদুল গাফফার চৌধুরী

একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে অভ্যুদয় ঘটার পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু কথাটির অর্থ ও প্রকৃতি আমূল পাল্টে গেছে। পাকিস্তান একটি ধর্মরাষ্ট্র। বাংলাদেশ যতদিন এই ধর্মরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ছিল, ততদিন সংখ্যালঘু বলতে বোঝাতো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের—বিশেষ করে হিন্দুদের। কিন্তু পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভের পর বাংলাদেশে মুসলমান হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না। সকলেই এখন বাঙালী। এখন সংখ্যালঘু বলতে বোঝায় বাংলাদেশে বসবাসকারী বহিরাগত উরদুভাষী অবাঙালীদের। এখন যে সংখ্যালঘু সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে সেই সমস্যার কেন্দ্র এই বহিরাগত এবং ভিন্নভাষাভাষী অবাঙালীরা। বাংলা-দেশে এদের ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও গত চব্বিশ বছর ধরে এদের স্থায়িভাবে 'মোহাজের' (শরণার্থী) নামে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে এবং বাঙালীদের সঙ্গে একত্রে বসবাস, সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন—এমন কি, বাঙলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারেও অনুৎসাহী করা হয়েছে। ফলে বাঙালী মুসলমান ও অবাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ভাষা-বিরোধ, শিক্ষা-বিরোধ, ব্যবসা-বাণিজ্যগত বিরোধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধ ও বিভেদ বাড়ছিল গত চব্বিশ বছর ধরেই। যে বিরোধ ও বিভেদের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গেছে গত মারচ মাসে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত পঁচিশে মারচের পর জেনারেল টিক্কার বাঙালী-নিধন অভিযানে উরদুভাষী অবাঙালীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের অংশ গ্রহণে। ফলে উরদুভাষী অবাঙালীদের সম্পর্কে বাঙালীদের মনের এত-দিনের পুঞ্জীভূত সন্দেহ ও অবিশ্বাস এখন কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিশোধ-স্পৃহায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা-দেশ হানাদারদের কবলমুক্ত হওয়ার পর তাই সাময়িকভাবে হলেও অবাঙালী সংখ্যালঘুর নিরাপত্তার সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। এই অবাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই নিরপরাধ, নির্দোষ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু এখন এরা পাকি-স্তানের সামরিক চক্রের ডিভাইড এনড রুল পলিসি এবং নিজেদের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদের একটা বড় অংশের রাজনৈতিক দুষ্কৃতি ও কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত নীতির শিকার হয়ে পড়েছেন। এখন প্রশ্ন, বাংলাদেশে এই বিপুল সংখ্যক অবাঙালী সংখ্যালঘুর ভবিষ্যৎ কী?

*

চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে মুখ্যত ভারতের বিহার রাজ্য এবং যুক্তপ্রদেশ, মাদরাজ, বোমবাই ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে যখন কয়েক লাখ উরদুভাষী মুসল-মান বাংলাদেশে 'মোহাজের' হিসাবে ঢোকেন এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়, তখন তারা সামাজিক জীবনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসল-মানদের সঙ্গে মিশে গেলে, বাংলা-ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলে এবং বাঙালীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে দিলে আজ কালের আবর্তনে তারা বাঙালী নামেই পরিচিত হতেন এবং বর্তমান সমস্যার হয়ত উদ্ভব হতো না। বহিরাগত সাধারণ উরদুভাষী মুসলমানেরা তা চেয়েছিলেনও। কিন্তু তাদের অতি উচ্চাভিলাষী নেতারা ব্যক্তিগত স্বার্থে করাচী ও পিনডির ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ক্রীড়নক হন এবং বাংলাদেশে স্থায়িভাবে বস-বাসের ব্যবস্থা হওয়ার পরও অবাঙালী মুসলমানেরা যাতে বাঙালী না হয়ে মোহাজের সম্প্রদায় নামে এক স্বতন্ত্র পরিচয়ে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং কথায় ও কাজে বাংলা-দেশের পরিবর্তে করাচী ও পিনডির স্বার্থের অনুগত হন, তজ্জন্য চেষ্টা শুরু করেন। ফলে ঢাকার মীরপুরে ও মোহম্মদপুরে পাবনার ঈশ্বরদি ও সংলগ্ন কতিপয় এলাকায়, সৈয়দপুরে, দিনাজপুরের কয়েকটি এলাকায়, খুলনার শিল্প এলাকা সহ কয়েকটি স্থানে নারায়ণগঞ্জের অদূরে আদমজী-নগরে এদের জন্য স্বতন্ত্র মোহাজের কলোনী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয় এবং বাঙলা ভাষা অন্যতম জাতীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও অবাঙালী ছাত্রছাত্রীদের কেবলমাত্র উরদু মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য অসংখ্য মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়াতেই সরকারী উদ্যোগে বাংলাদেশে বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদের বীজ বপন করা হয় এবং তা করা হয় বাংলাদেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজনৈতিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের কাজে এই অবাঙালী মোহাজের সম্প্রদায়কে করাচী বা পিনডির বিভেদ-নীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে। উরদুভাষী অবাঙালী সন্তানেরা বাঙলা ভাষা শিখলে বাঙালীদের সঙ্গে তাদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যাবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে কালক্রমে তারা নিজেদের বাঙালী বলে ভাববে এবং বাংলাদেশের স্বার্থ ও অধিকারকেই নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার বলে ভাবতে শিখবে, এই ভয় থেকে পাকি-স্তানের বিভিন্ন সময়ের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশে বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং বাঙালীদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, এমন একটি 'মোহাজের' নামধারী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটানোর জন্য গত চব্বিশ বছর ধরে চেষ্টা করেছেন এবং তাতে বড় রকমের সাফল্যও অর্জন করেছেন। করাচী ও পিনডির এই চক্রান্তে মদৎ জুগিয়েছেন এই অবাঙালীদের অনেক নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি—যেমন মওলানা রাগিব আহসান, অধ্যক্ষ হোসেন ফাতেমী, উরদুভাষী সাংবাদিক নকভী, সালা-উদ্দিন মাহমুদ, মোল্লা মওদুদীর, জামাতে ইসলামীর ধর্মান্ধ বাঙালী নেতারা এবং ঢাকার উরদুভাষী নবাব পরিবারের কর্তারা। নিজেদের রাজ-নৈতিক অস্তিত্ব ও নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এরা বাংলাদেশে পুনর্বাসিত অবাঙালীদের মধ্যে বাঙালী বিদ্বেষ প্রচার শুরু করেন—যে প্রচারের মূল কথা ছিল, বাঙালী মুসলমানেরা খাঁটি মুসলমান নয়। তারা হিন্দুদের ভাষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে তাদের উৎপত্তি। বাঙালী মুসলমানেরা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের চাইতে হিন্দু ভারতের প্রতি অধিক অনুরক্ত। তারা ইসলামী ভাষা উরদু পছন্দ করে না, হিন্দু ভাষা বাংলা পছন্দ করে এবং ইকবালের নাগমা ও মুশায়েরার চাইতে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা ভালবাসে। বলা বাহুল্য, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে এই প্রচারণা অত্যন্ত কাজ দেয় এবং বাঙলা ভাষা শিক্ষা ও বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে তারা অনুৎসাহী হয়ে ওঠে—এমন কি, বাঙালী মুসলমানদের তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হেয়জ্ঞান করতে শুরু করে। বাংলাদেশে নিজেদের রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ স্থায়ী করার জন্য করাচী ও পিনডির শাসকচক্র ইসলামী অনুশাসনের নামে চরম ধর্মান্ধতাকে বাড়তে দেন এবং এই ধর্মান্ধতার ছুরিতে বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দার ও বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যেও ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে ক্রমাগত বাধা দিয়ে পরস্পরের প্রতি তাদের বৈরী করে তোলেন। ভারত বিভাগের আগে যেমন সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতারা ইসলাম রক্ষার নামে বাঙালী মুসলমানকে বাঙালী হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন, ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তেমনি তারা ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার নাম করে বাংলাদেশে বসবাসকারী অবাঙালী মুসলমানদের বাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতিয়ে তুলতে থাকেন। এই বিদ্বেষ ও বিভেদ বাড়াবার কাজে পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, এমন কি, রাষ্ট্র-নেতা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তার অনেক ঘটনার মধ্যে তিনটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫১ সালে বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা আল্লামা সোলায়মান নদভী করাচী থেকে ঢাকায় প্রেরিত হন। ঢাকার এক জনসভায় তিনি বলেন, বাঙলা ভাষা হিন্দুদের ভাষা, সুতরাং বাঙালী মুসলমানকে তা বর্জন করতে হবে। তাছাড়া বাঙালী মুসলমানদের উৎপত্তি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের থেকে। অতএব প্রকৃত ইসলামী ভাবধারা তাদের মধ্যে নেই। নদভীর এই মন্তব্যে ঢাকায় তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ হয় এবং তার মোটরগাড়ি বিক্ষোভ-কারীদের প্রস্তর নিক্ষেপে বিধ্বস্ত হয়। এরপর ঢাকায় নিযুক্ত বাংলা-দেশের (তখন পূর্ববঙ্গ) তৎকালীন গবরনর স্যার ফিরোজ খান নুন এক সভায় হঠাৎ মন্তব্য করেন, 'বাঙালী মুসলমানেরা তাদের ত্বকচ্ছেদ করে না এবং সন্তানের নামকরণের সময় তারা হিন্দু ব্রাহ্মণের বাড়িতে যায়।' এই মন্তব্যের বিরুদ্ধেও তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ হয় এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বার্ষিক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়েও ফিরোজ খান নুন হাজির হতে পারেননি। বাঙালী মুসলমানের মনে শেষ আঘাত করা হয় জেনারেল আইয়ুব খাঁর আত্ম-জীবনী 'প্রভু নয় বন্ধু' পুস্তকের মন্তব্যে। জেনারেল আইয়ুব এই বইয়ে লেখেন বাঙালী মুসলমানদের উৎপত্তি বহুযুগের পরপদানত, অনুন্নত ও নিম্ন শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে। সুতরাং তারা দাস-মনোভাব থেকে এখনও মুক্ত হয়নি এবং স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিতে অক্ষম। তারা এখনও বর্ণ হিন্দুদের সামনে জুতো পায়ে এবং ছাতা মাথায় হাটে না। জেনারেল আইয়ুবের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ বেরোয় ঢাকার কয়েকটি সংবাদপত্রে। বুদ্ধি-জীবীরাও প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন এবং পিনডি সরকার শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রে এই প্রতিবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেন।

এই ধরনের প্রচার এক দিকে যেমন বাঙালীদের চরম বিক্ষুব্ধ করেছে, অন্য দিকে তেমনি তাদের সম্পর্কে অবাঙালী মুসলমানদের মনে হীন ধারণা ও বিরূপ মনোভাব জাগাতে সাহায্য করেছে। ফলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নিপীড়ন কিংবা সাংস্কৃতিক দমন নীতির ক্ষেত্রে অবাঙালী মুসলমানদের একটা বড় অংশ বাঙালী মুসলমানের দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল হননি, বরং পাকিস্তানী শাসকচক্রকে সমর্থন জুগিয়েছেন। অবাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র মর্নিং নিউজ, ইয়ং পাকিস্তান পাসবান, করাচী ও পিনডির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিভিন্ন সময়ে ফজলুল হক সোহরাওয়ারদী ও শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী ও ভারতের চর আখ্যা দিয়েছেন এবং বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে অংশ গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান সংখ্যালঘু সমস্যার এটা হচ্ছে রাজনৈতিক পটভূমি।

যৎকিঞ্চিৎ

যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, সেখানে নির্বাচন যদি মোটামুটী-ভাবেও ত্রুটিশূন্য করিতে হয়, তাহা হইলে নির্বাচন-কর্তৃপক্ষের দুইটি বিষয় সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা ও জাল ভোট বন্ধ করা। মোটামুটীভাবে বলিলাম এই জন্য যে, ভোট প্রভাবিত করার আরও এমন সব উপায় অবলম্বন করা হয় যাহার সব বাঞ্ছিত বা আইনসম্মত নয়। সে-সব দীর্ঘ আলোচনা-সাপেক্ষ। কাজেই এখানে ভোটপত্রে ভোট-দানের মধ্যেই শুধু আলোচনা নিবদ্ধ রাখিব। ভারতে ভোটদানের যে ব্যবস্থা চালু আছে, তাহাতে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা হয় না এবং জাল ভোটও প্রচুর পড়ে, এরূপ অভিযোগ অনেকে করিয়া থাকেন। সেই ত্রুটি-সংশোধনের জন্য আগামী নির্বাচনে ভোটদানের নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবে বলিয়া রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার জানাইয়াছেন। এই পদ্ধতির প্রধান দুইটি বিষয় হইল, ভোট-দাতাদের ভোটপত্রের কাউন্টারফয়েলে নাম-স্বাক্ষর করা বা টিপসই দেওয়া এবং পোলিং অফিসারের মুখে ভোটপত্রের নম্বর না বলা।

এই পদ্ধতিতে অভিপ্রেত ফল লাভ হউক, ইহা আমরা কামনা করি। কিন্তু কোন পদ্ধতিরই কার্যকারিতা কাজের কষ্টিপাথরে কষা না হইলে ঠিকমত বুঝা যায় না। কাজেই এ পদ্ধতি কতটা কার্যকরী হইবে, এবং এ পদ্ধতিতে নূতন কোন জটিলতার সৃষ্টি হইবে কি না, তাহা দেখিবার জন্য সকলকে অন্তত একটা নির্বাচন-পর্বের সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। একটা আশঙ্কার কথা এখানে বলিয়া রাখি। ভোটপত্রের নম্বর পোলিং অফিসার মুখে না বলাতে প্রার্থীর এজেন্টরা নম্বর লিখিয়া লইতে পারিবেন না বটে, কিন্তু পোলিং অফিসার স্বয়ং যদি কোন দল-প্রভাবিত হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছিত নম্বরগুলি টুকিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে কি?

আপনাদের চোখে

বিভিন্ন ব্যাপারে এই পত্রিকার মতামত প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধে। পাঠকদের নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হবে এই বিভাগে।

'পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি—'

কয়েকখানি ইংরেজি ও একখানি বাংলা বইয়ের লেখক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী অধুনা বিলাতে থাকেন। সেখানে তাঁর প্রকাশ্য জীবিকা কি তা জানা যায় না। অনুমান করি, বিলাতি পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করেই তাঁকে সংসার নির্বাহ করতে হয়। ভিন্ন দেশে গিয়ে সম্পাদকদের দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করা এক প্রকার বিড়ম্বনা বিশেষ। বিবেকের কাছে অনেক কুযুক্তি দিতে হয়, আমড়াকে আম বলে চালাতে হয়, ভাবের ঘরে পুকুর চুরি করতে হয়। কিন্তু নামতে নামতে চৌধুরী মশাই এ কোথায় নেমেছেন? এখন যে তাঁকে শুধু বাঙালী বা ভারতীয় বলে চিনতে অসুবিধে হবে তাই-ই নয়, এখন তাঁকে মানুষ বলেই যেন ঠিক চেনা যায় না। সাহেবদের তোষামুদি করারও তো একটা সীমা আছে!

গত ২১ ডিসেম্বর লনডনের 'দি টাইমস' পত্রে শ্রীনীরদ চৌধুরী মহাশয় একটি মস্তবড় প্রবন্ধ লিখেছেন। বিষয়, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারত ও বাংলাদেশ বিজয়ী হওয়ায় তিনি খুব চটে গেছেন। কি কারণে জানি না, তিনি গোড়া থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোরতর বিরোধী, অবিকল ইংরেজ ও আমেরিকানদের মতন। তিনি নিজেকে একজন মস্ত-বড় সমর বিশেষজ্ঞ মনে করেন যদিও স্পারটা কিংবা থারমাপলির যুদ্ধের ইতিহাস অবলম্বনে আধুনিক যুদ্ধের বিচার করেন—এবং বার বার বলেছেন, এই যুদ্ধে পাকিস্তানের জয় অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধের ফলাফল বিপরীত হওয়ায় তিনি মারকিন সরকারের চেয়েও বেশী হতবুদ্ধি এবং ক্রুদ্ধ। তিনি বলেছেন, প্রথম মহাযুদ্ধে অসট্রিয়া হঠাৎ সারবিয়া আক্রমণ করে কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী জারমানি হঠাৎ পোল্যানড আক্রমণ করে যে হঠকারিতা করেছিল—এই যুদ্ধে ভারতের হঠ-কারিতা তার দ্বিগুণেরও বেশী। অর্থাৎ ভারতের অপরাধ হিটলারের চেয়েও বেশী। প্রবন্ধটির শিরোনামায় নীরদ চৌধুরীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে বাঙালী, হিন্দু ও ভারতীয় হিসেবে। এই পরিচয় দিয়ে সাহেবরা নিশ্চয়ই খুব মজা পেয়েছে, প্রেস ক্লাবে হেসে নিয়েছে একচোট। বিলেত-প্রবাসী দৃষ্টিতে চৌধুরী মশাই পুরো যুদ্ধের পরি-প্রেক্ষিতটাই দেখেছেন হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভিত্তিতে। ভারত ও বাংলাদেশে যখন সাম্প্রদায়িকতা মুছে ফেলার আন্তরিক প্রয়াস চলছে, তখন পুরোনো বৃটিশ কায়দায় তিনি সাম্প্রদায়িক বিষ উসকে দেবার চেষ্টা করছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি যে অষ্টম শতাব্দীতে অকবরেরুনির সময়েও হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ ছিল! একেই বোধহয় ক্রিশচিয়ানরা বলে 'ক্যাথু-ইর্সি।'

ঐ কলমব্যাপী প্রবন্ধে তিনি পাকিস্তানের কোনো দোষের কথা একবারও উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, পাকিস্তান ভেঙে দেবার জন্য ভারতে হিন্দু নেতারা আগাগোড়া চক্রান্ত করেছেন। এমনকি পাকি-স্তানকে কাশ্মীরও না-দেওয়ার মতন অপরাধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের কোনো সহানু-ভূতি তো নেই, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদেরও ভারত সরকার ঘৃণা করে! এই সব পড়ে কেউ হয়তো হঠাৎ নীরদ চৌধুরীকে পাকিস্তানের চর মনে করে ফেলতে পারে; আমরা অবশ্য সে-রকম কোনো সিদ্ধান্তে আসতে চাই না। শুধু এইটুকুই বলা যায়, এইসব কথা আমরা পশ্চিম দিক থেকে আগেও কয়েকবার শুনেছি ও পড়েছি। টাইমস এ রকম বস্তাপচা পুরোনো কথাও ছাপে? আশ্চর্য!

এই যুদ্ধে ভারত সফল হওয়ায় নীরদ চৌধুরীর সবচেয়ে বেশী ক্ষোভের কারণ, তিনি জানেন, ভারত এবার রাশিয়ার কাছে নাকি স্বাধীনতা বিসর্জন করলো সম্পূর্ণভাবে। তিনি জেনে গেলেন? গোপনসূত্র আছে নাকি? যথারীতি এই প্রসঙ্গেও তিনি ১৯২২ সালের একখানা চোখা বিষয়ের উল্লেখ করছেন। ৫০ বছরে ইতিহাস কতখানি বদলে যায় বা গেছে, সে সম্পর্কে তিনি আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতন উদাসীন। আমাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণে দোষ কোথায়—সে সম্পর্কেও তিনি মূক, প্রকরান্তরে বলতে চান, ভারত কেন মারকিন হুমকির কাছে নতি স্বীকার করলো না।

বেশী দুঃখ বাজলো একটি কারণে। নীরদ চৌধুরী প্রায়ই উল্লেখ করেন, পূর্ববঙ্গে তাঁর জন্ম। এই পূর্ববঙ্গ থেকে যে এক কোটি, আবার বলছি, এক কোটি মানুষ অত্যাচারিত হয়ে গৃহহারা হয়েছেল—সে কথা তিনি একবারও উল্লেখ করলেন না! ভারতের বুঝি উচিত ছিল ঐ এক কোটি নিরাশ্রয় অসহায় মানুষকে সীমান্ত থেকে গুলি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া? কিছুদিন আগেকার পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে যে শত সহস্র বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হলো—তাও তাঁর বিবেককে একবারও নাড়া দিল না? একি বিস্মৃতি না বিভ্রম, না মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ? বস্তুত, এসব বাজে-লেখার ওপর কেনো গুরুত্ব দেওয়াই উচিত নয়। কিন্তু সাহেবদের নামকরা কাগজে এইসব ছাপা হয় কিনা—সেইটাই চিন্তার বিষয়। —সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা।

ভুট্টো বাংলাদেশ ফিরে পাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন

নিউ ইয়রক, ২৮ ডিসেমবর—ক্রিশচিয়ান সায়েনস মনিটর পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়—পাকিস্তানের প্রেসিডেনট জুলফিকার আলি ভুট্টো মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদনক্রমে এমন একটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন, যাতে এমনকি ঢিলেঢালা ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশ আবার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ওই পত্রিকায় ইসলামাবাদ থেকে পাঠানো এক রিপোরটে শ্রীভুট্টোর নিজের বিবৃতি ও কাজকর্ম এবং প্রাক-যুদ্ধকালীন মারকিন কূটনৈতিক তৎপরতা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। ওই রিপোরটে বলা হয়েছে—শ্রীভুট্টো এখন প্রকাশ্যেই ওই ধরনের ফেডারেশনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন।

এই ব্যাপারে মধ্যস্থের ভূমিকা নেওয়ার জন্য শ্রীভুট্টো নাকি মিশরের প্রেসিডেনট সাদাতকে অনুরোধ করেছেন। উল্লেখ করা যায়, নয়াদিল্লির সঙ্গে কায়রোর ভাল সম্পর্ক রয়েছে।

ওই পত্রিকায় ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো আর একটি রিপোরটে বলা হয়েছে— ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের তাৎপর্য শুধু দক্ষিণ এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং আগামী কয়েক মাসে তা স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে।

যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের দরুন পাকিস্তানী জনসাধারণের নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা উপশমের জন্য পাকিস্তানে কিছু কিছু তৎপরতা চালানোর প্রয়োজন হবে। পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করার জন্য পাক কর্তৃপক্ষ বন্ধুরাষ্ট্র চীন ও আমেরিকার উপর চাপ দেবেন। —পি টি আই

প্রাগে পাক দূতাবাসের বাঙালী কর্মী পাক সরকারের সম্পর্ক ছাড়লেন

প্রাগ, ২৮ ডিসেমবর—প্রাগে পাক দূতাবাসের বাণিজ্য-সচিব শ্রীনিজামুর রহমান গতকাল বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

শ্রীরহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁকে প্রাগে থাকা এবং নতুন সরকারের জন্য কাজ করতে দেওয়ার নিমিত্ত তিনি চেকোশ্লোভাক সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। —রয়টার

চীনের মতলব কী?

চীন বড় চটেছে—চটেছে ভারতের উপর এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের উপরও। কারণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং পাকি-স্তানের সামরিক পরাজয় চীনেরও বিপুল কূটনৈতিক পরাজয়। বছর চারেক আগে পশ্চিম এশিয়ায় ছয় দিনের যুদ্ধে ইজরায়েলের কাছে আরবদের পরাজয়ের জন্য চীন সোভিয়েট ইউনিয়নকে দায়ী করেছিল, এবং তাকে ধিক্কারও দিয়েছিল প্রচুর। এ বছর ভারতীয় উপমহাদেশের চোদ্দ দিনের যুদ্ধের ফলে চীনের মুখ একেবারে চুণ হয়ে গেছে। কিন্তু গলার জোর তার কমেনি; পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের 'আক্রমণের' প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনকে সে তীব্রভাবে আক্রমণ করে চলেছে।

চু-এন-লাই বার বার এই বলে শাসাচ্ছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পতন থেকে 'আক্রমণকারী ভারতে'র পরাজয়ের সংগ্রাম শুরু হল। এ সংগ্রাম পরোক্ষভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেও—"সমাজ-তান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ" (সোভিয়েট ইউনিয়ন) তার বিশ্ব-সাম্রাজ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'আক্রমণকারী ভারতকে' সমর্থন করেছে। বলা উচিত হবে, এই আচরণের দ্বারা সে পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার সহযোগে চীনের সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নে সজোর আঘাত করেছে। যা হোক, চীনের আস্ফালন কিন্তু উপেক্ষার নয়। পাকিস্তানকে সে দুই দুইবার গাছে তুলে দিয়ে মই সরিয়ে নিয়েছে। ১৯৬৫-তে পাকিস্তান আশা করেছিল যে, ভারতের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পর চীন ভারত সীমান্তে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে এবং ভারতীয় সামরিক শক্তির একটা বড় অংশকে সেখানে আটকে রাখবে। এবারও পাকি-স্তানের সেই আশা ছিল। কিন্তু দুইবারই তাকে হতাশ হতে হয়েছে। এই হতাশ-মিত্রের মনে চীনের আন্তরিকতায় আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন খুবই; কারণ ভারত তথা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধী পাকিস্তানকে চীনের হাতে রাখতে হবে। তা ছাড়া, আমেরিকার সঙ্গে চীনের সৌহার্দ্যের প্রধান শর্ত হল পূর্ব এশিয়ায় চীনের আধিপত্যের দাবির স্বীকৃতি। আমেরিকার সহযোগে পাকিস্তানের ওপর আধিপত্যের এবং পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে অন্যত্র আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ চীন ছাড়তে পারে না।

তারপর, মারকস-লেনিনবাদী বলে পরিচিত চীন একটা জাতির শোষণ-বিরোধী মুক্তি-যুদ্ধের গলা টিপে দিতে চেষ্টা করেছে, শোষক সামরিক শক্তির হিংস্র গণহত্যা ও পাশবিক অত্যাচারকে সে পরোক্ষে সমর্থন করছে, এবং এই সব কাজে জোট বেঁধেছে সাম্রাজ্যবাদী মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। স্বভবতঃ মাও নামে যাদু-মিশ্রিত বিপ্লবী প্রচার-তুলিতে বিভিন্ন দেশে যারা এতদিন বিভ্রান্ত ছিল তাদের অনেকের ভুল এখন ভেঙেগেছে যারা অবশিষ্ট, তাদের মনে এবং নূতন নূতন অপরিপক্ক মনে বিপ্লবী শিহরণ জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রচারবিদ্যায় গোয়েবলসের গুরু-স্থানীয় যারা পিকিং-এ রয়েছেন, তাঁরা এ কাজ খানিকটা সাফল্যের সঙ্গেই করতে পারবেন। এ সাফল্য এগিয়ে যাবে যদি সঙ্গে সাঙ্গ ভারত ও বাংলাদেশে ছিদ্রকে বিপ্লবী-পনার উসকানি দিয়ে তাকে সক্রিয় করে তোলা যায়।

চীনের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা কীভাবে হতে পারে, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। পাকিস্তানকে যুদ্ধের উপকরণ যোগানোতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে কূটনৈতিক সমর্থন জানানোতেই চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক নিবদ্ধ থাকবে না। 'আক্রমণকারী ভারতকে' বিব্রত করার জন্য উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর ও লাদাক অঞ্চলে যুক্ত সামরিক তৎপরতা চলার সম্ভাবনা প্রধান। এবং সেই সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে এবং বাংলাদেশে নূতন-পুরনো মাওপন্থীদের উসকানি দিয়ে অশান্তি বাড়িয়ে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা হবে। যেসব ঝুনো মাওপন্থী এখন ফাঁপরে পড়েছেন এবং চীনের সুবুদ্ধি উদয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছেন, তাঁরা তখন সীমান্তের দুই পাশে চীনের বিপ্লবী ধ্বজা নিয়ে অবতীর্ণ হবেন এবং রাতের অন্ধকারে তাঁদের মহাবৈপ্লবিক কর্ম শুরু করবেন। —অক্রুর গুপ্ত

এ পর্যন্ত প্রায় দু'লাখ শরণার্থী ফিরে গিয়েছেন

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার ২৬ ডিসেমবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ১ লক্ষ ৮৮ হাজার শরণার্থী বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন।

সোমবার সরকারীসূত্রে এই তথ্য জানা যায়।

বাংলাদেশের বন্দরে জমা পাট রপ্তানী করতে ভারত জাহাজ দিচ্ছে

ঢাকা, ২৮ ডিসেমবর—বাংলাদেশের চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরে পড়ে থাকা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির জন্য ভারত অবিলম্বে জাহাজের ব্যবস্থা করবে। ভারত এই মর্মে বাংলাদেশকে সাহায্যের প্রতি-শ্রুতি দিয়েছে। এই দুটি বন্দরে এখন দু' লাখ পাটের গাঁট ও পাটজাত দ্রব্য রয়েছে।

দু দেশের সরকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, পাক শিপিং করপোরেশন ও জাতীয় শিপিং করপোরেশন তুলে দেওয়ার পরে বাংলা-দেশে যে ৪০ শতাংশ ঘাটতি দেখা দিয়েছে তা ভারত ও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন পূরণ করবে।

বৈঠকে দু'দেশের বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কেও আলোচনা হয়। বাংলাদেশ থেকে পাট, চা, মাছ, ডিম, তরিতরকারি চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য ভারতে রপ্তানি এবং ভারত থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাংলাদেশে আমদানীর বিষয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী বিশেষ দূত শ্রী ডি পি ধর, প্রধানমন্ত্রী সচিব শ্রী পি এন ধর এবং বহির্বিষয়ক দফতরের অতিরিক্ত সচিব শ্রী এ কে রায়।

বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমনসুর আলি এবং মন্ত্রিসভার -সচিব শ্রী টি ইমাম বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। —ইউ এন আই

শত্রুকবলমুক্ত চাঁদপুর ও ফেনী ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে

রণজিত রায়

চাঁদপুর, ২৮ ডিসেম্বর—মেঘনার পূর্বে রেল ও সড়ক সংযোগ স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। কিন্তু লোক যাতায়াত করছে। প্রায়ই তাদের ঘোরাপথে যেতে হচ্ছে। আমাকেও ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া ও আসায় এই ঘোরাপথই ধরতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীদের ধ্বংসলীলার আগে মোটরে বা ট্রেনে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যেতে ৬।৭ ঘণ্টা সময় লাগত। সেই জায়গায় আমার লাগলএক-এক পিঠ দেড় দিন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও লোক যাচ্ছে আর আসছে। নৌকা, মোটরলঞ্চ, স্টীমার, বাস অথবা ট্রেন যেকেন যানবাহনই পাওয়া যায় তাতেই লোক ঠাসাঠাসি করে যাচ্ছে আর আসছে। নয় মাস ধরে জঙ্গীশাসকদের বর্বর তাণ্ডবলীলায় মরিয়া হয়ে লোক শহর ছেড়ে পালিয়েছিল। গ্রামেও শান্তি ছিল না। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়েছিল—নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য তারা পায়ে হেঁটে বা নৌকোয় গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

তারা এখন সবাই ফিরে আসছে। "আল্লার দোহাইতে আমরা পাকিস্তানীদের কবলমুক্ত হয়েছি।" কথাটি বললেন, "বিউটি অফ বিক্রমপুর" মোটর লঞ্চের সারেং মৌলবী ফরিদ আমেদ। এই লঞ্চেই আমি ঢাকা থেকে চাঁদপুরে যাচ্ছিলাম। দিল্লির একজন রিপোরটার জেনে সারেং ভদ্রলোক আমায় ভি আই পি-র খাতির দিতে শুরু করেন। আমার জন্য আলাদা কেবিন এবং চা থেকে শুরু করে বিশেষভাবে মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেওয়া পর্যন্ত সবরকম আদর আপ্যায়ন হল। এর উপর আবার তিনি এসবের দাম—এমনকি লঞ্চের ভাড়াও নিতে চাইলেন না। তাঁর শুধু এইটুকু নিবেদন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা এই সুন্দর দেশের কি হাল করে ছেড়েছে সেটা যেন বিশ্ববাসীকে ভাল করে জানানো হয়।

এখন ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে যাতায়াত করতে হলে চাঁদপুর ও ফেণী হয়ে যেতে হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম রক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে সেইজন্য চাঁদপুর ও ফেণী সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যুদ্ধের ফলে চাঁদপুর বা ফেণীর ক্ষতি হয়নি। অধিকাংশ ক্ষতি পাক দখলদারবাহিনী ও রাজাকারদের হাতেই হয়েছে। এইসব জায়গায় বহুলোক খুন হয়েছে—ঠিক কত কেউ কোনদিন তা হয়ত বলতে পারবেন না। ভয় দেখিয়ে বাঙ্গালীদের নতিস্বীকার করানোর উদ্দেশ্যে অনেককে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। নোয়াখালি জেলায় ফেণী ও কুমিল্লা জেলায় চাঁদপুর—এই দুই মহকুমাতেই গেরিলারা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল।

গেরিলারা সংগঠিত হবার অনেক আগেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দিয়েছিল। ৬ এপ্রিল সকালে চাঁদপুরে পাকিস্তানী বিমানবহরের একটি বিমান শহরের উপর বোমাবর্ষণ করে এর প্রথম স্বাক্ষর রাখে। এই আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল পুরানবাজার। নতুনবাজার ও পুরানবাজারের মাঝখানে স্রোতস্বিনী মেঘনা। এইজন্য বাংলাদেশে চাঁদপুর হল অন্যতম বড় ব্যবসাকেন্দ্র। পুরানবাজার হল পাইকারী ব্যবসা কেন্দ্র—এরই ক্ষতি হয়েছে সর্বাধিক। শহরের প্রাণকেন্দ্র নতুনবাজারও পশ্চিম পাকিস্তানীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে পুরানবাজারের তুলনায় এর ক্ষতি হয়েছে অনেকাংশে কম।

বিমান থেকে বোমাবর্ষণের একদিন পর ৭ এপ্রিল একদল দখলদার পাকসেনা ফেণী থেকে এসে ঐ শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেপরোয়া নারকীয় হত্যালীলায় মেতে ওঠে। মেঘনার দুই তীরে শহরের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে তারা অবাধে ধ্বংস ও হত্যা করতে থাকে—মুখে তাদের গগনভেদী "রণহুঙ্কার।"

রাজাকার ও মুসলিম লীগের লোকের সাহায্যপুষ্ট হয়ে পাকসেনারা প্রতিটি মহল্লায় ও দোকানে বেপরোয়া লুঠতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালাতে থাকে। এই সংবাদটি আমায় দিলেন চাঁদপুর থানা আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান শ্রীরফিউদ্দিন আখান্দা। পাকিস্তানীদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁর লোহার সিন্দুকটি ভেঙে ফেলা হয় এবং গুদও লুঠ করা হয়। তাঁর একজন কর্মচারী খুন হয়। তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যান্য কয়েকজনের বাড়িও লুঠ হয়। কয়েকজনকে খুনও করা হয়।

পাক দখলদার সেনাবাহিনী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এলাকাতেও নির্মম অত্যাচার চালাতে ছাড়েনি। এই এলাকাটি হল—পশ্চিমে শ্রীরামদি। আগের দিন এখানে বোমাবর্ষণ করা হয়। হিন্দুরা দলবলে এখান থেকে পালিয়ে যায়। জনশূন্য বাড়িগুলিতে লুঠতরাজ চালিয়ে তার জানলা দরজাগুলি পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাওয়া হয়। কোন কোন বাড়ি ও দোকান অবশ্য ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায়। কারণ বোধ হয় জঙ্গীশাসকদের স্থানীয় দালালেরা ঐগুলি নিজেরা রাখতে চেয়েছিল। শ্রীআখন্দা এইরকম কয়েকটি বাড়ি ও দোকান আমায় দেখান। ঐসব বাড়ির অন্দরমহলের পরিবর্তন বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না, তবে বাইরের দেওয়ালে মুসলিম গৃহসজ্জার কিছু নিদর্শন চোখে পড়ল। এইসব বাড়ির প্রাপকরা মনে করেছিলেন যে, তাঁদের আর বাস্তুচ্যুত করা যাবে না।

অধিকাংশ হিন্দুর দোকানও জঙ্গীশাসকবর্গের সমর্থকদের মধ্যেও অনুরূপভাবে বিলি করা হয়। এই দোকানগুলিও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

শুনলাম, এক পশ্চিম শ্রীরামদিতেই প্রায় দুই হাজার হিন্দু পরিবারের বাস। বহুদিন ধরেই চাঁদপুর পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার বড় কেন্দ্র বলে গণ্য হয়ে আসছে এবং দেশ বিভাগের ২৫ বছর পরও এই ব্যবসার অধিকাংশ হিন্দুদের হাতেই ছিল। এইসব বিবেচনা করে মনে হয় দুই হাজার হিন্দু পরিবারের ঐ সংখ্যা অতিরঞ্জিত নাও হতে পারে। এই এলাকায় ধ্বংসের রূপটি সর্বাত্মক। একটি মন্দিরও অক্ষত নেই—আর মূর্তি বা বিগ্রহ সবই চূর্ণবিচূর্ণ।

৬ এপ্রিল চাঁদপুরে যে সন্ত্রাস শুরু হয় পাকিস্তানীদের আত্ম-

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মুজিবরের সঙ্গে কথা বলে নিরাশ হইনি

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

ঢাকায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতে পারে সে ব্যাপারেও তিনি মুখ খুলতে নারাজ।

কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে যে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে পারে সে কথাও অবশ্য তিনি কবুল করেছেন।

পাক প্রেসিডেনট শ্রীভুট্টো বলেন, একটি বিদেশী শক্তি আমার দেশের একটি অংশকে বলপূর্বক দখল করেছে। এখন দখলীকৃত সেই অংশের ব্যাপারে যদি অন্যান্য দেশ অকালোচিত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং আরও বিশেষকরে যখন আমরা পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছি, সেক্ষেত্রে ওই ধরনের ব্যবস্থাকে আমরা বিরূপ কার্য বলেই বিবেচনা করব এবং পালটা ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হলে আমরা নিশ্চয়ই পালটা ব্যবস্থাও নেব। তিনি শীঘ্রই নাকি রাশিয়া ও চীনে যাবেন।

পাক বেতারে বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন বলে শ্রী ভুট্টো স্বীকার করেছেন।

শ্রী ভুট্টো আরও বলেছেন, শেখ মুজিবরকে কি ভাবে মুক্তি দেওয়া যায় তার সরকার তা ভেবে দেখছেন।

—পি টি আই

কূটনীতিকরা মুজিবরের সঙ্গে দেখা করতে চান

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর—ইসলামাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করছেন। কূটনৈতিক সূত্র থেকে এই কথা জানা যায়।

এ পর্যন্ত কোন বিদেশী প্রতিনিধি শেখের সঙ্গে দেখা করতে কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছেন এমন কোন আভাষ পাওয়া যায়নি।

নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার যে সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কূটনীতিকদের বাংলাদেশের নেতার সঙ্গে এই সাক্ষাতের চেষ্টাকে পর্যবেক্ষকেরা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন।

—পি টি আই

বেগম মুজিবের জন্য বড়দিনের রুশ-উপহার

ঢাকা ২৮ ডিসেম্বর—ঢাকার সোভিয়েত কনসাল জেনারেল শ্রী ভি এফ পোপভ গতকাল বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বেগমকে তাঁর সরকার ও দেশের জনগণের পক্ষ থেকে বড়দিনের উপহারও দেন।

কনসুলেট জেনারেলের পক্ষ থেকে প্রচারিত ওই খবরে বলা হয়েছে, শ্রীপোপভ বেগম মুজিবের সঙ্গে তাঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। —পি টি আই

নেলী সেনগুপ্তাকে আমন্ত্রণ

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে খান সেনাদের সহযোগীরা পাক ফৌজের সাহায্যে বাড়ির লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে বাড়িটি দখল করে।

আওয়ামী লীগ নেতারা শহরে ফেরার পর দখলদারদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। —ইউ এন আই

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষে
ব্যবসায়ের বিরাট সুযোগ

হিন্দ সাইকেলস লিঃ

ভারতে বাইসাইকেলের বিখ্যাত প্রস্তুতকারক
এবং বৃহত্তম রপ্তানিকারীর

আবশ্যক
বাংলাদেশে

একজন ডিস্ট্রিবিউটর

ব্যাঙ্ক রেফারেন্স সহ আপনি যে যে লাইনে কাজ করিয়া থাকেন তাহা এবং মোট বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখে আপনার কোম্পানির পূর্ণ বিবরণ সহ ১৫ দিনের মধ্যে লিখুন :

HIND CYCLES LIMITED
MADE IN BOMBAY INDIA

দি প্রেসিডেন্ট
হিন্দ সাইকেলস লিঃ
২৫০, ওরলি
বোম্বে-২৫

যুদ্ধবন্দী পাকিস্তানী সৈন্যদের পরিবারদেরও ঢাকা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। —নিজস্ব চিত্র

ভুট্টোকে নজরুল ইসলামের হুঁশিয়ারী

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

দেখান তবে বাংলাদেশের জনগণ তাতে খুবই আনন্দিত হবেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পুনরাবৃত্তি করে বলেন যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি জোটবহির্ভূত থাকা, সহাবস্থান এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এই নীতি নির্ধারণ করেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতাহারেও তার উল্লেখ ছিল।

তিনি জানান, বৈদেশিক মিশনের লোকেরা যাঁরা এখন ঢাকায় আছেন তাঁরা যতদিন এখানে থাকবেন ততদিন তাঁদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। তাঁদের দেশ যদি আইনগতভাবে বাংলাদেশকে স্বীকার না করেন তাহলে তাঁদের কূটনৈতিক কাজ করতে দেওয়া হবে না।

প্রশ্ন : কোন কোন দেশ কী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সংকল্পের কথা সরকারকে জানিয়েছে?

প্রধানমন্ত্রী : অপেক্ষা করুন, দেখুন। শীগ্গিরই আমরা সবাই মিলে আনন্দোৎসব করব।

শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে পরিকল্পনা

সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানান যে ভারত থেকে শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা এবং তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। তিনি জানান, মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশের শত শত লোক আত্মাহুতি দিয়েছে। বহু পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শরণার্থীদের সঙ্গে ওই সব পরিবারকেও পুনর্বাসন দেওয়া হবে। মুক্তি যুদ্ধের পর এখন আমাদের প্রধান কাজ দেশকে গড়ে তোলা। দেশের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। দ্রুত তালে কাজ চলছে।

কোন সামরিক চুক্তি নয়

সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সরকার অন্য কোন দেশের সঙ্গে কোন রকম সামরিক চুক্তি করবে না। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার এই কথাটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল। এখন তা মেনে চলা হবে। তিনি বলেন, আমরা জোট-নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চলবে। এর সঙ্গে সামরিক চুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। আমরা মনে করি সামরিক চুক্তি হল বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ঠাণ্ডা লড়াই জীইয়ে রাখার এক মারাত্মক খেলা। বাংলাদেশ প্রত্যেক রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী। অন্য কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আমাদের নীতি নয়।

মুজিবকে মুক্ত করার আন্দোলন চলবে

পাকিস্তানী শাসকদের কবল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে উদ্ধার করে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনসাধারণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগ্রাম চালাবেন। গতকাল রাতে এখানে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদের এক সমাবেশে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে পাকিস্তানের উপর চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশকে রাজি করানোর জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।

জনজীবনে শান্তি বজায় রাখা এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কার্যকর করার জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দিন আমেদও আওয়ামী লীগ কর্মালয়ে দলীয় নেতা ও কর্মীদের ওই সমাবেশে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—সোনার বাংলা মুক্ত করা হয়েছে। এ জন্য প্রভূত মূল্য দিতে হয়েছে। দেশ পুনর্গঠনের জন্য এখন প্রয়োজন শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা। —পি টি আই, ইউ এন আই

মনোভাব পালটালে বন্ধুত্বে আপত্তি নেই

শরণার্থী পুনর্বাসনে ভারত সাহায্য দেবে

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—ভারত থেকে যেসব শরণার্থী এখন আবার বাংলাদেশে ফিরে আসছেন, তাঁদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ভারত গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেবে।

ভারতের যোজনা কমিশনের সদস্য শ্রীসুখময় চক্রবর্তী গতকাল এখানে বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী এ এইচ এম কামারুজ্জমানের সঙ্গে এক বৈঠকের সময়ে ওই আশ্বাস দেন। বৈঠকে শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের চাহিদা নিয়ে আলোচনা হয়।

শ্রীকামারুজ্জমান বলেন—বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করতে চান। ছয় মাসের মধ্যে সব শরণার্থীর দেশে ফিরে আসা ও পুনর্বাসনের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে তাঁরা আশা করেন। শরণার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীও নেওয়া হবে।

ওই বৈঠকে ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী অরুন্ড সাঠে এবং বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের পদস্থ অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। —পি টি আই

ভারত-বাংলাদেশ বৈষয়িক বৈঠক

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা গতপরশু এখানে বঙ্গভবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও বৈষয়িক বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে ছিলেন সেই দেশের যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান, অন্যান্য পদস্থ অফিসার ও অর্থনীতিবিদরা। ভারতের যোজনা কমিশনের সদস্য ডঃ সুখময় চক্রবর্তী ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন।

অর্থনীতি ব্যবস্থা, কর-হার, বিনিময়ের প্রয়োজন, কয়লা, শিল্পের কাঁচা মাল, সিমেনট, সার ও খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হয়।

শরণার্থীদের পুনর্বাসন সমস্যা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিনিময় হার অবিলম্বে স্থির করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে কত কয়লা ও সিমেনট লাগবে তার হিসাব করা হচ্ছে। সিমেনট ও কয়লার বদলে ভারত বাংলাদেশ থেকে কী কী আমদানি করতে পারে, তা ঠিক করতে হবে।

এ বছরে বাংলাদেশে ফসলের অবস্থা গড়পড়তার চেয়ে ভাল। চলতি মরশুমে বোরো চাষের ওপর জোর দেওয়া হবে। —পি টি আই

কলকাতা থেকে লবণ ও চিনি পাঠানো হয়েছে

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা থেকে নদীপথে ঢাকায় লবণ ও চিনি পাঠানো হয়েছে।

পরিবহণ এবং জাহাজী মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর সোমবার কলকাতায় এই খবর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে নৌবাণিজ্য পুনরায় চালু করার কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে দু দেশের মধ্যে শীঘ্রই একটি চুক্তি হবে।

ঢাকা থেকে স্টাফ রিপোরটার সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন : সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, চীন ও মার্কিন যদি বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের বৈরী মনোভাব ত্যাগ করে তাহলে ওই দুই দেশের সঙ্গে আমরা মৈত্রী গড়ে তুলতে প্রস্তুত আছি। তবে তিনি খুব পরিষ্কার ভাবে জানান, উদ্যোগ নিতে হবে চীন ও আমেরিকাকেই এবং সেটা হবে বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিয়ে।

ঢাক-কলকাতা রেলপথও শীঘ্রই চালু হবে

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

মেল। ১৯৬৫ সালে পাক আক্রমণের পর এই লাইন বন্ধ হয়ে যায়।

এবারকার যুদ্ধে বাংলা দেশের অভ্যুদয়ের পর আবার এ লাইন উন্মুক্ত করার কাজে হাত দেওয়া হয়। কিন্তু কাজটি সহজ হয় নি। গেদে দর্শনার মধ্যে সমস্ত রেল লাইন ও স্লিপার তুলে নিয়ে গিয়ে পাক সৈন্যরা বাংকার বানিয়েছে। সমস্ত লাইনে মাইন পাতা। কিছু দূরে গিয়েই রেল পথের মাঝখানে একটি বিরাট খাল কেটে দিয়েছে—ট্যাংক আটকাতে।

সেখানে ছিল বিশ ফুট দোতলা বাংকার। রেলপথের পুলগুলিও ওরা ভেঙে দিয়ে যায়। মোমিনপুর এবং মুন্সিগঞ্জের মধ্যে আগে লাইনের সঙ্গে ডাউন লাইনকে জুড়ে একটি লাইন করতে হয়েছে। আপাততঃ এপথে একটি লাইনেই ট্রেন চলবে। দক্ষিণ পূর্ব রেলকর্মীদের নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক বাহিনী এই রেলপথ পরিষ্কারের কাজে হাত দিয়েছেন।

আজ চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে ঢাকা থেকে বিমান যাচ্ছে

আজ বুধবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে ইনডিয়ান এয়ার লাইনস-এর দুখানি বিমান যাবে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধেই ইনডিয়ান এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার চান, অবিলম্বে সারা দেশে বিমান চালু করতে।

চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে বিমান চলাচলের ব্যাপারে কি অসুবিধা আছে তা দেখার জনাই ঢাকা থেকে ওই দুটি জায়গায় বিমান যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান দফতর এবং ইনডিয়ান এয়ারলাইনস-এর এক প্রতিনিধিদল বুধবার সকালে কলকাতা থেকে ঢাকায় যাবেন। সেখান থেকে তাঁরা যাবেন চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট।

আপাতত বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ইনডিয়ান এয়ার লাইনস চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করবেন। এয়ারলাইনস-এর একজন মুখপাত্র জানান, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ওই দুইটি জায়গায় সাধারণ যাত্রীদের জন্য বিমান চালু করা সম্ভব হবে।

ভাঙা মন্দির মসজিদ গির্জা আবার গড়ব

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

যেসব তহবিল আটক করেছিল সেগুলি মুক্ত করেছেন।

একটি মন্দির সংস্কৃত। চট্টগ্রাম থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরবর্তী জয়ারা নামক স্থানে পাক ফৌজ ও তাদের অনুগামীরা মিলেমিশে একটি মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেছিল। পাক ফৌজ আত্মসমর্পণ করার পর আওয়ামী লীগের মুক্তি পরিষদের উদ্যোগে যথাবিহিত সংস্কারের পর মন্দিরটি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। —ইউ এন আই

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ট্রানজিট পারমিট হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কি ধরনের 'ট্রানজিট পারমিট' চালু হবে, দুই-তিন দিনের মধ্যেই তা ঘোষণার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে যাতায়াত সম্পর্কে নেপালের মত চুক্তি হতে পারে।

বর্তমানে দুই দেশের সরকারের মধ্যে এর খুঁটিনাটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা হচ্ছে। পররাষ্ট্র বিষয়ে নীতিনির্ধারক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ডি পি ধর ঢাকা থেকে আজ কলকাতায় ফেরার পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতে পারে। যদি নেপালের ধরনের চুক্তি হয়, তাহলে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় কলকাতা বা দিল্লিতে তাঁদের মিশন এবং ওখান থেকে ভারতে আসার সময় আমাদের মিশন পারমিট-এ ছাপ দিয়ে দেবেন।

সাময়িক ব্যবস্থা

পাকাপাকি কোন ব্যবস্থা হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশে যাতায়াতের জন্য ভারতীয়দের জন্য বৈধ ভারতীয় পাসপোর্ট অথবা পরিচয়জ্ঞাপক 'আইডেনটিটি স্লিপ' থাকা একান্ত দরকার বলে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, এই 'আইডেনটিটি স্লিপ' দেবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা-শাসকগণ। অবশ্য বাংলাদেশে প্রবেশের পূর্বে এতে অবরতস্থ বাংলা মিশনের অনুমোদন চাই। পাসপোর্ট এর ক্ষেত্রেও তা প্রয়োজন। উক্ত নথিপত্র (পাসপোরট অথবা পরিচয় স্লিপ) ছাড়া বাংলাদেশে প্রবেশ করলে পাসপোরট আইন (১৯৬৭) ভঙ্গের দায়ে শাস্তি হতে পারে।

অনুমোদিত চেক-পোস্ট

এছাড়া বাংলাদেশে যাওয়া-আসার জন্য নিম্নোক্ত ১১টি অনুমোদিত চেক-পোসট-এর যে কোন একটি অবশ্যই ব্যবহার্য :—২৪ পরগণায় হরিদাসপুর ও ঘোজাডাঙ্গা; নদীয়ায় গেদে ও তুঙ্গী; মালদায়—মাহাদিপুর; পশ্চিম দিনাজপুরে — রাধিকাপুর, হিলি, কুকুড়াদহ; কোচবিহারে গীতলদহ, হলদিবাড়ি ও চ্যাংড়াভাঙ্গা।

অধ্যাপক ইউসুফ আলির শপথ গ্রহণ

আজ বিকালে বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তাজুদ্দিন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী অধ্যাপক ইয়ুসুফ আলি শপথ গ্রহণ করেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আমেদ ও অন্য মন্ত্রীরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। —পি টি আই

কবি নজরুল ইসলাম ঢাকায় আমন্ত্রিত

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দীন আহমেদের স্ত্রী শ্রীমতী জোহরা তাজউদ্দীন কবি নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ঢাকায় যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন।

যাদবপুরে চীনা মরটার

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার রাত্রে যাদবপুরে পুলিশ নেতাজীনগর থেকে তিনফুট লম্বা দুইটি মরটার শেল উদ্ধার করে। চীনা ওই দুইটি মরটার ছাড়া পুলিশ ওই জায়গা থেকে চারটি তাজা বোমাও উদ্ধার করে।

চীন ভারতকে দুর্বল করে রাখতে চায়

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

না। বাইরে থেকে এই সাহায্যের পরিমাণও ছিল বিপুল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রাভদায় বলা হয়েছে মার্কিন সরকার প্রকৃতপক্ষে ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের নীতিকে সমর্থন করে গিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক মীমাংসা এবং শরণার্থী সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপেক্ষা করে এসেছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদে যখন এই বিষয়ে আলোচনা চলছিল তখন আমেরিকার পক্ষে যে বক্তব্য রাখা হয় তা আসলে পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধেই গিয়েছে এবং যুদ্ধের কারণ দূর করায় ব্যাপারে এতটুকু সুরাহা হয়নি, বরং দক্ষিণ এশিয়ায় পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ করার ব্যাপারে আরও সুবিধা হয়েছে।

—ইউ এন আই, ডি পি

দিল্লিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ দূত

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর—ভারত উপমহাদেশে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ডঃ ভিট্টোরিও উইনসপেয়ার গুইসিয়ারডি আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছান। এখানে সরকারী অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরে তিনি ঢাকায় যাবেন।

—পি টি আই

বুলওয়ার্কার "অপরিণত"কে শক্তিমান "পুরুষ"-এ পরিণত করে দিনে মাত্র ৫ মিনিট সময়ে।

দু সপ্তাহে নির্দিষ্ট সুফলের গ্যারাণ্টি, অন্যথা আপনি দাম দিচ্ছেন না।

উপরে বর্ণিত সাফল্যের কাহিনী হল বাস্তবে জন ক্রেলিন-এর জীবনে ঠিক যা ঘটেছিল। ... বুলওয়ার্কার প্রায় তাড়াতাড়ি আমায় একটা সবল পুরুষে পরিণত করল!" ... কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

© Mail Order Sales Pvt. Ltd., 15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

বিনামূল্যে

দিনে মাত্র ৫ মিনিটে শক্তিমান, পৌরুষপূর্ণ দেহ গড়ার জন্যে গ্যারাণ্টিপ্রদত্ত বুলওয়ার্কার প্রণালী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়ে দিন।

87-B

নাম ....

ঠিকানা ....

.... বয়স ......

BULLWORKER SERVICE, 15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

অনুগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা ইংরাজীতে লিখুন AP 43

সুস্থ সবল দেহ রক্ষা জাতীয় কর্তব্য

নিম্নঠিকানায় এখন কম্পানির দরেই পাওয়া যাচ্ছে :

পায়োনিয়ার স্পোর্টস (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ, ২৫, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-১৩

অন্যান্য চিত্রগৃহে

অনন্যা — শ্যামবাজার, বি টি রোড, ৫৬-২০৫৮, প্রত্যহ ১২, ৩, ৬টা — ছদ্মবেশী (৫ম সপ্তাহ)
পার্বতী — ছদ্মবেশী (৫ম সপ্তাহ)
সুরশ্রী — কুহেলি
শ্যামশ্রী — সংসার
জয়া — সংসার
রূপম — শতরঞ্জ
বিনোদিনী — চন্দ্রশেখর
যোগমায়া — আন্দাজ
নবীনা — জীবন থেকে নেওয়া
অজন্তা — জীবন থেকে নেওয়া
অশোকা — ছদ্মবেশী (৫ম সপ্তাহ)
অলকা — জীবন থেকে নেওয়া
নারায়ণী — কাল আজ আউর কাল

আজ থেকে অগ্রিম বুকিং
ভালবাসা
শুক্রবার ৩১শে ডিসেম্বর হইতে উত্তরা : উজ্জ্বলা

ষ্টার থিয়েটার — শ্রীমতী
বিশ্বরূপা
চৌরঙ্গী
রঙমহল — আমি মন্ত্রী হব
রঙ্গনা — নান্দীকার
রূপকার — বাংলার মাটি
কাল আজ আউর কাল
অপূর্ব ছবি — সংসার

শনিবারের বিকেল — নির্দেশনা : শৈলেশ সেনগুপ্ত/হলে টিকিট
ইতিহাস কাঁদে
সংসার
উদয়শংকর
যুগচ্ছন্দ
অমলাশংকর
সীতা স্বয়ম্বরা
রাখওয়ালা

CLT ABAN MAHAL
ফেস্টিভ্যাল — রোজ ৬॥টায়
আজ : রামায়ণ
৩০, ৩১ ডিসেঃ আনন্দ ও অতুলপ্রসাদ
পাপেট—৩১শে ৩॥টায় : লবকুশ ও বেগিং বাউল
46-1200

মেরা গাঁও মেরা দেশ
আনন্দ
দো রাস্তে
ছদ্মবেশী
রাধা : পূর্ণ : পূরবী

সমস্ত হাউসে অগ্রিম টিকিট বিক্রয় হচ্ছে
শুভমুক্তি ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার
নববর্ষের নব আকর্ষণ
পরদে কে পিছে
শুক্রবার ৩১ তারিখ থেকে —
রিগ্যাল : নিউ সিনেমা : জেম
ছায়া কালিকা ভবানী

আকাশবাণীর খবর

বুধবার—২৯ ডিসেম্বর

১ম অধিঃ—(৪৪৭·৮ মীঃ) ৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি : কথিকা; ৬-৩০ সুবন্ধ সংগীত : খেয়াল—সাঁয়র রম ভেওয়রী—ধ্রুপদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ পরিতোষ শীল—বেহালা, সং; ৭-৫ পরিতোষ শীল—বেহালা; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ ইলা বসু—রাগপ্রধান ও ভজন, সং; ৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪০ সুবিনয় রায়—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা মানসী পাল—লোকগীতি; ৮-১৫ ননী শর্মা—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৩০ মীরা থিয়েরারকর—খেয়াল; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্র-সংগীত—প্রভাত মুখোঃ ও কৃষ্ণা সেন; ৯-১৫ আধুনিক—মানসকুমার ও লালিত্য রায়চৌধুরী; ৯-৩০ মঞ্জু ঘোষ—ঠুংরী; ৯-৪৫ সময় গুপ্ত—রবীন্দ্র-সংগীত; ১০টা অবকাশরঞ্জন, সং; ১০-৫ পরিতোষ শীল—বেহালা; ১০-৩০ নিতাই চক্রঃ—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্র-সংগীত—অশোকতরু বন্দ্যোঃ; ১টা বিসমিল্লা খাঁ ও সহশিল্পিবৃন্দ—সানাই, সং; ১-৪০ সুগম সংগীত—ঊষা টাণ্ডন, সতীশ ভুটানী ও সমবেত কণ্ঠ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ রেবা বক্সী—শ্যামাসংগীত; ২-৪৫ সুকন্যা গুহরায়—ভজন; ৩টা 'রাখালী'—লোকগীতি; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, অমর চক্রঃ—সেতার; ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ বিচিত্রানুষ্ঠান, সং; ৭-৩৫ সমীক্ষা; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৫০ ননী শর্মা—অতুলপ্রসাদের গান; ৮টা বেবী ঘোষ—শ্যামাসংগীত; ৮-১৫ মনসী পাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৩০ সমর গুপ্ত—আধুনিক; ৮-৪৫ পুস্তক পর্যালোচনা; ৯টা পরিতোষ শীল—বেহালা; ৯-৩০ অনুরোধের আসর; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা; ১০-৩০ ইলা বসু—আধুনিক; ১০-৪৫ সুবিনয় রায়—রবীন্দ্রসংগীত; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—৯টা হিন্দী শিক্ষা; ৯-১৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা হাইলাইটস অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক, সং; ১-৪ পাশ্চাত্ত্য সংগীত সং; ২-১০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইং সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৮টা হিন্দী কার্যক্রম; ৮-৩০ মঞ্জু ঘোষ—টপ্পা; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ (রেঃ); ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লি থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রম—কথিকা (দিল্লি থেকে); ৯-৪৫ গর্ডন জেনসন : কণ্ঠ-সংগীত; ১০-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান (২২৭·৩ মীঃ) সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান (১ম ও ২য় অধিঃ ৫০৮·৫ মীঃ এবং ৩য় ও ৪র্থ অধিঃ ২৬৫·৫ মীঃ)

১ম অধিঃ—৫-৩০ বন্দেমাতরম : দেশগান; ৫-৪৫ নরোত্তম দাস বাউল—লোকগীতি, সং; ৬-৫ তপতী বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাংলা সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-২০ বাংলা সংবাদ; ৮-৩০ সংবাদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ বাংলা কথিকা ৮-৪৫ ত্রিবেণী—মাধুরী মুখোঃ—দ্বিজেন্দ্রগীতি, নিশীথ সাধু—রজনীকান্তের গান, সুপ্রীতি ঘোষ—অতুলপ্রসাদের গান; ৯টা কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা হিন্দী সংবাদ; ৫-৫ সুকন্যা গুহরায়—গীত; ৫-১৫ নরোত্তম দাস বাউল—লোকগীতি; ৫-৩০ তপতী বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৫-৪৫ রেবা বক্সী—আধুনিক; ৬টা বিশেষ ঘোষণা/সংগীত; ৬-৫ কার্তিক বসাক—গীটার; ৬-১০ নিতাই চক্রঃ—খেয়াল; ৬-৩০ অমিয়কুমার চক্রঃ—সেতার; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা হিন্দী সংবাদ; ৭-০৫ কল্যাণী ঘোষ—নজরুলগীতি; ৭-১৫ বাংলাবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ সমাপ্তি। ৪র্থ অধিঃ—৮-১০ দেশগান; ৮-১৫ বাংলা কথিকা; ৮-৩০ বাংলা কথিকা; ৮-৪৫ কল্যাণী ঘোষ—লোকগীতি; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লি থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা; ১০-৩০ নাসির হোসেন খাঁ—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি।

যুববাণী : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—৭টা বন্দেমাতরম্, আলোর গান : অলোক সেন—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-৫ দিনের আলোয় : বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে পাঠ—জ্যোতিপ্রসাদ বসু; ৭-১০ রঙ-রঙ—স্বর্ণা গঙ্গোঃ—সরোদ : তবলায়—শঙ্কর মজুমদার ৭-৩০ যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি) ৭-৩৫ সুরের আলো : সূর্যজ্যোতি ভট্টাঃ—গীটার; ৭-৪০ নানারঙের গান : ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত—আধুনিক ও অতুলপ্রসাদের গান এবং ঈপ্সিতা চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত ও রজনীকান্তের গান; ৮টা নতুন রাস্তার খোঁজ—প্রসাধন দ্রব্য ফের করুন—মঞ্জু রায়; ৮-৫ দ্রুতিতরঙ্গ : সূর্যজ্যোতি ভট্টাঃ—গীটার; ৮-১০ গীতাঞ্জলি : বেবি বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ সুরলহরী : যন্ত্রসংগীত; ৮-২৫ দিগন্তের গান : রেবা দত্ত—আধুনিক; ৮-৩৫ সংবাদ : (বাংলা সংবাদ); ৮-৪০ সুরকল্লোল : সূর্যজ্যোতি ভট্টাঃ—গীটার; ৮-৪৫ শাস্ত্রীয় সংগীত। ৩য় অধিঃ—৫টা আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর : অলোক সেন—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : রবীন্দ্র-রচনা থেকে আবৃত্তি—শিখা সেনগুপ্ত; ৫-২৫ দ্রুতিতরঙ্গ : সূর্যজ্যোতি ভট্টাঃ—গীটার; ৫-৩০ সংবাদ (বাং সংবাদ), ৫-৩৫ দেউল : ঈপ্সিতা চট্টোঃ—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : সূর্যজ্যোতি ভট্টাঃ—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : বেবি বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ গ্রুভস আউট দি টপ : সংযোজনা—ডার্বি; ৬-৩০ স্পোর্টস আনড দি স্পোর্টসম্যান; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : রেবা দত্ত—আধুনিক এবং অলোক সেন—রবীন্দ্র-সংগীত; ৬-৫০ রঙ-রঙ : স্বর্ণা গঙ্গোঃ সরোদ, তবলায়—শঙ্কর মজুমদার; ৭-১০ আড্ডা : বাংলায় আলোচনা ৭-৩০ গানের বৈঠক : ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত—আধুনিক ও অতুলপ্রসাদের গান, ঈপ্সিতা চট্টোঃ—অতুলপ্রসাদের গান, রেবা দত্ত—আধুনিক এবং অলোক সেন—লোকগীতি।

সভা-সমাবেশ

'আলো' সাহিত্য পত্রিকা : সন্ধ্যা ৬টায় নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি হলে (পি-২, লেক রোড) প্রীতি ও স্মৃতি পুরস্কার বিতরণ করবেন শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী বীণা রায়। শ্রীসারদা আশ্রম : (পি ৬১৫, ব্লক 'ও' নিউ আলিপুর) শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জীবন ও দর্শন' আলোচনা (কেবল মহিলাদের জন্য) বিকাল ৫টায়। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব জন্মোৎসব : গুরুধামে সন্ধ্যা৫টা থেকে সাড়ে ৬টা সংকীর্তন। সকাল ৭টায় অখণ্ড সংহিতা পাঠ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : সন্ধ্যা ৬॥টায় রামকৃষ্ণ মিশন (গোল পার্কের) বিবেকানন্দ হলে শ্রীগোপাল হালদারের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালার চতুর্থ বক্তৃতা 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন দর্শন'। ইনস্টিটিউট অব ইনজিনিয়ার্স (ভারত) সন্ধ্যা ৬টায় আর এন মুখার্জি হলে ডাঃ বি বসুর আলোচনা : বিষয়—সেডিমেনট ট্রান্সপোর্ট ইন এ্যালুভিয়েল স্ট্রীম'।

'এন এফ সি কর্মচারী সমিতির ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন ২ জানুয়ারির পরিবর্তে ৩১ জানুয়ারি রবিবার হবে বলে সমিতির পক্ষে জানানো হয়।

বাংলাদেশের নতুন পররাষ্ট্র সচিব

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর—শ্রীআবুল ফতেকে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি মাহবুল আলমের জায়গায় নিযুক্ত হলেন। শ্রীফতে ইরানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

শ্রীফতে তাঁর নতুন কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, ভারতের জন্য একটি আলাদা ডিভিশন খোলা হবে। ওয়াশিংটনকে বাংলাদেশ মিশনের শ্রীফিবরিয়া ও নিউ-ইয়র্কের শ্রী এ এ করিমকে দেশে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ দুজন অফিসার পররাষ্ট্র বিভাগে কাজ করবেন।

আদি কংগ্রেসের ওয়ারকিং কমিটির বৈঠক ৬ জানুয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর—রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে কর্মপন্থা ঠিক করতে এখানে আদি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির দুদিনব্যাপী বৈঠক বসবে আগামী ৬ জানুয়ারি। বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও আলোচিত হবে।

তাছাড়া ৫ জানুয়ারি আদি কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটিগুলির সভাপতিরা মিলিত হবেন বলে জানানো হয়েছে। আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসাদিক আলি ইতিমধ্যেই দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে রাজ্য নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা শুরু করেছেন।

তিনি গত শনিবার বিহারের কয়েকজন নেতা এবং উত্তর প্রদেশের শ্রী সি বি গুপ্ত, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

ভারতে বেসটোবেল কোমপানির শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার

আগামী জানুয়ারি মাস থেকে বেসটোবেল ইনডিয়া লিমিটেড ভারতের জনসাধারণের কাছে এই প্রথম তাঁদের মূলধনী শেয়ার কেনার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রতিটি দশ টাকার দুই লক্ষ আশি হাজার শেয়ার বাজারে ছাড়া হবে। যুক্তরাজ্যের বেসটোবেল লিমিটেড এঁদের আদি প্রতিষ্ঠান।

ভারতীয় কোমপানির চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রী ভি নাথ মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি বলেন, শিল্প ও 'প্রোসেস কনট্রোল' সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণে নিযুক্ত এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বেশ কিছুকাল ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গেই সম্প্রসারণ হবে। এ পর্যন্ত লভ্যাংশের প্রায় সবটাই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে লাগানো হয়েছে। এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি স্বয়ংভর।

বর্তমানে 'বেসটোবেল' বোকারো ইস্পাত কারখানা ও কোঠাগোদেম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 'ইনসুলেশন' এবং 'রিফ্র্যাকটরি' সংক্রান্ত কাজকর্ম করছে।

চেতন আনন্দের অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্র
হকীকৎ
• প্রমোদকর মুক্ত •
ছায়া : লিবার্টি
২, ৫, ৮॥ — ২, ৫, ৮

কারশিয়াং বেতার কেন্দ্র

বৃহস্পতিবার, ৩০ ডিসেম্বর

৭-২ সকাল (৬১·২৯ মীঃ) বন্দনওয়ার; ৭-২০ উদয় গান; ৭-৪৫ ভক্তিগীত; ৮-২০ পুষ্পলাল শরেস্থা—নেপালী আধুনিক (রেঃ); ৮-৩০ শরণ রাণী—সরোদ (রেঃ); ৯টা বাংলা সংবাদ; ১১-২ বিবিধ ভারতী; ১-৪ দুপুর (৪১·৪৯ মীঃ) তিব্বতী অনুষ্ঠান; ১-৪৫ প্রাদেশিক সংগীত; ২টা বিবিধ ভারতী; ৫-৪ বিকেল (৮৯·৪২ মীঃ) হরিণল—নেপালী লোকগীত; ৭টা রাত (৮৯·৪২ মীঃ) ভজন; ৭-১৫ পুষ্পলাল শরেস্থা—নেপালী আধুনিক (রেঃ); ৭-৩৫ পূর্ণচন্দ্র দাস—বাউল (রেঃ); ৭-৫৫ অবকাশরঞ্জন; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৮-২৫ জিতেন্দ্র বরদেওয়া ও সহশিল্পিবৃন্দ—নেপালী লোকগীত; ৮-৩৫ শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়—সরোদ (রেঃ); ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান; ৯-৩০ বিবিধ ভারতী।

ভাগুতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দ বাজার পত্রিকা

[শনিবার ১৩ই পৌষ, ১৩১৪ ইং ২৯-১২-০৪]

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন
দ্বিতীয় দিবসে ৫টি বিভিন্ন শাখার অধিবেশন

গত শুক্রবার কলিকাতা টাউন হলে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হয়।

বেলা ১১৷৷টার সময় সাহিত্য শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সভার উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুক্ত শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' কার্যালয় পরিদর্শন

গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীর কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রবোধ বাগচি, ডাঃ ভানুভূষণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক অনাথনাথ বসু, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, শরৎচন্দ্র রায় প্রভৃতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা রোটারী মেসিনে আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রণকার্য বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের কাজ তাঁহাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। প্রতিনিধিগণ একখানি জাতীয় সংবাদপত্রের এই কর্মগৌরবে পরম সন্তোষ লাভ করেন।

*

রাজবন্দী সমরেশ সিংহ
সাঁইথিয়ায় গ্রেপ্তার

শ্রীহট্টের রাজবন্দী সমরেশ সিংহ বীরভূম জিলার অন্তর্গত সাঁইথিয়ায় অন্তরীণ ছিলেন। এরূপ প্রকাশ যে, সম্প্রতি তিনি সিউড়ি জেল হইতে কলিকাতায় তাঁহার মাতা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী সিংহের নিকট এই মর্মে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং আগামী ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে তাঁহার বিচার হইবে।

পাকিস্তানে তিনদলের সহযোগিতার ব্যাপারে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর—রেডিও পাকিস্তানের এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, গতকাল জাতীয় আওয়ামি পারটি জমিয়ত-উলেমা-ই-ইসলামের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়।

জাতীয় আওয়ামি পারটির নেতা খান আবদুল ওয়ালি খান এবং জমিয়েতের নেতা মওলানা মুফতি মামুদও গোলাম খউস হাজারি আলোচনায় যোগদান করেন।

জাতীয় আওয়ামি পারটির একজন মুখপাত্র বলেন, উভয় দলের নেতারা শ্রীভুট্টোর সঙ্গে আগে যে আলোচনা করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা হয়। মৌলানা মুফতি মামুদ বলেন, পাকিস্তান পিপলস পারটি, জাতীয় আওয়ামি পারটি এবং জমিয়ত-উলেমা-ই-ইসলামের মধ্যে সহযোগিতার একটি খসড়া নিয়ে তাঁদের আলোচনা হয়।

খান আবদুল ওয়ালি খান গতকাল রাত্রে পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজ্যপাল এবং ভাইস প্রেসিডেনট শ্রীনুরুল আমিনের সঙ্গে দেখা করেন।

—ইউ এন আই

ঋণ নিয়ে ভারত-জাপান আলোচনা শুরু হবে

টোকিও, ২৮ ডিসেম্বর—এখানে বৈদেশিক মন্ত্রকের সূত্রে আজ জানা যায়, জাপান সরকার স্থির করেছেন ইয়েন ঋণের ব্যাপারে সরকার ভারতের সঙ্গে আবার আলোচনা শুরু করবেন।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য জাপান সরকার এই আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। —রয়টার

গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাটা আরম্ভ	
বুধবার	৮-১৫	৮-৩৩	১২-৪১	১২-৩৬

দিনপঞ্জিকা

আজ দ্বাদশী ও পরে ত্রয়োদশী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ১৩ পৌষ ১৩৭৮ (৮ পৌষ ১৮৯৩ শক), ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১, ১০ জেলকদ। দ্বাদশী দিবা ঘঃ ৮-২০ মিঃ পর্যন্ত পরে ত্রয়োদশী শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।৫০ মিঃ পর্যন্ত। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১২।৫৪ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১৯।৩৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৭।৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি ত্র্যহস্পর্শদোষ। মধ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ১৩ পৌষ ১৩৭৮ (৮ পৌষ ১৮৯৩ শক), ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১, ১০ জেলকদ দ্বাদশী দিবা ঘঃ ৭।১০।২৯ সেঃ পর্যন্ত পরে ত্রয়োদশী শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।১১।৫০ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২১।৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৫।২১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি ত্র্যহস্পর্শদোষ। মধ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

এম ভি "আন্দামানস"

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানান যাইতেছে যে, উপরোক্ত জাহাজটি যাহা ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৭১ তারিখে পোর্ট ব্লেয়ার অভিমুখে যাত্রা করার কথা ছিল, তাহা টেকনিক্যাল কারণে প্রত্যাহার করা হইল।

ইহাতে যে অসুবিধা ঘটিল, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে।

দি শিপিং কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ
১১, আর এন মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১
সরকারের পক্ষে এজেন্টস্ হিসাবে কর্মরত

HARYANA STATE LOTTERIES

৩২শ খেলা
(১০-১-৭২)

২৪শে ডিসেম্বর, '৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
১০টি পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০ টাকা
টিকিট নং

A-120532 C-104639 E-131555
A-135607 C-133975 E-131545
B-145345 D-106239
B-103092 D-133985

ডিরেক্টর অব লটারিজ কাম ডেপুটি সেক্রেটারী টু গভর্নমেন্ট অব হরিয়ানা, ফিনান্স (লটারিজ ডিপার্টমেন্ট)

শেষ কয়েকদিন
WINTER REDUCTION SALE
২৫% হইতে ৫০% কম
ভদ্রের উপযোগী
GENT'S ও LADIES
শাল, কোট ও সোয়েটার-এর বহু স্টক আসিল।
হরলালকা
• ৫২।১।১ কলেজ স্ট্রীট
• ৮৬, কলেজ স্ট্রীট (YMCA Bldgs)
• ৪৫ সি, গ্রে স্ট্রীট

আসাম স্টেট লটারি
২০তম খেলা
৭-১-৭২ তারিখে
১ম পুরস্কার ২,০০,০০০ টাকা
২য় পুরস্কার ৫০,০০০ টাকা
৩য় পুরস্কার ৫,০০০ টাকা
প্রতিটি (৩টি)
এবং
অন্যান্য বহু পুরস্কার
প্রতি টিকেট ১ টাকা
আজই টিকেট কিনুন
ডাইরেক্টরেট অফ আসাম স্টেট লটারিজ, গৌহাটি কর্তৃক প্রচারিত

PRESSMAN

জয়সীমা, সাকসেনা এবং অমরনাথরা আসছে

স্টাফ রিপোর্টার

৩০ ডিসেমবর যতই এগিয়ে আসছে এই মরশুমের টেসটবিহীন ইডেন উদ্যান ক্রিকেটের উৎসাহ-উদ্দীপনার ছোঁয়ায় ততই মুখর হয়ে উঠছে। সরকারি তত্ত্বাবধানে গ্যালারি মেরামত শেষ। ভারতীয় দল ও অবশিষ্ট ভারতীয় দল দুটিকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় ক্রিকেট কনট্রোল বোরডের সভাপতি শ্রীঅমর ঘোষ হায়দরাবাদের জয়সীমাকে রাবার জয়ী দলে ও বিহারের রমেশ সাকসেনাকে অবশিষ্ট ভারত দলে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে হায়দরাবাদের কৃষ্ণমূর্তি, আবিদ আলি, আসিফ, জয়ন্তীলাল এবং মঙসের মেটা কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। ইউ এন আই জানাচ্ছেন, অমরনাথ ভ্রাতৃদ্বয় বুধবার সকালে বিমানে দিল্লি থেকে কলকাতা রওনা হবেন। লালা অমরনাথ বলেছেন, এই সংবাদ টেলিগ্রাফ করে তিনি শ্রীঘোষকে জানিয়েছেন। তবে শ্রীঘোষ সুরীন্দর ও মহীন্দরের যোগদান সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি। মহারাষ্ট্রের উইকেটরক্ষক ও ব্যাটসম্যান কানিৎকার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসবেন না জানিয়েছেন। প্রসন্ন এই খেলায় খেলতে পারবেন না। কারণ অজ্ঞাত। তিনি গত দশ দিন ধরে অবশ্য কলকাতাবাসী।

রাতের প্লেনে বোমবাই থেকে অশোক মাঁকড়, সেলিম দুরাণী, হনুমন্ত সিং, ইসমাইল ও রামনাথ পারকার এসেছেন। বাকিরা আজ সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছবেন।

বৃহস্পতিবার খেলার প্রথম দিনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, রাজ্যপাল এ এল ডায়াস এবং পূর্বাঞ্চলের সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যানট জেনারেল অরোরার সঙ্গে দু দলের খেলোয়াড়রা পরিচিত হবেন। শ্রীঘোষ জেনারেল ম্যানেকশ'কেও উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।

ক্রিকেট কনট্রোল বোরডের খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান সি ডি গোপীনাথ, কমিটির অন্যতম সদস্য দাত্তুফাড়কার এবং বোরডের সম্পাদক শ্রীচান্দগাদকার অবশিষ্ট ভারতীয় দলে কে কে খেলবেন, স্থির করবেন। নির্বাচকমণ্ডলীর উপরোক্ত সদস্যরা খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য বিচার করার জন্য খেলার চার দিনই মাঠে উপস্থিত থাকবেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত এই খেলায় জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করে এক আবেদনে বলেছেন—"ভারত আজ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জয়ের আনন্দে উদ্বেলিত। চারিদিকে বিজয় উৎসবের সমারোহ। আনন্দের এই শুভক্ষণে আমরা আমাদের সেই জওয়ান ভাইদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন শুধুমাত্র স্মরণ করলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না। সেইসব জওয়ান ভাইদের বিধবা স্ত্রীরা যাতে দৈনন্দিন সমস্যা মেটাতে এবং পিতার পরিচালন হস্ত বঞ্চিত সন্তানসন্ততিরা যাতে অভাবের সম্মুখীন না হয়, সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসা কর্তব্য।"

আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস ফেব্রুয়ারিতে হবে

দিল্লি, ২৮ ডিসেমবর—ভারতীয় অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি পি কে মাথুর জানিয়েছেন, আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপস আগামী ৩ থেকে ৬ ফেবরুয়ারী কোট্টায়ামে হবে। আপৎকালীন অবস্থার জন্য ১৩ থেকে ১৬ জানুয়ারী হবে স্থির ছিল। —পি টি আই

মঙ্গলবারে

মোহনবাগান নিজ মাঠে প্রীতি ক্রিকেট খেলায় স্পোরটিং ইউনিয়নকে ৭৮ রানে পরাজিত করে। স্পোরটিংয়ের বাঁহাতি স্পিনার দিলীপ দোশি ৪৮ রানে ৭ উইকেট পান। মোহনবাগানের ১১৯ রানের উত্তরে স্পোরটিং মাত্র ৪১ রানে সকলে আউট হয়। রমেশ ভাটিয়া ১৯ রানে ৬ উইকেট পেয়েছেন।

মঙ্গলবার হকি খেলোয়াড়দের দল বদলে উল্লেখযোগ্য ইসটবেঙ্গলের সুদর্শন সিং আগামী মরশুমে কাসটমসে খেলার জন্য ছাড়পত্র স্বাক্ষর করেন।

বিশেষ ক্রিকেট স্মারক ডাকটিকিট

দিল্লি, ২৮ ডিসেমবর—১৯৭১ সালের ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিজয়ের স্মারক হিসেবে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে একটি বিশেষ ডাক টিকিট বিক্রয় করা হবে। ২০ পয়সার টিকিট। লম্বা ও জলপাইর রং। এতে ব্যাটিং, বোলিং ও উইকেট রক্ষকতার ভঙ্গিতে তিনটি খেলোয়াড়ের ছবি থাকবে। —ইউ এন আই

এশিয়ান অ্যাথলেটিকস বাতিল হল

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেমবর—দিল্লিতে ফেবরুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম এশিয়ান অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা জাতীয় জরুরি অবস্থার জন্য বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

সংগঠন সমিতির চেয়ারম্যান এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরামনিবাস মিরধা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, জরুরী অবস্থা ছাড়াও এশিয়ার কয়েকটি দেশ অংশগ্রহণে অসুবিধার কথা জানিয়েছে। জাপান জানিয়েছে, আগামী আগসট মাসে ম্যুনিখ ওলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য তাদের পক্ষে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে তাইওয়ানের বহিষ্কার এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের প্রবেশের ফলেও সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাইওয়ান এশিয়ান অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সদস্য।

তবে শ্রীমিরধা বলেন—১৯৭৩-এর ফেবরুয়ারি-মারচে আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রথম এশিয়ান অ্যাথলেটিকসের জন্য অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনকে যে দু' লাখ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে ওই টাকা আমন্ত্রণমূলক অ্যাথলেটিকসের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে বলে মিরধা জানান।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

নিবেদনমিদং

কোন্ নিরিখে বাংলার ক্রিকেট দল গড়া হল

রণজি ট্রফি খেলায় বিহারের বিরুদ্ধে বাংলা দল গঠনের জন্য যে পঁচিশ জন খেলোয়াড়কে নেটে ডাকা হয়েছে, তাদের নাম দেখার পর ইস্টার্ন রেলের তরফে আমার সামান্য নিবেদন আছে।

গত বছর যখন কলকাতার সব নামকরা দলকে হারিয়ে আমরা সি এ বি লীগ ও নক-আউট প্রতিযোগিতায় রানারস হয়েছিলাম, তখনই কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি সোচ্চার হয়েছিলেন যে রেল দলের খেলোয়াড়দের বাংলা দলে সুযোগ পাওয়া উচিত নয়, কারণ তারা ভারতীয় রেল দলেও খেলার সুযোগ পেয়ে থাকে।

যদিও বাংলার খেলাধুলার প্রধান কর্মকর্তারা প্রায় সব ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত, তবুও এই যুক্তিটা শোনা যায় কেবল ক্রিকেটের বেলায়। কারণ অন্যান্য খেলায় রেল দলের খেলোয়াড়দের বাদ বোধহয় চলনসই গোছেরও দল গড়া যায় না। তবুও উপরোক্ত যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে আমি আমার দলের তরফ থেকে আগেই নির্বাচক সমিতিকে জানিয়েছিলাম যে, ইস্টার্ন রেলের খেলোয়াড়রা নির্বাচিত হলে বাংলা দলেই খেলবেন। প্রথম দুটি ম্যাচে আমাদের কোন খেলোয়াড় নির্বাচিত না হওয়ায় ভেবেছিলাম যোগ্যতার বিচারে তাদের স্থান হয়নি। কিন্তু পঁচিশজনের নাম দেখার পর মনে হচ্ছে যে নির্বাচক সমিতি মাঠের বাইরে ঠিক ক্রিকেট খেলছেন না।

মোটামুটি তিনটি ক্লাবের খেলোয়াড়েই সমৃদ্ধ এই দল। সান্ত্বনা পুরস্কার কয়েকটি ক্লাবের ভাগ্যে জুটেছে, আমাদেরও, যদি সমীর চক্রবর্তী বলতে নির্বাচকরা সমর চক্রবর্তীকে ধরে থাকেন, যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই কৃতী ক্রিকেটার, কিন্তু সত্যিই কি রাজু মুখার্জি, প্রলয় চেল অমিতাভ রায়, আর হাসান, টি কে ব্যানারজি, অলোক মজুমদার প্রমুখের কৃতিত্বের নিরিখে বাংলা দলে পলাশ নন্দী, শত্রু চ্যাটারজি, রাজা মুখারজি, অবনী ঘোষ, সমর চক্রবর্তীর স্থান হয় না? কিংবা বি এন আরের প্রদীপ চক্রবর্তীর অথবা পোরটের জীবন ঘোষের?

কিছু ক্লাব কর্মকর্তার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য যে, বাংলা দলে জায়গা না পেয়ে কিছু রেল খেলোয়াড় স্থান পাওয়ার মোহে বড় ক্লাবে যোগদান করবেন। নিজ ক্লাব স্বার্থে তাঁদের উদ্দেশ্য অবশ্যই নিন্দনীয় নয়। যে বড় ক্লাব এ বছরে পলাশ নন্দীকে দলে টানার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁরা আগামী বছরে তার কৃতিত্বকে দুন্দুভি নিনাদে নিশ্চয়ই ঘোষণা করবেন, যেমন একদা নিন্দিত দীপংকর আজ বাংলা দলে শোনা যায় অপরিহার্য, যদিও অলোক ভট্টাচার্যের পরিসংখ্যান এই নির্বাচন সমর্থন করে না।

কিন্তু নির্বাচকদের কাছে আমার আবেদন, এই নির্বাচন যদি তাঁদের বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হয়, তবে তাঁদের সিদ্ধান্ত আমাদের শিরোধর্য। কিন্তু তরা যেন ক্লাব স্বার্থের বাহক না হন, তাতে বাংলা ক্রিকেটের সামগ্রিক ক্ষতি হবে। কারণ, যাই হোক, তিনটি রেল দলকে বাংলার ক্রীড়া জগতের মানচিত্র থেকে তো আর মুছে ফেলতে পারবেন না।

—ফাল্গুনী মতিলাল। সাধারণ সম্পাদক ইসটারন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন।

খেলাধুলা-কণা

কটকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে ২১০ রানে হারিয়ে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বাঞ্চল ক্রিকেটের কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে।

*

দাবা খেলার বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার বরিশ স্প্যাসকি ও আমেরিকার ববি ফিশারের মধ্যে যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ খেলা হবে সেই খেলার আয়োজন ও ব্যবস্থাদি করার জন্য যুগোশ্লাভিয়ার চারটি শহর বেলগ্রেড, সারাজেভো, জাগ্রেভ ও ব্লেনড আবেদন করেছে। সারাজেভো ৬০ হাজার ডলার (৪৫০০০০ টাকা) পুরস্কার অর্থও দিতে চেয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার কোন শহরে খেলা হবে বিশ্ব দাবা সংস্থা ফেবরুয়ারি মাসে তা ঘোষণা করবে।

*

ক্রীড়াবিদদের অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্তির সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরামনিবাস মিরধাকে স্পেশাল কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন।

মঙ্গলবার নক আউট ক্রিকেটে স্পিনারদের দিন ছিল

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার সি এ বি সিনিয়র নক আউটের দুটি খেলা শুরু হয়েছে। তপন মেমোরিয়াল ২০০ রানে ইনিংস শেষ করার পর ৮ মিনিট ব্যাট করার সুযোগে বালীগঞ্জ ইউনাইটেড কোন উইকেট না হারিয়ে ৩ রান তোলে।

তপন মেমোরিয়ালের দ্বিতীয় উইকেটে উমা ঘোষ (৪৯) এবং সুভেন্দু সেন (৪২) ১১৭ রান যোগ করেন। বালীগঞ্জ ইউনাইটেডের লেগ স্পিনার সুব্রত বিশ্বাস ৫৪ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন।

সিনিয়র নক আউটের অপর খেলায় ইয়ং বেঙ্গল প্রথমে ব্যাট করে ১৬৯ রানে সকলে আউট হয়। পঞ্চম উইকেটে জে কর (৫৬) ও এস মুখারজির (২৬) জুটি ৭৬ রান যোগ করে খেলার মোড় ঘোরাবার দৃঢ় চেষ্টা করেন। ব্যাটসম্যানেরা পি দুনের স্পিন বোলিং-এর বিরুদ্ধে (৩২—৭) অধিকাংশই অল্প রানে আউট হন। রেনজারস দিনের শেষে ৪০ মিনিট ব্যাট করে ২ উইকেটে ২৬ রান করেছে। বুধবার খেলা দুটি চলবে।

জুনিয়র নক আউটের চারটি খেলায় দুটির মীমাংসা হয়। আড়িয়াদহ মোহনলালকে ২৯ রানে এবং সেনট্রাল ক্যালকাটা ৪১ রানে ক্যালকাটা পুলিশকে হারায়। অপর দুটি খেলায় ন্যাশনাল এ সি, অবসরের বিরুদ্ধে দিনের শেষে ৮ উইকেটে ২৮৯ করে। ন্যাশনালের হীরালাল দত্ত ১০৪ রানে এখনও অপরাজিত আছেন। জোড়াবাগান ও উয়াড়ির খেলায় প্রথমোক্ত দলের ২৩৭ রানের উত্তরে উয়াড়ি দিনের শেষে এক উইকেটে ২১ রান তোলে।

এনজিনীয়ারের ২৫৩ মিনিটে ১৯২ রান

হোবারট, ২৮ ডিসেমবর—বিশ্ব একাদশ ও সম্মিলিত একাদশের তিনদিনব্যাপী খেলায় ভারতের উইকেট কিপার ফারুক এনজিনিয়ারের ১৯২ রান উল্লেখ করবার মত ঘটনা। সফরে ফারুকের এটি দ্বিতীয় সেনচুরি।

ফারুক গতকাল ৬৮ রানে নট আউট ছিল। আজ জাহির আব্বাসের সঙ্গে ফারুক হাত খুলে মারতে আরম্ভ করে এবং অসট্রেলিয়ার বোলারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে দু'জনে দ্রুত রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় উইকেটে ১৪৬ মিনিটে দু'জনে সংগ্রহ করে ২৬০ রান। জাহির আব্বাসও ১১২ রান করেছে। ফারুক মোট খেলেছে ২৫৩ মিনিট। তার মধ্যে ১৭ বার বাউনডারি মারে। পরবর্তী খেলোয়াড়দের মধ্যে অধিনায়ক সোবারস করেছে ৪৬ রান। ৬ উইকেটে ৩৯৭ রান ওঠার পর সোবারস বিশ্ব একাদশের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সম্মিলিত একাদশ ৫ উইকেটে ১১২ রান করায় খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

প্রথম দিন মাত্র ১০ মিনিট খেলা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন ৯ উইকেটে ২৫৮ রান তুলে সম্মিলিত দল ইনিংস ডিক্লেয়ার করার পর বিশ্ব একাদশ করেছিল ১ উইকেটে ১২৩ রান। —রয়টার

ভারতীয় ক্রিকেট দলকে সম্বর্ধনা

মাহেশ স্টুডেনটস ক্লাব ও ইয়ুথ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন আজ বুধবার বিকাল চারটায় শ্রীরামপুরে স্পোরটিং ক্লাবের মাঠে 'রাবার' জয়ী (ওয়েসট ইনডিজ ও ইংল্যানড) ভারতীয় ক্রিকেট দলকে সম্বর্ধিত করবেন।

বুধবারে

সি এ বি সিনিয়র নক আউট:— হোয়াইট বরডার : সাবারবান; বালিগঞ্জ ইউনাইটেড : তপন মেমোরিয়াল (দ্বিতীয় দিন); রেনজারস : ইয়ং বেঙ্গল (দ্বিতীয় দিন)। সি এ বি জুনিয়র নক আউট:— উয়াড়ি : জোড়াবাগান (দ্বিতীয় দিন), ন্যাশনাল এ সি : অবসর (দ্বিতীয় দিন)। কলকাতা ভলিবল লীগ:—ছাত্র সমিতি : ডবলিউ বি পুলিশ।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
নোটিস

সমস্ত সদস্যকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তা ও কার্যকরী সমিতির আসন্ন নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার এ/ডি সহ রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠানো হইতেছে। সদস্যগণকে অবহিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ব্যালট পেপার যথাযথভাবে চিহ্নিত করিয়া ৫ই জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ বেলা ১০টা হইতে বেলা ২টার মধ্যে ২০৮ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, দ্বিতীয় তল, কলিকাতা-২৯ ঠিকানায় রক্ষিত ব্যালট বাক্সে ফেলিতে হইবে অথবা রেজিস্টার্ড ডাকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এমনভাবে পাঠাইতে হইবে যাহাতে উহা উপরোক্ত তারিখ ও সময়ের মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছে। উক্ত তারিখ বেলা ২-৩০টায় গণনা শুরু হইবে এবং প্রার্থীরা যদি ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগকে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রবেশপত্র দেওয়া হইবে।

সদস্যগণ অবহিত হইবেন যে, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ হইতে কলিকাতার প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের অপ্রত্যাশিত ধর্মঘট এবং তাহার পর জরুরীকালীন অবস্থা ও নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা প্রয়োগের ফলে এবং ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ ও ১লা ও ২রা জানুয়ারি, ১৯৭২ ছুটির দিন হওয়ার জন্য আমাদের আয়ত্ত বহির্ভূত কারণে নির্বাচন মাত্র ৫ দিন পিছাইয়া গিয়াছে—আপীল আদালতের ১২-১-১৯৭১ তারিখের নির্দেশ বা সুপারিশ বস্তুতপক্ষে অনুসরণ করিয়াই ইহা করা হইয়াছে। নির্দেশাবলীর বক্তব্য আক্ষরিকভাবে অনুসরণ না করিতে পারার কারণ উপরোক্ত অভাবিত অবস্থা; ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে। সদস্যগণ অবহিত হইবেন যে, ক্লাবের রুল অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় পিছাইবে না।

বি বি ঘোষ
চেয়ারম্যান
ইলেকশন বোর্ড
ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭১

(৮৬৪২)

আসন্ন জাতীয় টেবল টেনিসের বাছাই শীর্ষে

জগন্নাথ ও চারজম্যান

হায়দরাবাদ, ২৮ ডিসেমবর—আগামী ১ জানুয়ারি থেকে জাতীয়, আন্তঃ রাজ্য ও আন্তঃ প্রতিষ্ঠান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপের খেলা হায়দরাবাদের ফতে ময়দানে নবনির্মিত ইনডোর স্টেডিয়ামে আরম্ভ হবে। এই বছরে সর্বপ্রথম বালিকাদের একটি ভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে। এর আগে বালক ও বালিকাদের একত্রে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে হত। বালিকাদের প্রতিযোগিতার জন্যে হায়দরাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ২০০০, টাকার একটি কাপ দিতে চেয়েছে। ১৯৬০ সালে হায়দরাবাদে প্রথম জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপস অনুষ্ঠিত হয়। এইবার দ্বিতীয়বার। তবে এই প্রতিযোগিতা এই রাজ্যে এইবার নিয়ে পঞ্চমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অনধ্র প্রদেশ টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আজ জানান, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের ৪৬০ জন খেলোয়াড় যোগদান করবে। দলগত প্রতিযোগিতায় ২০টি রাজ্যের দল যোগ দেবে। এই ছাড়াও আন্তঃ প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় রেলওয়েজ, পি অ্যান্ড টি, টাটা স্টীল প্রোজেক্ট, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়া, সেনট্রাল সেক্রেটারিয়েটস, ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস, হিন্দুস্থান স্টীল প্ল্যানট ও ইনডিয়ান এয়ার লাইনসেরও যোগদানের সম্ভাবনা আছে।

আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতায় এইবারে রেকরড সংখ্যক দল যোগদান করেছে। মহারাষ্ট্র রাজ্য পুরুষ, মহিলা, বালক ও বালিকা প্রত্যেকটিতে ২টি করে দল দিয়েছে।

পুরুষ ও বালকদের দলগুলিকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। মহিলা ও বালিকা দলগুলিকে ২টি গ্রুপে। পুরুষ ও বালক দলকে ৯টি করে ম্যাচ খেলতে হবে। মহিলা ও বালিকা বিভাগে ডেভিস কাপের মতন ৪টি সিঙ্গলস ও একটি ডাবলস খেলতে হবে।

পুরুষ বিভাগের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় রেলওয়ের জি জগন্নাথকে বাছাই তালিকায় শীর্ষস্থান দেওয়া হয়েছে। এর পরই অনধ্র প্রদেশের মীর কাশিম আলি। মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের কেইটি চারজম্যানকে শীর্ষস্থান দেওয়া হয়েছে। বালক বিভাগে শীর্ষ বাছাই কেরেলার আর এস বালচন্দ্রন। নীচে কোন দল কোন গ্রুপে খেলবে তার তালিকা দেওয়া হল:—

পুরুষ বিভাগ

"এ" গ্রুপ—মহারাষ্ট্র 'এ', বাংলা, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও আসাম।

"বি" গ্রুপ—অনধ্র প্রদেশ, রেলওয়েজ, উত্তর প্রদেশ মহারাষ্ট্র 'বি', ওড়িশা, বিহার ও গুজরাট।

"সি" গ্রুপ—মহীশুর, দিল্লি, কেরেলা, রাজস্থান, গোয়া, পানজাব ও মধ্যপ্রদেশ।

মহিলা বিভাগ

"এ" গ্রুপ—মহারাষ্ট্র 'এ', অনধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, পানজাব ও ওড়িশা।

"বি" গ্রুপ—বাংলা, মহীশুর, দিল্লি, মহারাষ্ট্র 'বি', উত্তর প্রদেশ, গোয়া, হরিয়ানা, কেরেলা ও রাজস্থান।

বালক বিভাগ

"এ" গ্রুপ—তামিলনাড়ু, কেরেলা, দিল্লি, গোয়া, হিমাচল প্রদেশ ও পানজাব।

"বি" গ্রুপ—মহারাষ্ট্র 'এ', বাংলা, আসাম, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ।

"সি" গ্রুপ—অনধ্র প্রদেশ, মহীশুর, বিহার, মহারাষ্ট্র 'বি', ওড়িশা ও রাজস্থান।

বালিকা বিভাগ

"এ" গ্রুপ—মহারাষ্ট্র 'এ', পানজাব, গুজরাট, আসাম ও উত্তর প্রদেশ।

"বি" গ্রুপ—অনধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র 'বি' দিল্লি রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ।

ব্যক্তিগত বাছাই তালিকা

পুরুষগণ:—জি জগন্নাথ (রেল), মীরকাশিম আলি (অনধ্র), দীপক ভাদেরা (দিল্লি), ভি মারচেনট্ (মহারাষ্ট্র), দিলীপ রাজ সাকসেনা (অনধ্র), কে জয়ন্ত (মহীশুর), সুভাষ কুলকারনি (মহারাষ্ট্র), প্রেম বেদী (দিল্লি)।

মহিলাগণ:—কে টি চারজম্যান (মহারাষ্ট্র), রুপা মুখারজি (বাংলা), শৈলজা সালোখে (মহারাষ্ট্র), উষা সুন্দররাজ (মহীশুর)।

বালকগণ:—আর এস বালচন্দ্রন (কেরেলা), এ টি ইয়াহিয়া (অনধ্র), অতুল পারেখ (মহারাষ্ট্র), এ হামিদ (মহীশুর)।

মাদরাজের চেল্লাপ্পা রাজুলুকে চীফ রেফারী করা হয়েছে। এই ছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যের ৪০ জন আমপায়ার খেলা পরিচালনার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।

—ইউ এন আই

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকসে প্রথম দিনে রেকরড হয়নি

জয়পুর, ২৮ ডিসেমবর—৩২তম সারা ভারত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা আজ এখানে মহারাজা'স কলেজের ঘাসের ট্র্যাকে উদ্বোধন হয়েছে। ৫৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকরড সংখ্যক ৭৫৩ অ্যাথলীট (১৮১টি মেয়ে) চার দিন ধরে অংশ গ্রহণ করবে।

আজ তিনটি ফাইনাল হবার কথা ছিল, দুটি সম্পন্ন হয়েছে। কোন নতুন রেকরড হয়নি। ছেলেদের হাই জামপের ফাইনালে উন্নিকৃষ্ণন (কালিকট) ১·৮১ মিটার লাফিয়ে প্রথম হয়েছে। রেকরড আছে ওম প্রকাশের (পানজাব) ১·৯৫ মিঃ। ইন্দ্রজিত সিং (পানজাব কৃষি) ও সুভাষ ভিগার (কর্ণাটক) উভয়ে ১·৭৯ মিটার লাফিয়ে দ্বিতীয় হয়েছে।

মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ের আটটি হিট থেকে ১৬ জন সেমি-ফাইনালে উঠেছে। তার মধ্যে মারী ভারগিসের (দিল্লি) সময় হয়েছে ১২·৫ সেকেনড। বিশ্ববিদ্যালয় রেকরড অলকা দিঘের (পুণা) ১২·৪ সেঃ। অলকার আজ সময় হয়েছে ১৩·৬ সেঃ। ১০০ মিটারে জাতীয় রেকরড স্টেফি ডি'সুজার ১২·২ সেঃ।

মেয়েদের ৪০০ মিটার দৌড়ে ২১ জন সেমি-ফাইনালে উঠেছে। ছেলেদের ১০০ ও ৮০০ মিটার হিটে যারা সেমি-ফাইনালে উঠেছে তাদের মধ্যে আছে বর্ধমানের যথাক্রমে আর এন চৌধুরী ও জি আর প্যাটেল। ১১০ ও ৪০০ মিটার হারডলসের হিটও আজ সম্পন্ন হয়েছে।

আজ প্রকাশিত হল

দে শ
বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৮
দাম মাত্র টাকা ৪·০০
এবং অন্তঃশুল্ক ২ পয়সা ॥ রেজিস্ট্রি ডাকে টাকা ৫·১৭

লায়ন প্লাস্টার করে উপশম!
এটিই একমাত্র বেলেডোনা প্লাস্টার যাতে আছে ক্যাপসিকাম-প্লাস
যা শরীরের ভেতরে গিয়ে মচকানির ব্যথা, পিঠের বেদনা, নিউরালজিয়া, পেশী ও গাঁটের বেদনায় চমৎকার আরাম দেয়।
বেলেডোনা থাকায় লায়ন প্লাস্টার শরীরের গভীরে যেখানে পৌঁছানো শক্ত, সেখানেও ব্যথা-বেদনার উপশম করে।
ক্যাপ্সিকামের আশ্চর্য প্রভাবে দ্রুত রক্ত-চলাচল শুরু হয়, পেশী, স্নায়ু ও গাঁটের বেদনা শান্ত করে।
এরপর ব্যথা-বেদনা হবেই... লায়ন প্লাস্টার চাইবেন

mcm/lp/4a ben
বায়ার্সডর্ফ এ.জি. পশ্চিম জার্মানীর সহযোগিতায় তৈরি করেছেন
লিউকোপ্লাস্ট (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, কুর্তি/পোণ্ডা/গোয়া

দামে সস্তা, স্বাদে অতুলনীয়, মন মাতানো—ব্রু
Benson's 2101C/BEN

রোলিং শাটার তৈরী করছেন?

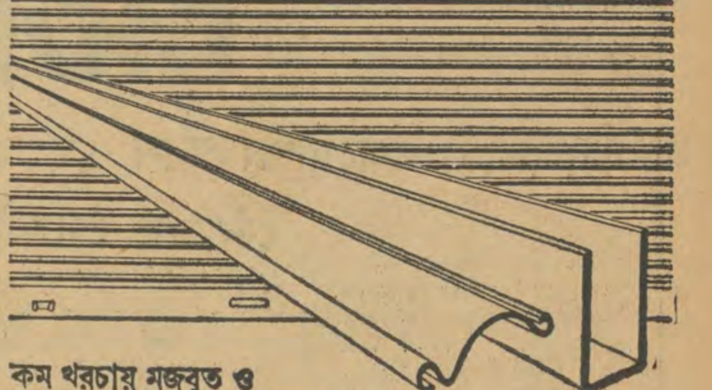

কম খরচায় মজবুত ও ছিমছাম করতে হ'লে ব্যবহার করুন
মেটসেক
কোল্ড রোল ফর্মড সেকশন
মেটসেক সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা যায় এবং যতটা লম্বা দরকার সেইভাবে কেটে নেওয়া যায়।
মেটসেক জুড়ে নেওয়া সহজ। এতে ঝালাইয়ের দরকার হয় না।
বাইরের ফিনিশ ভারি চমৎকার, তাই রঙ লাগানো বা গ্যালভানাইজ করবার পক্ষে খুব সুবিধে।
নির্মাতা:—
টি আই মেটাল সেকশনস, আবাদী, মাদ্রাজ-৫৪
অনুসন্ধানের জন্য এই ঠিকানায় লিখুন:
টি, আই, অ্যাণ্ড এম, সেল্‌স লিমিটেড
(পোষ্ট বক্স: ১৯৬০, মাদ্রাজ-১)
TIM 6508A

আপনার
খাঁটি রূপের জলুস ফুটিয়ে তুলুন—
মাত্র ৭ দিনে

ফুটফুটে, কোমল, লাবণ্যময়...

কিছু ঝামেলা নেই। পণ্ডস কোল্ড ক্রীম ৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করুন।
আজ থেকেই রোজ রাতে দুবার ক'রে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম ৭-দিন ধরে মাখুন। প্রথমবার মাখলেই উপরকার ময়লা ও বিবর্ণ মেক-আপ উঠে যায়। তারপর কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন।

দ্বিতীয়বার মাখলেই রূপের সাড়া জাগে!

আবার ক্রীম মাখুন। এই দ্বিতীয়বারেই রূপের সাড়া জাগে। কেননা পণ্ডস কোল্ড ক্রীম এবার ত্বকের গভীরে লুকনো সব ময়লা বার ক'রে আনে—যা সাবানজলেও করা যায় না। মুখশ্রী হয়ে ওঠে ফুটফুটে নির্মল।
আটদিনের দিন রাত পোহালেই দেখবেন, মুখখানি কেমন ফুটফুটে, লাবণ্যময়!
আপনার এই আসল মুখশ্রী দিনদিন অম্লান রাখতে হ'লে রোজ রাতে দুবার করে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মাখতে ভুলবেন না।

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম
মুখশ্রী নির্মলকারী এই ক্রীমের বিক্রীই সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী

পড়ুন
সব সেরা সাপ্তাহিক
দেশ

কলকাতায় চিনি সরবরাহের জন্য আরও ওয়াগন দিতে হবে

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর—উত্তর-প্রদেশ এবং বিহারের চিনি কলগুলি থেকে কলকাতা ও আসামে চিনি পরিবহণের উদ্দেশ্যে আরও বেশি রেল ওয়াগন মঞ্জুর করার জন্য কলকাতার চিনি ব্যবসায়ী সমিতি আবেদন জানিয়েছেন।

আজ এখানে এক বিবৃতিতে ওই সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপি এল বগত বলেন—তিনি রেলমন্ত্রী ও রেলওয়ে বোরড কর্তৃপক্ষকে বলেছেন যে, আরও বেশি ওয়াগন বণ্টন করা না হলে ক্রেতাসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে।

—ইউ এন আই

পাকিস্তানের উচিত সহজ সত্য মেনে নেওয়া
—ওয়ালি খান

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর—জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা শ্রীওয়ালি খান বলেন যে, পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। এ সহজ সত্যটা পাকিস্তানের মেনে নেওয়া উচিত।

লনডনের 'ফিনানসিয়াল টাইমস'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পাকিস্তানের যেটুকু রয়েছে এখন তাকেই রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। গণতান্ত্রিক পথেই তা সম্ভব। এ তথ্য প্রচার করেছে বি বি সি।

'ফিনানসিয়াল টাইমস'-এর সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, ওয়ালি খানের বলার ধরন দেখে মনে হয়, শ্রীভুট্টো অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

—ইউ এন আই

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

আসামের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে আমন্ত্রিত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর—নব কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রাজিৎ যাদব আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ওই রাজ্যের নব কংগ্রেসের পুনর্গঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনাই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য।

মুখ্যমন্ত্রী আগামী ৩০ ডিসেম্বর তারিখ এখানে আসতে পারেন বলে নব কংগ্রেস মহল মনে করেন।

শত্রুকবলমুক্ত চাঁদপুর ও ফেনী ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে

৫ম পৃষ্ঠার পর

সমর্পণের ২ দিন আগে পর্যন্ত তা অবাধে চলতে থাকে। গ্রামগুলির ক্ষতিও কম নয়। চাঁদপুর থেকে ফেণী যেতে ও আসতে ট্রেনে আমার সহযাত্রীরা বহুগ্রামের দুর্দশা দেখালেন। ঐসব গ্রামগুলি আংশিক বা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশী সংখ্যক হিন্দুর বাস বা গেরিলা কাজকর্মের কেন্দ্র বলেই হয়ত ঐসব গ্রামের উপর পাক সেনাদের কোপ দৃষ্টি বেশী পড়েছে। সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারীধর্ষণ এক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফেণীর চিত্র কিছু পৃথক নয়। অত্যাচারের রকম প্রায় একই। হিন্দুদের সমূলে নিধন বা বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে চাওয়া হয়েছিল। হাজারিপাড়া (দাউদপুর-পূর্ব) ও সহদেবপুরের হিন্দু মহল্লাটি এই স্বাক্ষরই বহন করছে। শহরের প্রাণকেন্দ্র শ্রীনাথজীউর মন্দিরটি বিধ্বস্ত হয়। বিগ্রহও অপহৃত। বাঘা মজুমদারের বাড়িও বিধ্বস্ত।

ফেণীতে খাজা আমেদ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে গত ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বিবরঘাটি বাড়ির সরঞ্জাম সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কয়েকটি লরি ভাড়া করেন। ইতিমধ্যে ঐসব বিবরঘাটিগুলি ভেঙে ফেলা শুরু হয়েছে। একটি স্কুলের মাঠে ঐসব সরঞ্জাম স্তূপ করে রাখা হচ্ছে। এরমধ্যে কি নেই—জানলা-দরজা থেকে শুরু করে গাছের গুঁড়ি পর্যন্ত আছে। আর আছে রেলের স্লিপার। এই স্লিপারগুলি রেলকে ফেরত দেওয়া হবে। আর অন্যান্য জিনিসগুলি গৃহপ্রত্যাগত শরণার্থীদের বাড়িঘর তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হবে। খাজা সাহেব এরজন্য অর্থ-সাহায্যের আবেদনও জানিয়েছেন। সাড়াও ভাল মিলছে।

খাজা সাহেব জানান, ফেণীর শতকরা ৪০ ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য হিন্দুদের হাতেই ছিল। একটি মাত্র দোকান অক্ষত ছিল। তার সিন্দুকটিও যথাস্থানে ছিল। চাঁদপুরে একইরকম উন্নতির লক্ষণ দেখা দেয়। হিন্দুদের দোকান বাড়ি যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল পাকিস্তানী সেনারা পরাজিত হবার পর তারা উধাও হয়। শরণার্থীরা প্রত্যাবর্তন করে ঐসব বাড়িঘর যতদিন না বুঝে নিচ্ছে ততদিন আওয়ামী লীগ ঐগুলির দেখাশোনা করছে।

শ্রীআখন্দা জানালেন, চাঁদপুরেও এইসব দোকান ও বাড়ি চাবি দিয়ে সীল করে রাখা হয়েছে। চাঁদপুরের শ্রীআখান্দা ও ফেণীর খাজা আমেদ উভয়েই বলেছেন, অবিধ্বস্ত বাড়ি ও দোকানগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে অর্পণ করাই পুনর্বাসনের অঙ্গ। এইসব লোকেদের যা কিছু টাকাকড়ি ছিল, সবই হয় খোয়া গিয়েছে না হয়ত গত নয় মাসে প্রাণধারণের জন্য ব্যয় হয়ে গিয়েছে। এঁদের ব্যবসাবাণিজ্য আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চাই অর্থ-সাহায্য ও অল্প সুদে ঋণদান।

শ্রীঅধীরচন্দ্র সেনের কথায় চাঁদপুরে হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দুর্দশার একটি করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। চাঁদপুরে শ্রীসেনের একটি দোকান ছিল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তিনি আমায় জানালেন যে, তাঁর বাড়ির একটি ইটকাঠও নেই। বাজারে তাঁর দোকানটি লুণ্ঠিত হয়েছে। তিনি এখন কপর্দকশূন্য। এক বন্ধুর বাড়িতে তিনি থাকেন। ত্রিপুরা থেকে তিনি তাঁর পরিবারকেও আনতে পারছেন না। ত্রিপুরায় তাঁরা সকলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এইরকম বহু ব্যবসায়ী আজ চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা আবার ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করতে চান। কিন্তু এরজন্য চাই অর্থ। কোথায় যে অর্থ পাওয়া যাবে? বাংলাদেশ সরকার এখনও এই সমস্যার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবার সময় পাননি এবং এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন কর্মসূচী রচিত হয়নি। গৃহ-প্রত্যাগত শরণার্থীদের সবরকম সুযোগ-সুবিধা দেবার তাঁদের বাসনার কোন অভাব নেই। কিন্তু অন্যান্য গুরুতর সমস্যায় বাংলাদেশ সরকার এখন ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছেন বলেই মনে হয়।

গ্রামাঞ্চলে শরণার্থীদের পুনর্বাসনে বিশেষ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কারণ ব্যাপকভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করে দিলেই এই সমস্যার অনেকটা সুরাহা হতে পারে। গ্রামাঞ্চল পাক জঙ্গীশাসকদের স্তাবকরাও এখন উধাও হয়েছে।

সুতরাং শরণার্থীরা ফিরে এলে প্রকৃত মালিককে তাঁদের জমিজমা ফিরিয়ে দেওয়ার অসুবিধা হবে না।

এঁদের অসুবিধা থাকবে পরবর্তী ফসল কাটার সময় পর্যন্ত। ততদিন পর্যন্ত গ্রাসাচ্ছনই হবে এঁদের সমস্যা। দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করায় কিছু আমন শস্য কাটা হয়েছে। তবে অনেকেই এর ফল ভোগ করতে পারবেন না।

কেবল খুনখারাপি বা লুঠতরাজ নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অত্যাচারের নিষ্ঠুর নিদর্শন রয়েছে যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বীক্ষণাগারগুলি এর স্বাক্ষর বহন করছে। প্রাচীন সংস্থা ফেণী পাবলিক লাইব্রেরী রান্নাবাড়িতে পর্যবসিত হয়েছিল। বইগুলি হয়েছিল জ্বালানি।

মেঘনার পূর্বে অন্যান্য স্থানের মধ্যে চট্টগ্রাম, ফেণী ও চাঁদপুর ছিল সক্রিয় গেরিলা আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। স্টীমার "টারন"-এর প্রথম শ্রেণীর কেবিনে ওপরের ডেকে বুলেটের চিহ্ন ছিল। 'বিউটি অফ বিক্রমপুর' লঞ্চেও এইরকম বুলেটের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। পাকিস্তানী সেনারা খালাসীদের এইসব লঞ্চ চালাতে বাধ্য করেছিল। ফলে ঐগুলি গেরিলাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা এই গেরিলা-বাহিনীকে ফাঁপিয়ে তুলেছিল।

চাঁদপুরে আমি এক ধনী মুসলমানের গৃহে রাত কাটাই। এই ভদ্রলোকের একটি ছেলে গেরিলা-বাহিনীতে ছিল। মুক্তিসংগ্রামে ছেলেটি প্রাণ হারায়। এই বাড়িটি ছিল মুক্তি-সংগ্রামীদের আস্তানা।

এই বাড়িতেই শ্রীআবদুল মোমিন খাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মারচ মাসে তিনি ঢাকা সিটি ল কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি কখনও দূর থেকেও রাইফেল দেখেননি। আজ তাঁর কি পরিবর্তন! তাঁকে সেদিন দেখলাম একজন পাক গেরিলা হিসাবে একটি স্টেনগান নাড়াচাড়া করছেন। সামান্য কিছু অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেই তিনি ৯৮ জনের এক গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেন। ক্রমে এই বাহিনীর তিনি নেতৃত্ব করেন। তাঁর নতুন নাম হয় মাখন। তাঁর ইউনিটের নাম হয় পদ্মা। শত্রুপক্ষের সঙ্গে এই ইউনিটের বহু সংঘর্ষ হয়। দুইজন প্রাণও হারায়। এঁদের হাতে শত্রুপক্ষেরও অনেকে নিহত হয়। শ্রীখাঁ আজ তাঁর মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মুক্ত করার আন্দোলনে অংশ গ্রহণে গর্ব অনুভব করেন।

টুট্টাচর্টুদোষ করিতে করিতে করি

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

কোয়েটায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভে ১ জন নিহত

রাওয়ালপিনডি, ২৮ ডিসেম্বর—বালুচিস্থানের নবনিযুক্ত গবরনরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার সময় ওই সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী কোয়েটাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন ছাত্র নিহত ও অপর ৩ জন আহত হয়েছেন।

বালুচিস্থানে জাতীয় আওয়ামি পারটির (ন্যাপ) সভাপতি ঘৌস বক্স বিজেনজো বলেন, ওই শহরে ধর্মঘট এবং ন্যাপ ও ভুট্টোর পিপলস পারটির সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে।

—এ পি

হিচ হাইক করে সারা ভারত ভ্রমণ

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা একাডেমীর দুই ছাত্র শ্রীদিলীপকুমার দাস ও শ্রীসমীরকুমার বাঁজিক হিচ হাইক করে সারা ভারত সফরের পর সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছে। একসপ্লোরারস ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় মাথাপিছু পাঁচ টাকা নিয়ে ওরা ২ এপরিল কলকাতা ত্যাগ করে।

লরি চাপা পড়ে মা ও মেয়ের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাগনান (হাওড়া), ২৮ ডিসেম্বর—মঙ্গলবার সকাল প্রায় ছটার সময় মা ও মেয়ে লরির চাকার তলায় পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং অপর-একজন মহিলা গুরুতর আহত হন।

ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি

CMDA

টেণ্ডার নোটিস

সি এম ডি এ-এর জোনাল এঞ্জিনীয়ার, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক জোন, মিউনিসিপ্যাল অ্যাণ্ড অঞ্চল ডেভেলপমেণ্ট উইং নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সঙ্গতিপন্ন, নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে প্রত্যেক কাজের জন্য পৃথক পৃথকভাবে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। প্রত্যেক কাজ শেষ করার জন্য প্রদত্ত সময় : কাজ আরম্ভ করার অর্ডারের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাস।

কাজের ধরন	কাজের স্থান এবং নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন	অনুমিত ব্যয়	বায়নার পরিমাণ
১। নবগ্রাম অঞ্চল অধীন রাস্তাসমূহ মেরামত/উন্নতিসাধন	কোন্নগর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট নবগ্রাম	১,৬৭,৩৭২, টাকা	৩,০৪৭, টাকা
২। কানাইপুর অঞ্চল অধীন রাস্তাসমূহ মেরামত/উন্নতিসাধন	কোন্নগর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট কানাইপুর	১,৫৬,৮৯৮, টাকা	৩,১৩৮, টাকা
৩। রিষড়া অঞ্চল অধীন রিষড়া বামুনআড়ি রোড মেরামত/উন্নতিসাধন	রিষড়া	১,৩৬,৯১০, টাকা	২,৭৩৮, টাকা
৪। খলিসানি অঞ্চল অধীনে রাস্তা মেরামত/উন্নয়ন	খলিসানি। মানকুণ্ডু ও চন্দননগর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট	১,৫৩,০৮৮, টাকা	৩,০৬২, টাকা
৫। বালী অঞ্চল অধীনে রাস্তা মেরামত/উন্নয়ন	বালী	১,৬৭,৪২৭, টাকা	৩,৩৪৯, টাকা

টেণ্ডারদাতাগণকে এইরূপ কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়া জোনাল এঞ্জিনীয়ারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। অন্যথা টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে না। টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করার সময় তাঁহাদিগকে আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেটও অবশ্যই দেখাইতে হইবে। বিশদ টেণ্ডার নোটিস ও প্রাসঙ্গিক বিবরণ হুগলী জেলার পোঃ অঃ রিষড়া অধীন জি টি রোডে প্রেসিডেন্সি জুট মিলের ওল্ড বাংলোয় উপরোক্ত জোনাল এঞ্জিনীয়ারের অফিসে দেখা যাইবে। ২৯-১২-৭১ তারিখ হইতে ১১-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত সকল কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে ১০, টাকা (প্রত্যেক কাজের জন্য) মূল্যে এই অফিসে টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডার ১২-১-৭২ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিনই বেলা ৩টায় ঐগুলি খোলা হইবে।

এস কে মুখার্জী
জোনাল এঞ্জিনীয়ার (এম অ্যাণ্ড এ ডি)
রিষড়া জোনাল অফিস,
রিষড়া, হুগলী

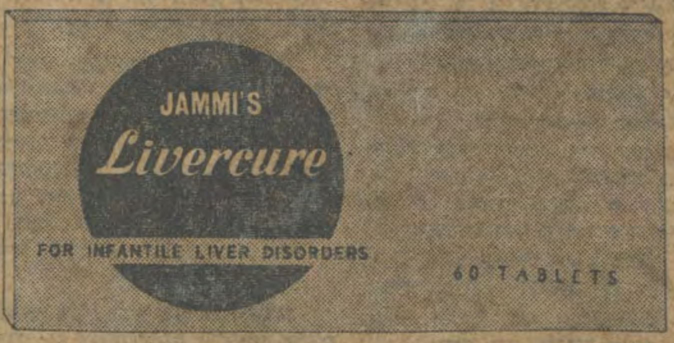

জাম্মির লিভারকিওর
—পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ ব'লে প্রমাণিত

শিশুদের যে সব অসুখবিসুখ হয় তার মধ্যে লিভারের সিরোসিস রোগেই এদেশে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী।
লিভারের কাজের যেকোনো রকম গণ্ডগোলে, কামলা বা জণ্ডিস হ'লে আর লিভারের সিরোসিস রোগে **জাম্মির লিভারকিওর** একেবারে সিদ্ধফল ঔষধ।
জাম্মির লিভারকিওর আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী। এতে আছে আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে প্রস্তুত দস্তা, লৌহ, বোরোন এবং ক্যালসিয়াম কম্পাউণ্ড, আর আছে মূত্রকারক ও জ্বরনাশক ভেষজ। **জাম্মির লিভারকিওর** শিশুদের পক্ষে চমৎকার। এতে লিভারের কাজ জোরদার হয়।

ভারতের সর্বত্র নামকরা চিকিৎসকদের মতে **জাম্মির লিভারকিওর** শিশুদের লিভারের সিরোসিস নিরাময়ে খুবই ফলপ্রদ।
শিশুদের লিভার খারাপ হওয়ার বিভিন্ন কারণ ও সিরোসিসের অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগের জন্যে **জাম্মির লিভারকিওর** তিন রকম শক্তিতে পাওয়া যায়।

জাম্মির লিভারকিওর
৭০ বছর ধ'রে নির্ভরযোগ্য নাম
জাম্মি ভেঙ্কটরামনাইয়া অ্যাণ্ড সন্স, মাদ্রাজ
IL 6846

জেনসন'এর রং!
কেবল উপর চটক নয়, এক সুদৃঢ় রক্ষণ ব্যবস্থা।
—দু'শ বছর অক্লান্ত গবেষণার ফল।

মডেল : এয়ার ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে

রং এর জগতে জেনসন'এর অবদান এই ছোট পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা অসম্ভব। সে এক বিরাট, কীর্তিময় কাহিনী, দু'শ বছর আগে যা আরম্ভ, আজও যা লেখা চলেছে। গবেষণাগার ও ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কত নতুন ধরনের রং তৈরী করেছে জেনসন—এক একটি আবিষ্কার যেন বিপ্লব এনে দিয়েছে সুশোভন রংএর প্রত্যয়ে। উদাহরণ স্বরূপ : জেনসন'এর "জাপান ব্ল্যাক" ভারনিশ যা উনবিংশ শতাব্দীতে সৌখীন ঘোড়া গাড়ীতে ব্যবহার হোত ; বা আরও সম্প্রতিকালের "প্লাসটিক ইমালশন" যা ভারতবর্ষে প্রথম চালু করে জেনসন।

আজও জেনসন বাড়িয়ে যাচ্ছে তার নতুন রংএর সামগ্রী। অপূর্ব তার বাহার, অদ্ভুত তার "ফিনিশ" : আর প্রতিটি রংএর প্রলেপের মধ্যে এক নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় রক্ষণ ব্যবস্থা। যা বর্ষা-বাদলে, প্রখর রৌদ্রে, সমান চটক রাখে, বছরের পর বছর।

জেনসন এ্যাণ্ড নিকলসন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
লণ্ডনের বার্জার কম্পানি গ্রুপ'এর সদস্য

J&N
রঙের জগতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নাম
Bensons 2259C/1 BEN